মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

(কাব্য)

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

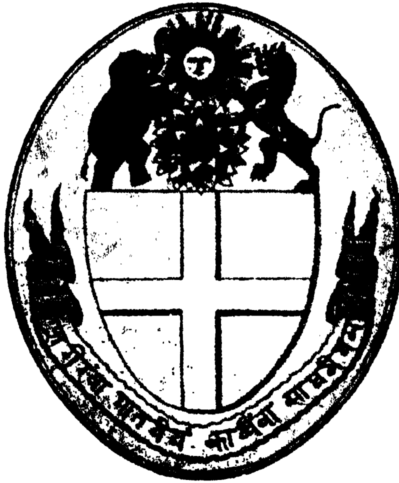
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

এক টাকা চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৫—১৫।১২।১৯৪৩

ভূমিকা

১২৮৭ সালের ৩০ চৈত্র কলিকাতার "সাবিত্রী লাইব্রেরী"র দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বাঙ্গালা সাহিত্য। (বর্ত্তমান শতাব্দীর)" আলোচনায় বলিয়াছিলেন—

> আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্ব্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।

বস্তুতঃ ক্রান্তিকারী বা যুগান্তকারী গ্রন্থ বাংলা-সাহিত্যে যদি একটিও প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' সেই গ্রন্থ। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' সমবেত ভাবে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একা 'তিলোত্তমাসম্ভব' সেই পরিবর্ত্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই কাব্যখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পয়ার এবং ত্রিপদীর একঘেয়ে পদচারণের মধ্যে বাংলা কাব্য প্রায় মুমূর্ষু হইয়া আসিয়াছিল; 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। শুধু কাব্য নয়, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনে বাংলা-গদ্যও সতেজ ও ওজস্বী হইবার অবকাশ পাইয়াছে।

ইংরেজী ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের আদর্শে এই নূতন ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনার ইতিহাস কৌতুককর। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে'র (তৃতীয় সংস্করণ) ২৫৭ হইতে ২৬০ পৃষ্ঠায় এবং নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি'র ১২৪ হইতে ১৩০ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে রচিত পাশ্চাত্য মহাকাব্যের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়াই তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে অমিত্রচ্ছন্দে বাংলা কাব্য রচনার দায়িত্ব লইয়া বাজি রাখিতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষা, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত অসামান্য কবিপ্রতিভা যুক্ত হওয়াতে

তিনি অত্যল্পকালমধ্যেই সে বাজি জিতিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন দিয়াছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর গৌরদাস বসাকের নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

...there is one incident which of course I shall never forget and that is with reference to the introduction of blank verse into our language. Of this, no doubt, you are aware, but you wish me to give some details: well, here they are.

It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgachia Villa where the stage had been set up for the performance of the "*Ratnavali*." Both the brothers, Rajahs Proptap Chunder Singh and Issur Chunder Singh were there, and so was our favourite poet. It was a rehearsal night, and the amateurs were coming in one by one: the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengali Drama in particular. Michael said that "no real improvement in the Bengali Drama could be expected until blank verse was introduced into it.' I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengali language, was ill adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you," said he, "and I think it is well worth making an attempt." "You remember," I added, "how once the late Issur Chunder Gupta made a caricature of blank verse in Bengali, beginning with the lines

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই"।

"Oh!" said he, "it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But," I said, "if I am correctly informed the French, which is no doubt a more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengali should be found unsuited to this kind of versification." "You forget, my dear fellow," he replied, "that the Bengali is born of the Sanskrit than which a

more copious and elaborate language does not exist." "True," said I, "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass," said he laughingly, "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added "and what if I succeed in proving to you that the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry."

"Why then," I replied, "I shall willingly stand all the expenses of printing and publishing any poem which you may write in blank verse." "Done," said he clapping his hands, "you shall get a few stanzas from me within two or three days" and as a matter of fact within three or four days the first canto of the তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য was sent to me. I was so agreeably surprised, and at the same time so charmed with the artistic manner in which the verses were written, not to speak of the sentiments and the rich imageries of the poetry, that I at once took the MS. to my friends the Rajas of Paikpara. It was then read by several of our friends who had some reputation for literary taste and I was glad to find that they all agreed with me in my opinion of the composition. Very large indents were no doubt made upon the Sanskrit vocabulary but for all that our poet's attempt could not but be pronounced a complete success. A few days after I again met Michael in the Belgachia Hall. He came up smiling to me and shaking me heartily by the hand, as was his wont, he asked me "How I liked his specimen verses?" "Like them?" said I, "why they are simply charming; you have won the bet and I frankly acknowledge my defeat." At this he laughed and said "I am so glad I have been able to convince you of the capacity of our "weakling" as you thought our Bengali language to be." My late lamented friend Rajah Issur Chunder then said "well, now our friend, Michael, must complete his little poem as soon as possible." "Certainly," said Michael, "and I hope to do so in about a fortnight." The poem was indeed completed within a very short time, and was printed and published at the Stanhope Press, the best Bengalee Press then in existence. By way of a compliment the little volume was dedicated to my humble self and the original

Manuscript was also handed over to me. This as you know is carefully preserved in my library. A short time after Michael with his usual exuberance of spirit proposed that we must have a photograph of the presentation of the MS. by the poet to my humble self. At first I was not much inclined to meet his wishes, but he would not listen to my excuses. So we both went by appoinment to the studio of Messers. Rinecke and Co. the best photographic establishment then in Calcutta and there a photograph was taken, but neither I nor Michael liked the *pose* or the general execution of the picture, and it was arranged that we should call another day and take a second chance. With one thing or another this did not come to pass for some time, and the idea went out of the poet's head.

এই কাহিনীর মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যতীন্দ্রমোহন যখন বলিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা অমিত্রাক্ষরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তখন মধুসূদন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, "বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা।" বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষার গাম্ভীর্য্য ও শব্দসম্পদই বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্ভব করিয়াছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রথম দুই সর্গ রচনা করেন। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র সম্পাদক মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮১ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৮৫৯ জুলাই-আগস্ট; ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৪ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮৮) এই কাব্যের প্রথম সর্গটি তাঁহার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। মধুসূদনের নাম ছিল না, রাজেন্দ্রলাল যে ভূমিকাটুকু করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

> কোন সুচতুর কবির সাহায্যে আমরা নিম্নস্থ কাব্য প্রকটিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন, ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ, করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণ বর্দ্ধিত হয় তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন। বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্ত্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৫ খণ্ডে অর্থাৎ শকাব্দা ১৭৮১ ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৪-১১১) দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়। ইহাতেও লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র চারি সর্গ একেবারে পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস* হইতে প্রকাশিত হয়; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। আখ্যা-পত্রটি বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠভেদ বিভাগে ১০৫ পৃষ্ঠায় হুবহু মুদ্রিত হইল। সমগ্র প্রথম সংস্করণও মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১০৫-১৯২)। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম সংস্করণ পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন।

মধুসূদনের জীবিতকালে এই কাব্যের আরও দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৬৮ সালে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৯। এই সংস্করণে মধুসূদন বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন—

> I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৪৮২-৮৩।

> [তিলোত্তমার একটা সাধারণ সংস্করণ বাহির করিতেছি। মূলের কিছু সংস্কারের চেষ্টায় আছি। অনেক স্থলে ছন্দের ত্রুটি নজরে পড়িতেছে। এই কাব্যের চাহিদা প্রতি দিনই বাড়িতেছে। টীকা-সম্বলিত একটি সংস্করণের অবকাশ আছে। প্রথমে মূল পাঠ ঠিক হউক।]

> ...We are reprinting Tilottama and to tell you the candid truth I find the versification very *kancha* in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her.—'জীবন-চরিত', পৃ ৪৯১।

> [তিলোত্তমা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি; তোমাকে যদি খাঁটি সত্য বলি, তাহা হইলে স্বীকার করিব, এই কাব্যের রচনা বহু স্থলে অত্যন্ত কাঁচা মনে হইতেছে। অপ্সরীকে একেবারে ঢালিয়া সাজিব। ভয় পাইও না, মাটি করিব না।]

* যতীন্দ্রমোহন ভুল করিয়া ষ্ট্যানহোপ প্রেস লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর মধুসূদন রাজনারায়ণকে লেখেন—

...Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better, you will have a copy soon.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৫২৫।

[তিলোত্তমা চমৎকার ভাবে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং আমি আশা করিতেছি, সাহিত্যের দিক্ দিয়া প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আমি এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, রচনা নিঃসংশয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তুমি শীঘ্রই এক খণ্ড বই পাইবে।]

ইহার পর ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুসূদন আবার নূতন করিয়া 'তিলোত্তমাসম্ভব' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম সর্গের কয়েক পংক্তির অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেই পুনর্লিখিত অংশটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণ; দুই একটি স্থলে সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহা চুঁচুড়ায় মুদ্রিত এবং কাশীনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়; আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০০। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল "১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭০" দেওয়া আছে।

মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র ইংরেজী অনুবাদও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ধবল-গিরির বর্ণনাটুকু অনূদিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডুলিপির মালিক মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সৌজন্যে ইহা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত *Mookerjee's Magazine*-এ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের সংখ্যায় (পৃ. ৩৮৫-৮৭) মুদ্রিত হয়। 'জীবন-চরিত,' পৃ. ২৮৩-৮৫ ও 'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৫০-১৫২ দ্রষ্টব্য।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদন ও তাঁহার বন্ধুগণের চিঠিপত্রে অনেক সংবাদ আছে। আমরা সেগুলি 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সং.) হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। এই পত্রাংশগুলি হইতে এই নূতন ছন্দ ও নূতন কাব্য সম্বন্ধে মধুসূদনের

নিজের ধারণা ও সেকালের বিদ্বজ্জনসমাজে ইহা যে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। ২৪ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

Tilottama will be published, soon, in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four Books. Jotindro Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed (for I am as poor as a good poet ought to be !), seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me. I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration ! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the *toughest* of poets—I mean old John Milton ! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

...I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank Verse "thrashes the Englishers" as an American would say ! But joking apart, is not Blank Verse in our language quite as grand as in any other ? —পৃ. ৩০৯-১৫।

২। ১৫ মে ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe

you are one of the writers of the Tattwabodhini Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal? That would be *giving it a jolly lift indeed.* If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve. I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail!

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal, who is often with me, for we were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

...By the bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression....

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her.—পৃ. ৩১৭-২০।

৩। ২২ মে ১৮৬০ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে—

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own handwriting! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a Monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time *will* come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud

to think that the manuscript in the author's autograph of the first blank verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the poet himself.—পৃ. ১৬৩-৬৪।

৪। রাজনারায়ণ বসু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে*—

If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction, and the rich music of his versification, charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description : compared to it, what are "Lucent syrups tinct with cinnamon ?"—পৃ. ২২১।

৫। রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুকে—

Your opinion of Madhu's poem is entirely my own, and Jotindra Mohan Tagore, a man of well cultivated taste, and an excellent judge of poetry, whom perhaps you know concurs with me. It is the first and a most successful attempt to break through the jingling monotony of the পয়ার, and as a poem the best we have in the language. The ideas are no doubt borrowed, and Keats and Shelley and Kalidas and Milton have been largely, very largely, put in requisition ; but as you very justly say, "whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," so the reader has no opportunity to notice, much less to find fault with, the mosaic character of the materials which go to the making up of *Tilottama.* The author can never expect a wide circle of readers, but then he must console himself by the reflection that Milton is not the most popular author in English.

The farce [একেই কি বলে সভ্যতা] is exquisite, and it is an wonder to me how the author could paint so humorons a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama.

* নগেন্দ্রনাথ সোম এই পত্রখানি রাজনারায়ণ কর্তৃক মধুসূদনকে লিখিত বলিয়াছেন।—'মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৩৭-৩৮।

...poor fellow! he is born in evil days, when he will get nothing for his pains save the approbation of a very select few. Our countrymen are not yet in a position to appreciate and enjoy blank verse. It requires a mental training which in these degenerate days of the *Kaliyug* no Bengalee, who has not a liberal English education, can lay claim to. We may however expect, if we escape gliding down to serfdom, to muster strong and esteem Tilottama as her autotype was in the court of Indra. For the present I hear that even the renowned Vidyasagar, for whom I have the greatest respect, thinks our pet an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity. Would such abortions were plentiful in the country and men to know their value!—পৃ. ১৯৪-৯৫।

৬। ১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

The Tilottama is out. I have ordered Messrs. I. C. Bose & Co., to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans. I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate," that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest! If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My

advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.—পৃ. ৩২০-২২।

৭। ১৪ জুলাই ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Raj Narain Bose of Midnapur is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right !"

...Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I *never* drink when engaged in writing poetry ; for, if I do, I can never manage to put two ideas together ! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.—পৃ. ১২৪-২৫।

৮। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove !) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in book II 19—40) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate." Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more

conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa, and that, I think, is quite enough for me....

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V.—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebulition of ill-nature on the part of——has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of.—পৃ. ২২৮-২৯।

৯। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work [মেঘনাদবধ] you will see nothing in the shape of "Erotic Similes"; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra to review Tilottama for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.—পৃ. ১৫০।

১০। ৩ আগস্ট ১৮৬০ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে—

...Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Viridhartha ? I suppose you have. It is kind.—পৃ. ১৫২।

১১। মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে—

...I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result ? Lameness !

...Our 7 footed verse is *our* "heroic" measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sack-ville—Lord Buckhurst, born in 1527 ? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of

গ্রন্থ নূতনবিধ পদ্যে নিবদ্ধ এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কঠিন করা হইয়াছে। এই দুই কারণ বশতঃ পাঠ মাত্র ভাল লাগে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে চিত্ত গ্রন্থকারের প্রশংসার দিকে ধাবমান হয়।

বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরসপ্রিয়। পয়ারাদিচ্ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্দ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক; কিন্তু পয়ারাদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাস করিলে উহার শোভা এক কালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পদ্য সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচয়িতা তাহার নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্য অন্য লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে, এবং ঐ পদ্যে নিঃসন্দেহ নানাবিধচ্ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের অনেক স্থল উন্নত হইয়াছে, গ্রন্থকারও উহাকে উন্নত করিবার নিমিত্ত সমুচিত যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। আমাদিগের দেশের গ্রন্থকারেরা সচরাচর যে দোষে আক্রান্ত হইয়া থাকেন, তিনি সম্যক্‌রূপে তাহার হস্ত পরিহার করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি যেরূপ নূতনবিধ উন্নত পদ্যের সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদনুরূপ বিষয়টি মনোনীত করিতে সমর্থ হন নাই।
—'সোমপ্রকাশ,' ২৩ শ্রাবণ ১২৬৭, পৃ. ৪৪৮-৪৯।

…কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও যতি; আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি; এবং আমাদিগের আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন। পরন্তু, যতির অনুরোধে যে অন্যত্র বাক্যশেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য। তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রশ্নোত্তরবিশিষ্ট কবিতার উদ্দেশ করিতে পারি; তাহাতে

আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। তদ্ভিন্ন সামান্য কবিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক যথা—

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্যে—কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ॥

এস্থলে চতুর্থ পাদের "ন বিদীর্যে" পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। "কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ" বাক্যের সহিত পূর্ব্ব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আসক্তি নাই, অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতি স্থান নহে। রঘুবংশে যথা,

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্,
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্,
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্,
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্,
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্,
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্,
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্,
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্,
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে,"—১ম সর্গ, ৫-১০ শ্লোক।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে "বক্ষ্যে" পদেই অর্থের শেষ হইয়াছে; শ্লোকপাদের শেষ কথায় অন্য প্রসঙ্গ; তাহার সহিত পূর্ব্ব কথার সম্বন্ধ নাই। রঘুবংশের অন্যত্র—

"সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।
তেন—সিংহাসনং পিত্র্যমখিলং চারিমণ্ডলং॥"—৪র্থ সর্গ, ৪ শ্লোক।

এই শ্লোকেও "তেন" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যতির নহে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে যথা—

"কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে
জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ।
ন বিব্যথে তস্য মনঃ—নহি প্রিয়ং,
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ॥"

এই শ্লোকে তৃতীয় পাদের "মনঃ" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে। তৎপরের "নহি প্রিয়ং" ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এতাদৃশ অপর দৃষ্টান্ত

অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে; পরন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। প্রদত্ত উদাহরণেই পাঠকবৃন্দ নিশ্চিত হইবেন যে, পদমধ্যে অর্থের শেষ করার হানি হয় না, এবং তিলোত্তমায় যে পদের প্রারম্ভে বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে, তাহা কোন মতে প্রকৃত যতির হানিকর নহে। দত্তজ লেখেন—

"এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর,
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা,
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে,
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!"

এই পাদ-চতুষ্টয়ের তৃতীয় পাদের "বীণাপাণি" পদে অর্থ শেষ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে যতির ভঙ্গ হয় নাই; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দ: অমিত্রাক্ষর পয়ার, তাহার লক্ষণ চতুর্দ্দশাক্ষর বৃত্তি, অষ্টমাক্ষরে যতি, এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে। সেই লক্ষণানুসারে "স্থানে," "আজি," "দেবি" ও "তোমা," পদের পর যতি আছে; সেই যতিতেই ছন্দের অনুরোধ রক্ষা পায়; বীণাপাণি শব্দের পর পৃথক্ যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথায় অষ্টমাক্ষরের পর যতি না থাকে তাহা হইলে কাব্যকর্ত্তাকে যতি-ভঙ্গ-দোষ স্বীকার করিতে হইবে। এক পদে চতুর্দ্দশাক্ষরের অধিক বা অল্প থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছন্দোভঙ্গ অঙ্গীকার করিতে হয়।

প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। সামান্য পয়ারের ন্যায় ইহা পাঠ করিলে, অর্থেরও অনুভব হইবেক না এবং কাব্যও পদ্য বলিয়া বোধ হইবেক না। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে প্রকারে মিল্‌টন্ কবি কৃত "প্যারাডাইস্ লষ্ট" নামক কাব্য পাঠ করেন তদ্রূপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে, তাঁহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দ্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক্ যতি রাখিলেই তিলোত্তমা-পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলত:, যে প্রকারে বিরামচিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়; কেবল ইহার বিরাম-চিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

তিলোত্তমার ছন্দ ও যতি বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া তাহার রচনা-কৌশল ও কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য।...এস্থলে এইমাত্র বলিলে হয় যে, দত্তজর কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্ব্বত্রই সুচারু-রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি,

হোমর্, মিল্টন্ প্রভৃতি কবিকুলকেশরীদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিবৃত্ত হয়েন নাই ; তাঁহার মন হইতে অন্যের যে কোন ভাব নিস্সৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে ; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না ; প্রত্যুত, সকলই স্বচ্ছ, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অনুভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তত্রাপি, পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙ্গালী কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ পৌরাণিক ভূগোল ও খগোল পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বকর্ম্মাকে ভূমণ্ডলের প্রান্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পৌলোমীর সহচরীর মধ্যে ষষ্ঠী, মনসা, সুভচনীর উল্লেখ সহৃদয়ের কার্য্য হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা স্বর্কেশ্যা তিলোত্তমাকে "সতী" বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়। পরন্তু, ঐ সকল আপত্তিসত্বেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্যমধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সহৃদয় কাব্যানুরাগীরা ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।—'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,' শকাব্দ ১৭৮২, অগ্রহায়ণ ; ৬ষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৮ খণ্ড। ('মধু-স্মৃতি,' পৃ. ১৪৪-৪৭ হইতে উদ্ধৃত।)

There cannot be the slightest doubt that the author whose work has given occasion to this article is a true poet. The Bengali nation should be right glad at this his first successful appearance before the public as an epic poet, for he is already very favourably known to them as a dramatist...He is the creator of blank verse in the language, and this single circumstance shows at once the original turn of his mind....As the new verse expresses the original character of the author's mind, so do the ideas and sentiments.

...The author's loftiness of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, and the uncommon splendor of his diction, charm us in every page of the poem. It is an intellectual luxury....the extraordinary genius of our poet has enabled him to arrange his copious store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a .masterpiece of poetry that will delight his nation from generation to generation.—*The Indian Field* for 2 Feb. 1861 (as quoted in the *Modern Review* for June 1936, pp. 658-60.)

রামগতি স্থায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' মধুসূদনের জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়। স্থায়রত্ন মহাশয় এই কাব্য "মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ" করেন। নূতন ছন্দ ও ভাষার বাধা তিনি অতিক্রম করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন—

> আমরা প্রথমে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই, বলিয়া কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, তিলোত্তমা রসবতী নহেন;—ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রস, কর্ণের অনভ্যস্ত কর্কশায়মান নূতন ছন্দ, দুর্বাধ্য, 'ভূষেণ' 'অম্বিরি' 'কাম্বিল' 'কেলিহু' প্রভৃতি মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি কণ্টকাবৃত কঠিন ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহা ভেদ করিয়া স্বাদগ্রহ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।—১ম সংস্করণ (১৮৭৩), পৃ. ২৬৯-৭০।

একটি কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কাব্যে মধুসূদনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছন্দ, কাব্যের বিষয়-বস্তু নির্দ্ধারণ অথবা কবিত্ব-শক্তির প্রয়োগ গৌণভাবে করা হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লিখিত "মঙ্গলাচরণে" তাঁহার কৈফিয়ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে :—

> যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

আজ প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, কবি মধুসূদন সেদিন ভুল করেন নাই।



তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

[১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

মঙ্গলাচরণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় সমীপেষু

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি

গ্রন্থকারস্য।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! মৃগেন্দ্র কেশরী,—
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর যাহার,—
শার্দ্দুল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর !
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,

কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী !
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন !
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।
এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি ? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !
তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
এ বাক্‌সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা !
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি !
যে শশীর স্থান, মাতঃ, স্থাণুর ললাটে,
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশিরবিন্দু, মুক্তাফলরূপে !—
কহ, সতি ;—কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি ?—
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত ?

কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী ?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, সুবর্ণ আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?
কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা ?
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে ?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি ?
কোথা সে উর্ব্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা,
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে কাহারে ?
কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধরদল ?
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে ?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী ? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ !
যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর ;
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে)
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে !
কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর ?
কোথায় মাতলি বলী ? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত ?

কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন—আনন্দময়ী দেবী,
আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পূত পদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন্ সদা প্রবাহিণী কলকল কলে ?—
হায় রে, কোথায় আজি সে দেববিভব !
হায় রে, কোথায় আজি সে দেবমহিমা !
দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে,
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রলয় তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।
সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
প্রচণ্ড দিতিজ ভুজ প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
আকুল ! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,

সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী ;
মদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে,
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি ; মৃগাদন, শার্দ্দূল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয় শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরবরবে ত্যজি বনরাজী ;—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে ;—
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে !
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে,
পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
পুরন্দর ; পালাইলা পাশী দেখি পাশে
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন !
পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন ! পালাইলা বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি ;
জরজর-কলেবর, দুষ্টাসুর-শরে
পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী ; পালাইলা মহিষ বাহনে
সর্ব্বঅন্তকারী যম, দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।
পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পুরিল।
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে

প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনক নগরী,—
দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল !
হায় রে, যে রতির মৃণাল ভুজপাশ,
(প্রেমের কুসুম-ডোর,) বাঁধিত সতত
মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন
বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে
দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া।
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
ঔর্ব্বঋষি-ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইলা জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
কিবা নরে, কি অমরে ? বোধাগম্য তুমি !
ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি ;—
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব।
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
মহৎজনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে !

যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
গম্ভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে
জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
দানবারি ! মহারথী বসিলা একাকী :—
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী
শিখরী সমীপে যথা—ব্যথিত হৃদয়ে !
কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে শোভে, হায়, পর্ব্বতশিখরে,
ধবল-ললাট-দেশ উজলি সুতেজে,
শশিকলা উমাপতি-ললাট যেমতি ।
শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে
ঘোর রোষে ! শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করি-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে !
হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ !
হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান !
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
তুষেন রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,

গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে!
এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজ-কার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে! মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।
মৃদুহাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী; স্থলে শোভে বিশদবসনা
ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী
কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ।
বসুমতী সতী তাঁর চরণকমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীম পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা

শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।
ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু, ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি সুকমল-করে
পূর্ব্বাশার হৈম দ্বার! আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি!
মৃদু মন্দ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুত্তলীর দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা;—
"হায়, সখি, একি লীলা খেলিলা বিধাতা?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! একি সাজে লো তাঁহারে?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে

মরুভূমে ?   কার বুক না ফাটে লো দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে !”
   কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা !
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা ;—
অরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি !
   শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ পূরিলা ;—
“যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া।
ডাক তুমি, হে স্বজনি, মলয় পবনে ;
বল তারে সুসৌরভ আশু আনিবারে ;
কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী, সুবিম্ব-অধরা,
সুশোভিত কবরী মন্দারে, কৃশোদরী ;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন ;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে ;

রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল-শিখরে, উজলি
দশ দিশ, হে স্বজনি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।"
তবে নিশি, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে !
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব ; যামিনী অমনি,
চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃদু, কলস্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ;—
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি !
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে ?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে !
সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, আমরা ;
কিন্তু সে প্রবল বল বৃথা হেথা এবে।"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী যথা—
কহিলা শ্যামা স্বজনী রজনীর প্রতি ;

"মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো আপনি ?
দেবেন্দ্ররমণী ধনী পুলোমদুহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল ? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী।
হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহবিধুরা,
ভ্রান্তি-দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
শোকে! শুন মন দিয়া, রজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।"
যাও বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিণী।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি
দশ দিশ ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে ; বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
বসিলা ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা শোভা!
যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে,
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে!
ধবল শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে!
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,

ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর-পথে ; কিম্বা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ?
কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে ?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,
নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন।
দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে,
পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন।
কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে !
অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় মহীর দেহ সুমধুর মাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ !

অলিপংক্তি,—রতিপতি ধনুকের গুণ,—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমল নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে
নীরব !—হায় রে মরি ! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন !
পদ্মরাগ-খচিত, পদ্মের পর্ণ সম
পট্টবস্ত্র ; সু-অঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা !
সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
ভাতে, কামকেতু যথা যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে !
ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি,—
নীলাম্বু সাগর-মুখে নীলোৎপল-দলে
যথা রমা সুকেশিনী কেশববাসনা,
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে !
হায়, ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে ?
অরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সর্ব্বভুক্ সম, হায়, তুই দুরাচার
সর্ব্বভুক্ ? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী স্বরীশ্বরী ! চল, ঘনপতি !
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি !

আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারি দিকে ; কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক কলাপ ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশপথ ; সুবর্ণ কদলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।
ঘনাসন ত্যজি আশু নামিলা ইন্দ্রাণী
ধবলের পদদেশে। এ কি চমৎকার ?
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি

ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল—
নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততী-রমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা;
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ; সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী,

সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল !
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ-সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে !
অবিলম্বে শম্বরারি-সখা ঋতুপতি
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।—
  কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা ?
প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদুহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা ?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর ;
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি-খেলা।
অরে রে বিজন, বন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দু-পদ অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই ?
স্মরহর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া,

মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি ?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব ?—
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে !
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী ;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্যদল ! অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি ! দেবদারু—শৈলশৃঙ্গ যথা
উচ্চতর ; লতাবধূ-লালসা রসাল,
রসের সাগর তরু ; মৌল—মধুদ্রুম ;
শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
কপর্দ্দী ; বদরী—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃসুধা পানে,
কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,
মহাভারতের কথা ! কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
কেন না মন্মথ-মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন !

অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে, দেবি,
লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার
যথা বিলাপীর আঁখি ! শিমূল—বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষত দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র ! সুইঙ্গুদী, তপোবনবাসী
তাপস ; শল্‌মলী ; শাল ; তাল, অভ্রভেদী
চূড়াধর ; নারীকেল, যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে !
গুবাক ; চালিতা ; জাম, সুভ্রমররূপী
ফল যার ; ঊর্দ্ধশির তেঁতুল ; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহে যেন ! বংশ, শতচূড়,
যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে,
গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে !
খর্জ্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ ! সতত থাকে রে
সুগুণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে !
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতী সহ ! শমী—বরাঙ্গনা,
বন-জ্যোৎস্না ! আমলকী—বনস্থলী-সখী ;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য ! আর কত কব ?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ;
রুণুরুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল ;
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে

বরষি, পূজিল স্তম্ভে রাঙা পা দুখানি।
কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান ; চলিলা রূপসী—
যেখানে সুরাঙাপদ অর্পিলা ললনা,
কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে !
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে ;
সুপ্ত পীতাম্বর-শিরে অনন্ত যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে !
চারি দিকে ফুটে ফুল ; কিংশুক, কেতকী,
স্মর-প্রহরণ উভে ; কেশর সুন্দর—
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা ;
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিতলোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে ;
বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে ;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,

রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, তব শ্বেতভুজ যথা, শ্বেতভুজে !
কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
(তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে
লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা !
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন !
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতূরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত !
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে ;
তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
সুন্দর ! ঝুমুকা—যার চারু মূর্ত্তি গড়ি
সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে !—
আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে ?

এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী :—
পর্ব্বতদুহিতা সবে—কনক-পুতলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,

গন্ধামোদে আমোদিছে সুনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর! কার হাতে শোভে
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য; কেহ বা বহিছে
মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা!
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরিষিছে সুমধুর ধ্বনি;
কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত;—
তম্বুরা—অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি
গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।
  দেখিয়া সতীরে, যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে! হেরিয়া শচীরে,
অচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা।
  "স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব-বাসনা!
অমরাপুরী-ঈশ্বরি! এ পর্ব্বত-দেশে
স্বাগত, ললনা, তুমি! তব দরশনে,

ধবল অচল আজি অচল হরষে !
শৈলকুল-শত্রু শক্র, তব প্রাণপতি :
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।
আইস, হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনা যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু-কোলে ! যার অন্বেষণে
ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবা এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে !"

নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-
ভূষণা। সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনা,
প্রেম-কুতূহলে ; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।

যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে !
উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল ; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,

খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে !
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী ঊষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে !
"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে ?
কিন্তু এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
পাসরিল দাসী তার পূর্ব্বদুঃখ যত !
কি ছার সে স্বর্গ ? ছাই তার সুখভোগে !
এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে !
বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে ? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে !
আমি হে তোমারি, দেব !"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি ;—
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে,—চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে !
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর ?
তুমি যথা, স্বর্গ তথা !"—কহিলা সুস্বরে,
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে

কেশরিণী কামিনীরে ;—কহিলা সুমতি,—
"তুমি যথা, স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা !
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
কোথা হৈমবতীসুত তারকসূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা ?
কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি ?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী ;—"মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
দেখা মোর শূন্য মার্গে স্বপ্নদেবী-সহ !
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমার বারতা !
সমরে বিমুখ, হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে !"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরিলা বিমানবরে ; গম্ভীর নিনাদে
আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে।
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আলো করি নভস্থল, বৈনতেয় যথা
সুধানিধি-সহ সুধা বহি সযতনে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক ?   কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ?   যে তুর্ল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ?   ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ?   উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি !   কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি !   কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু্ হেন মানি !
উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিদ্যুত আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—

হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে মাতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি, দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গর্জ্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-রূপবতী-
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে!
এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি;
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে,
সিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি! চলিল রথ মেঘময় পথে—
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন যেমনি
অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
কনক-পুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথে!
  এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা দেবযান ভৈরব আরবে:
শুনি সে ভৈরবারব দিগ্বারণ যত—
ভীষণ মূরতিধর—রুষি হুঙ্কারিল
চারি দিকে; চমকিল জগত! বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে! চলিল বিমান:—
কত দূরে চন্দ্র-লোক অম্বরে শোভিল,
রজতদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন,
কামিনী-কুলের সখী-যামিনীর সখা,
মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি

সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।
হেম হর্ম্ম্যে—দিবানিশি যার চারি পাশে
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর —
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে
চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধূ—
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা ;
নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে ; যথা যবে প্রলয়-পবন
নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।
এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে
উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে
হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র ; তাহে
রাশি-রাশির আলয়। নগর মাঝারে
একচক্ররথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুলধ্বনি,
হরষে ভুষেন আসি কামিনী মহীরে,

কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
নলিনীর সুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
নতভাবে, নরপতি-সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাসি নাচে,
যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি,
নাচিত অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি,
সুরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে,
বসিতেন হৈমাসনে! নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে ;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে!
হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।—
এড়াইয়া সূর্য্যলোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
—রজত কনক দ্বীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যাঁর—
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে!

প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যাঁর সেবা করি
তিমিরারি বিভাবসু তোষেন স্বকরে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী—
পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা! দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যে করে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি! রথ-চূড়া-শিরে
মলিনিল দেবকেতু, ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি
সূতেশ্বর অঙ্কভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
হীনবল; মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ গমনে
প্রবাহ! আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু,—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে;
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষু কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-আকার,
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,

প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর।
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে—
অতুল ভব-মণ্ডলে : তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতী দেবসৈন্য-দল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বীরদর্পে ; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। রথ কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত : তুরগ—
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে
সদা, শুভ্র-কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর!
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
প্রলয়ে ; যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে,
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
তরাসে! অমরকুল—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নখে
শস্ত্রিত যেমতি, কিম্বা নাগারি গরুড়,
গরুত্মন্ত-কুলপতি! হেন সৈন্যদল,

অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা
পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহগকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর-পাশে আশ্রমের আশে !
এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতূপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
অসুরারি ! মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন।
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া ;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,

(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে !)
কহিলা সুমৃদু স্বরে ;—"হায়, প্রাণেশ্বরি,
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে !
শৃগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী-
বৃন্দ, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে ! হায়, দেব-কুলে
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
পাসরিতে এ গঞ্জনা ? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা ! অমরতা, ধিক্ তোরে !
হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
কেন গো ভোগাও দাসে ? হায়, এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
কে অনাথ ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায় :
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি ; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী, যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে, যায় তরু-পাশে,
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী,
ঘুচায় তাহার ক্লেশ ;—হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি, স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা ?"
এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি

নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শূন্যমার্গে। আহা মরি, গগন, পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে!
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে।
হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা সুবর্ণ-প্রাচীর
দেবালয়; নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি
ভাতিল,—রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা,
বিস্তারি কিরণজাল; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য, যাহার নিক্বণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব।
আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে;
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,

বিঁধিলা (অবোধ কাম !) মহেশের হিয়া
ফুলশরে। আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
গদাবর ; আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেব-সেনানী : আইলা
পবন সর্ব্বদমন ;—আর কব কত ?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রাস্বজনী নিশীথিনী যবে,
সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা
মৃদুগতি, খদ্যোতের ব্যূহ প্রতিসরে
ঘেরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
শিরে,—উজ্জলিয়া দেশ বিমল কিরণে !
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর :—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে ? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়,—কেমনে

বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল ?
যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি,
না জানি কি দোষে, এবে ! হায়, এ কার্ম্মুক
বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে ;
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক !"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গম্ভীর স্বরে গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
বিদরি মহীর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে—
রোষা ;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি, আমি
বিধির এ লীলা ; যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল ;
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে ;—
যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
বশীভূত ; আমরা দিক্‌পালগণ যত
সতত রত স্বকার্য্যে,—লালনে পালনে
এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে—

হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান ?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর ? অমৃত-পানে মোরা
অমর ; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই ? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে ?
জ্বলুক জগত ! ভস্ম কর বিশ্ব ! ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি ! কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে ?"
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন !
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন ?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর ? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—আলয়

সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে ? গরুড়ের উচ্চ নীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর ; দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর থরে
(ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল !
ভাঙিল পর্ব্বতচূড়া ; ডুবিল সাগরে
তরী ; ডরে মৃগরাজ, গিরিগুহা ছাড়ি,
পলাইলা দ্রুতবেগে ; গর্ভিণী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা !
তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
রূপে ! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
আদরে ; অমরকুল-সেনানী সুরথী,
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশিরমণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ;—
উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন
মৃদু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে ;—

"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি
রণক্ষেত্রে, কি শরম তার? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবচে
ভূষিত; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে?
বিধির নির্ব্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে?
অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি,
বিধির এ বিধি কেন? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে;
অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজাসহ?"
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
নীরবিলা। অগ্রসরি অম্বুরাশি-পতি
(বীর-কম্বু নাদে যথা) উত্তর করিলা;—
"সম্বর, অম্বরচর, বৃথা রোষ আজি!

দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি ;
অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের ? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী।
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি ;
দানব দমনে এবে অক্ষম আমরা ;—
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।
সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধঃ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁফর, সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
হীনবল ! চল মোরা যাই, দেবপতি,
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন,
তিনি বিনা ? হে অন্তক বীরবর, তুমি
সর্ব্ব-অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে।
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজ,
এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত যেন,—
কামিনী হানয়ে যবে মৃদু মন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর ! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে

তুমি, জলস্রোত যথা পর্ব্বত-প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। বাড়বাগ্নি-সদৃশ জ্বলিছে
কোপানল মোর মনে! এ ঘোর সংগ্রামে
ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে,
দেবেশ, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
ম্রিয়মাণ—মন্ত্রবলে মহোরগ যেন!"

তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি;—
"নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের! তারা-দল যার সখী-দল!
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে!
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়! রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি! কে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব।

আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ ?
কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে ?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ;
কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল ; এ তো অজানিত নহে।
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি ?"
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি ;—"পালিতে এ বিপুল জগত
সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক ? যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
জগতে ? দিতিজবৃন্দ অধর্ম্মেতে রত ;
কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ !

হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি,—
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে
তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর-সমাজে
তাঁহারি রক্ষিত? চল বিরিঞ্চির কাছে!”
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাসব, স্মরিলা চিত্ররথে মহারথী।
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
চিত্ররথ; আশীর্ব্বাদি কহিলা সুমতি
বজ্রপাণি, “এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে; রক্ষা কর, রথি,
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।”
বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপনসুত, তিমিরবিলাসী,
ষড়ানন তারকারি, দুর্জ্জয় প্রচেতা,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি

শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্গীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে!
উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল!
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ; ধরি গদা করে
করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে; কেহ আরোহিলা
(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে!
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ!
বাজিল গম্ভীরে বাদ্য, যার ঘোর রোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
নাচে যথা ফণিবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর; ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি
মহাভয়ে! সুর-সৈন্য সাজিল নিমিষে,
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহব্যূহ, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত।

যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুষ্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজি মায়াবলে
কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, "এ আসনে বসুন মহিষী,
দেবকুলেশ্বরী ; যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ?
কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে ? তোরে, রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর !
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্তুতাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে

যাঁহার ফণীন্দ্র ভাত ফণিকুল সহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে ;
আইলেন সুবচনী—মধুর-ভাষিণী ;
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরা,
কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধূ
রতি ; হায় ! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপমাধুরী,—ও স্থির যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি ? আইলেন সেনা সুলোচনা,
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী !
আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী :
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারু কূলে
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনীকাননে !
আইলা মুরলাসহ তমসা বিমলা—
বৈদেহীর সখী দোঁহে ;—আর কব কত ?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম
প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন
রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে !

বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ
রতন-আসনে ; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে। আইলা এবে বিদ্যাধরী-দল।
আইলা উর্ব্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,

হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী,—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে।
আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে।
আইলেন অলম্বুষা,—মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে?)
অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে।
আইলেন মেনকা; হে গাধির নন্দন
অভিমানি যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি
দাবানল। শত শত আসিয়া অপ্সরী,
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা
চারি দিকে; যথা যবে,—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক!—ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী॥

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদুগতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণ-পথ দিয়া
চলিলা দিক্‌পাল-দল পরম হরষে।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফল-ছটা?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া! তরুরাজী-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহর! সুমন্দ সমীর—
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী! কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি

বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে ! চারি দিকে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর,
সুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে !
সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গাইছে মধুর গীত ; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম :—
নাচে সে কনকদাম মলয়-হিল্লোলে,
উর্ব্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্তা সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত !—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
সাগর বাড়বানল ! ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ ডুবাইয়া
বিবেক ! দুরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুমডোর,
কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
দৃঢ়তর ! মায়ার অজেয় নাগপাশ !

মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
কাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর ! মাৎসর্য্য—যার সুখ, পরদুখে,
গরলকণ্ঠ !—এ সব দুষ্ট রিপু, যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা
লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে !
হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশ-দল মনের বেদনা
মহানন্দে ! ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণফুল ; কেহ, ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা ;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময় ; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম ! কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন বিশ্বস্তুর সনাতন
যিনি ? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি ?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে

ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি?
দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে
বসি সুকনকাসনে বিশদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিতপাবনা,
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা মার রাঙা পা দুখানি!
"হে মাতঃ," কহিলা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে—
"হে মাতঃ,—তিমিরে যথা বিনাশেন উষা,
কলুষনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায়! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব।"—
শুনি বাসবের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর স্বজনা,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে,—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।"
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তিপানে চাহি,
—চাহে যথা সূর্য্য-মুখী রবিচ্ছবি পানে—

কহিলা,—"আইস, ওগো সখি বিধুমুখি,
চল যাই লইয়া দিক্‌পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিনা
এ হৈম কপাট, সখি, কে পারে খুলিতে ?"—
"খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু, সখি,"
(উত্তর করিলা ভক্তি) "তোমা বিনা বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা ?
চল যাই, হে স্বজনি, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব দুয়ার আমি ; সদয় হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।"
তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে !
শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে। প্রভা আভাময়ী,—
মহারূপবতী সতী,—দাঁড়ান সম্মুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী !
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
বীণাপাণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকল-রবে সদা তুষেন অচল-
কুল-ইন্দ্র হিমাচলে—মহানন্দময়ী !
শ্বেতভুজা, শ্বেতাব্জে বিরাজে পা দুখানি,

রক্তোৎপল-দল যেন মহেশ-উরসে ;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা !
হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চজন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা
যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
"হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
দয়াসিন্ধু ! সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী,
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে পশি কুসুমকাননে
সর্ব্বভুক্ ! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রণে,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি
তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায় !—
হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি,
জগদম্ভ নিরম্ভক, জগতের আদি
অনাদি ! হে সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার ? হায়, কাহার রসনা,—
দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার
পারক ? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি !"
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী

মধুকালে ?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা ; "এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দ উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী ;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে ! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে,—কার পরাক্রম হেন ?"—
এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল !
শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগত
পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে !
যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা
তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে,
প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে।
কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
বহিল, জীবন দান করি জীবকুলে,—
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে !

প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
মঙ্গলা ! সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;—
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া !
তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী, সহ আরাধনা,
প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
ত্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা ;—
লইয়া দিক্‌পালদলে, যথা বিধি পূজি
পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে ।
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
"সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্ম্মপথে ।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত ।"
"বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী,"—
কহিলেন আরাধনা মৃদু মন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
বশীভূতা ! শশী যথা কৌমুদী সেখানে ।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ !
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে !"
বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
দেবীদ্বয়ে । পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিলা
বহে নিরবধি নদী কলকল কলে—
সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী ব্রততী,
অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধরি

ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে,
ভরি সুসৌরভে দেশ। হৈম বৃক্ষমূলে,—
রঞ্জিত কুসুম-রাগে,—বসিলেন সবে।
কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,—
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাগম!
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ?
বিচার করহ সবে; সাবধানে দেখ
কি মর্ম্ম ইহার! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ! কে কি বুঝ, কহ, শুনি।"—
উত্তর করিলা যম;—"এ বিষয়ে, দেব
দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।
বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেখানে,
দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
শিখেছি ধরিতে এরে; কিন্তু নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন-লোভে—যেন বিদ্যার ধীবর।"
"আমিও অক্ষম যম-সম"—উত্তরিলা
প্রভঞ্জন—"সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া

এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি।"—
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃদু স্বরে ;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ,—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি রুষিবে অমনি
উভয় ; কহিব আমি—'তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।'
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে। কে আছে গো, কহ, দেবপতি,
রথীকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা ?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।"
শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী ?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয়।

বিশেষতঃ, কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব
পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে,
বীরবর! মোর বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দূল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে! অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী মম বসু-পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর,—মদন অর্থ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—
মরিল যেমতি দ্বন্দ্বি, হায়, মন্দমতি!
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা লোভী বিভাবসু!"—
উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী;—"যা কহিলে সত্য, যক্ষকুলপতি,
অর্থে লোভ; লোভে পাপ; পাপ—নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি?
কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুধারিণী
তোমার? ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,

আজি! আর আছে কি গো সে সব বিভব?
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা বিলাপে?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার?"
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি ;—"ভাসি আমি অজ্ঞাত সলিলে
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে!
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি?
কেমনে হইব পার অপার সাগর?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।
বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্ব্বশীরে ; কিন্তু দৈববলে
বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল,—
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব! সতত
অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে,
শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে!
যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি ;
যে অপাঙ্গবিষানলে জ্বলে দেব-হিয়া ;—
নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে!
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে! কি আর কহিব,—
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি।"
এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব

নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে !
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চদেব রথী ।
হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ?—
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী ।
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে ।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী ।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি ।"
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা-
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,—
"যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্পীকুলরাজে !"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি
আশুগ ;—কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জ্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে ।
চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে । হেথা ব্রহ্মপুরে পঙ্কজন
ভাসিলা—মানস সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে !

যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি ।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,
ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে !
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি ;
অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে
কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি ;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ—
পড়িল চৌদিকে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী ।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি ।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত-রজঃকান্তি হেরি,—
হেরি রত্নাকারা তারা,—সুখে মন্দগতি !
  এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। বাতাকারে উড়িলা সুরথী
শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে ত্বিষাম্পতি
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইল অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী

সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
দুরন্ত বিনতাসুতে,—সুধা-অভিলাষী !
মুদিলা নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে ; বাসুকির শিরে
কাঁপিলা ভীরু বসুধা ; উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা, চির-বৈরি হেরি ;—
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।
এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
ভূত-নাথ সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎকুলনিধি
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
কোন স্থলে হিমানীতে কাঁপে থরথরি
পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্ম্মতি ;—
কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার রবে
নিরবধি ; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা, বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবঙ্গে,
ছিন্ন ভিন্ন করে অন্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে

বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে,
তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী—
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে—
জিতেন্দ্রিয়া! কোথাও বা হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ – রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া মরিতে।
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
হায় রে, যে আশা আসি তোষে সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি-
রোধ তার! বিধাতার এই সে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।
হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে
উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
জ্বোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন

মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
মণিময়! প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে।
পাই সোহাগায় সোণা গলিছে সোহাগে
প্রেম-রসে; বাহিরিছে রজত গলিয়া
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল-সলিল
প্রবাহ, পর্ব্বত-সানু-উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী; লৌহ, যার তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জ্বলে অগ্নিসম তেজ,—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে,—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব,
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে।
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,"—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা—"কহ, বলি,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে, তোমা
পাতি পীরিতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে!
এই দেখ নূপুর; ইহার বোল শুনি

বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন-তার, খেদে !
এই দেখ সুমেখলা ; দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার !
এই দেখ মুক্তাহার ; হেরিলে ইহারে
উরজ-কমলযুগ-মাঝারে, মনোজ
মজে গো আপনি ! এই দেখ, দেব, সিঁথি ;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিঁথি ! এই যে কঙ্কণ
খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গন্ধবহ ।
প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি ;—
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কানে
পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ !
আর আর আছে যত, কি কব তোমারে ?"
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে ;—
"আর কি আছে গো, দেব, সে কাল এখন ?
বিশ্বোপান্তে তিমির-সাগর-তীরে সদা
বস তুমি, নাহি জ্ঞান স্বর্গের দুর্দ্দশা !
হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,
পামর ! স্মরেন তোমা দেব অসুরারি,
শিল্পিবর ; তেঁই আমি আইনু সত্বরে ।
চল, দেব, অবিলম্বে ; বিলম্ব না সহে ।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে ।"
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—"হায়, দেব, এ কি পরমাদ !

দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে ? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তব,
সদাগতি ? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে ? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে ?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী ?
কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে ? এ কি অদ্ভুত কাহিনী !
কোথায় হইল রণ ? কিসের কারণে ?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক,—
বিষহীন ফণী ; এবে প্রবল কেমনে ?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে।
কে জানে জল কি স্থল ? বুঝি দুই হবে।
লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে ; বসে তমঃ, দেখ ওই পাশে।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি ;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"
উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
"না সহে বিলম্ব হেথা, কহিনু তোমারে,
শিল্পিবর, চল যথা বিরাজেন এবে

দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ সুখে কব, হায়, আমি,
সিংহদল-অপমান শৃগালের হাতে ?
স্মরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে !
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি স্বকৌশলে !”
এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যলোক, চলিলেন মনোরথগতি
দুই জন ; কত দূরে শোভিল অম্বরে
স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নির্ম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী প্রতি ;—
“ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পি গুণি !
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী।”
“ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার”—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা—“তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,

প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই আমি।"
এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথা বিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,—
"স্বাগত, হে দেব-শিল্পি! মরুভূমে যথা
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম! স্বাগত, দেব, শিল্পি-চূড়ামণি!
দৈববলে বলী দুই দানব, দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলী!
ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি।
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদারে— ভবপ্রমোদিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি'।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি

নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে ;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।
আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি ;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা ;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব ; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা !
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে ;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,

মাখিয়া অমৃতরসে ; গজ-মুক্তাবলী
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া !
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে ;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর ; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানা রত্ন-সাজে
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে ; এ সবারে ত্যজি,—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু !
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব ; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী !
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জাগাইলা কামিনীরে ;—সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমতী !
হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত ; পবন অমনি,
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
সুস্বনে ! মোহিত কামে মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে !
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে !
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা

হেরি তোরে, কাদম্বিনি, অনম্বরতলে !
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে ! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পি গুণি !
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে !
হেন কালে,—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে !—
হেন কালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী ;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে.
(অনুপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি
সুন্দ উপসুন্দাসুর ; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ সঙ্গে মধু,
ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে !
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী, তেঁই নাম রাখ তিলোত্তমা।"—
শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী-দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল-দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ দেশে। সুখে শচীপতি
বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
যথা সুরাসুর যবে অমৃত বিলাসে
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে !

ইতি শ্রীতিলোত্তমা-সম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন,—যতনে ধনা শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি !
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি ! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে !
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে !
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,

সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি !—
ধিক্ সে যাচ্ঞা,—ফলবতী নীচ কাছে !
  মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
অদ্যাপি অচল ! শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজুট যথা
বিকট ; অশেষ দেহ শেষের যেমনি !
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ-দল
আইলা, কঞ্চুক তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বলিয়া
চারি দিক্। কাম্য নামে নিবিড় কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনির গুণে
দহি হবির্ব্বহ যাহে নীরোগী হইলা)—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন বনে !—
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
ঝড় যথা, কিম্বা করিযূথ, মত্ত মদে।
অধীর সত্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর,
শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে।
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর ? কেমনে

এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস ?
পাঞ্চজন্য-নিনাদক প্রবঞ্চি বলিরে
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
অতল পাতালে তারে, সেই রূপ বুঝি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
রসাতলে !" উত্তরিলা হাসি দেবপতি
অসুরারি ;—"যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে ; কি অপকার তোমার সম্ভবে
মোর হাতে ? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে ;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে।"
হেন মতে বিদাইয়া বিন্ধ্য মহাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে
বাসব ; "হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর ! হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি !
বিধির নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে ! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ !
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে ?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব্ব-জয়ী

গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব ! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে।"
শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুঙ্কারি নিকোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, আগ্নেয় তেজে পূরি বনরাজী !
টঙ্কারিলা ধনু ধনুর্দ্ধর-দল বলী
রোষে ; লোফে শূল শূলী,—হায়, ব্যগ্র সবে
মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে !
ঘোর রবে গরজিলা গজ ; হয়ব্যূহ
মিশাইলা হেষারব সে রবের সহ !
শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ম্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে !
হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—
"কি কারণে এ নিবিড় কাননে, নারদ
তপোধন, আগমন তোমার গো আজি ?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল ; খরতর-করবাল-আভা,
হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী ;—

নহে যজ্ঞধূম ও,—ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত,—অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ,—তড়িত-জড়িত !"
আশীষি দেবেশে, হাসি দেব-ঋষিবর
নারদ, উত্তর ছলে কহিলা কৌতুকে ;—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস ? যে কাল-অগ্নি জ্বালি চারি দিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী ! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি : রিপুদ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমারে।"
সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি ;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি ?
যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি ;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে ?
কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত ?"
উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ ;—
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
দৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে
জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,

কিন্তু, বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
"বর মাগ" বলি আসি দরশন দিলা।
যথা সরঃসুপ্তপদ্ম রবি দরশনে
প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল ;—
"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে! তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।"
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ,—"জন্মে মৃত্যু, দৈত্য। দিবস রজনী—
এক যায় আর আসে,—সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।"
"তবে যদি,"—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—
"তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।"
"ওম্" বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিল স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু-অভিমুখে

বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে।—
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ, বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে দুষ্টমতি।"
এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।
হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি—রঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর, অম্বর-সাগরে
যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা! যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।

হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা ; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন ।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকে ; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে ।
"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি মদন কহিলা—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারি দিকে ; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা !
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন ।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে ।
অন্তরীক্ষে রক্ষা হেতু ঋতুরাজ সহ
থাকিব তোমার সঙ্গে ; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি ।"
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা । মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী ; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ;

কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে ;
মলয়-নিশ্বাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে ! গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে ! এইরূপে একাকিনা
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।
সিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড় ! বনদেবী—যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত তুলি,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে !
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উত্তরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্ব্বত-বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম তট তার
শত-রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ

বনদেবীর সে সব—খচিত রতনে !
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন ! মৃদু মন্দ রবে
পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে ।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ-লোভে,
রূপের আভায় আলো করি সে কানন ।
ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সব পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে ! "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদু স্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি কভু ?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব ; দেবসেনানী ; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী ;
দেব-কুল-নারী-কুল ; বিদ্যাধরী-দলে ;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে ? ইচ্ছা করে, মরি, কায় মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা দুখানি !
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা ।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ; সেও শির নমাইল !
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদু স্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি ?"
আচম্বিতে "কে তুমি ? কে তুমি, হে রমণি—

হে রমণি ?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে !
মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে। হেন কালে হাসি সকৌতুকে,
মধু-সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা।
"কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি ?"
(কহিলেন পুষ্পধনু) "এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত-সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে !
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা ! যাও ত্বরা করি ;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে !"
ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা, রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল,—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা—

সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে ?)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী !
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী ! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধু সহ মদন হাসিলা !—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।

আনন্দ-সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে—
বিমুখি অমরনাথে সম্মুখ-সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে ?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুম্ভ-নন্দন
জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রসে
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি,
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।
বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপাড়ি,

হুহুঙ্কারি নভস্তলে দানব উড়িছে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর—
যথা উথলয়ে সিন্ধু মন্থি তিমিঙ্গিল
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে
উন্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে।
রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
উদ্গীরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনু, তূণ অগণ্য; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিল, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবচ;
কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
খেদাইনু; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিনু তারে।
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ; কেহ
দেব-অস্ত্র; দেব-বস্ত্র আর কোন জন।
কেহ হৃষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেবরথী-শিরচূড়।—এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে।
হে বিভো, জগজ্জযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি;

তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো গোপনে!
কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন
সুন্দ উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য-আকৃতি।
বীতিহোত্র-মূর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যদ্বয়ে, ঝক্‌মকি বীর-আভরণে,
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ! বসে দোঁহে কনক-আসনে
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে,
হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে!
চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার-সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন মুখে প্রশংসি দুজনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস! দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্থলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,—
"জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজ-বলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর, বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি! হে দানব-বালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে!
হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,

আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন !
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা—
দুন্দুভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তুরী, বাঁশী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা !
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্‌কুম !
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী ?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি ? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"
  মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে, সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,
একপ্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি !
"হে দানব," আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার
সুন্দ,—"বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দ্দন,
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথী-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল।
সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে ; মূর্চ্ছা পায়ে
খেচর, ভূচর-সহ, পড়িল ভূতলে।
থরথরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি

কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী।
দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
নীরবে এ ওঁর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে।
  মঞ্জু কুঞ্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন
ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ সম রূপে
অনুপম ; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রাম রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা, হেরি দোঁহে, মাতিল মদনে !
  ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সুন্দ পানে চাহিয়া সহসা
কহে উপসুন্দাসুর,—"কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী ! বসন্ত কি আবার আইল ?
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন ?" উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা ; তুমি আমি, রথি,
সসাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
ভুজবলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি ?"
  এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনী রূপে

ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে, যেমতি
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে !
বিরাজিছে ফুলকুল-মাঝে একাকিনী
দেবদূতী, ফুলকুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
নলিনী ! কমল-করে আদরে রূপসী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা ! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেন কালে উতরিলা দৈত্যদ্বয় তথা।
চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে
দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে !
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে ; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিস্ময় মানিয়া
একদৃষ্টে দোঁহা পানে লাগিলা চাহিতে,
চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে !
"কি আশ্চর্য্য ? দেখ, ভাই," কহিল শূরেন্দ্র
সুন্দ ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ-মাঝারে।
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী ! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদযুগ !
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইলা সকাশে

বিবশ। অমনি মধু, মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদু স্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে ;—
"হান তব ফুল-শর, ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্দ্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি, দোঁহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত উর্ম্মিলাবল্লভে।
জর জর ফুল-শরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে। আচ্ছন্নিল গগন সহসা
জীমূত ! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে !
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে ;
কাঁপিলা বসুধা ; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পূরিলা দেশ হাহাকার রবে !
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; "কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর ?" সুন্দ উত্তরিলা—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি ! আমার ভার্য্যা গুরুজন তব ;
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।"
যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—"রে অধর্ম্ম-আচারি,
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে ?"
"কি কহিলি, পামর ? অধর্ম্মাচারী আমি ?

কুলাঙ্গার ? ধিক্ তোরে, ধিক্, দুষ্টমতি,
পাপি ! শৃগালের আশা কেশরীকামিনী
সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্ব্বর !”
এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন কাননে
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া, মরি, পূর্ব্বকথা যত !
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি ! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতে, পড়িলা ভূতলে !
কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া,
কাতরে কহিল চাহি উপসুন্দ পানে ;
“কি কর্ম্ম করিনু, ভাই, পূর্ব্বকথা ভুলি ?
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে ;
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ ;
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে ?
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু
এত যত্নে ? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল এ মনে—
রণক্ষেত্রে শক্র জিনি, মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।”
এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী,

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিলা রাজহাতে !
মহা শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা ; "হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর ! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ ; অল্প দোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি !"
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্ম্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গম্ভীরে।
বহি সে বিজয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইলা আশুগা
মহারঙ্গে। তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্ব্বতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্যবনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দূতী। "উঠ," কহিলা সুন্দরী,

"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি !
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-
রাশি, ইরম্মদরূপে, উঠয়ে নিমিষে
গরজি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে ! রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে, চিত্ররথ রথী
উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে।
শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশির,—তেজে ভস্ম করি সুররিপু !
বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্কণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি ;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
শমন ; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী ; চলিলা পাশী ; অলকার পতি,
গদা হস্তে ; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহারড়ে ; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্বম রবে—
ববম্বম রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি !
ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আসি
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব,
হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে

মরিল! মুহূর্ত্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল!
শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে।
শকুনি গৃধিনী যত—বিকট মূরতি—
যুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি! বিধির এ লীলা।
বিলাপী বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া, পূরিল বিশ্ব ভৈরব আরবে!
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ; কত যে প্রচেতা
পাশী; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত?
দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা, ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।
কহিলেন সুনাসীর গম্ভীর বচনে;—
"সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি

অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি ?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে ?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র ? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত ;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথা বিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে,
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে !
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে,
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে ? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে !"

এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী—
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মলোকে,—দোঁহে পতিপরায়ণা।

তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে ;—
"তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি ; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।

এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্য্যলোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম
চতুর্থ সর্গ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

তিলোত্তমা-সম্ভব।

(পুনর্লিখিত অংশ)

মধুসূদন "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য আদ্যন্ত সংশোধিত করিবার…মানস করিয়াছিলেন ; কিন্তু সময়াভাবে…শেষ করিতে পারেন নাই,…কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।" ('চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলি' ১ম সংস্করণের "প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন" পৃ. ।/০)। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণের শেষ ভাগে "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" শিরোনাম দিয়া "তিলোত্তমাসম্ভবে"র এই অংশ সংযোজিত হয়। সেখান হইতেই ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল।

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে খ্যাত হিমাদ্রির শিরে
দেবাত্মা, ভীষণ-মূর্ত্তি, অভ্র-ভেদী গিরি,
অটল, ধবল-কায় ; ব্যোমকেশ যেন
ঊর্দ্ধবাহু শুভ্র-বেশে, মজি চিরযোগে,
যোগী-কুলে পূজ্য যোগী!—কি নিকুঞ্জ-রাজী,
কি তরু, কি লতা, কিবা ফল-ফুলাবলী,
আর আর শৈল-শিরে শোভে যা, মুঞ্জরি
মরকত-ময় স্বর্ণ-কিরীটের রূপে ;
না পরেন অচলেন্দ্র অবহেলি সবে,
বিমুখ ভবের সুখে ভব-ইন্দ্র যেন
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী যত,
বিহঙ্গম সু-নিনাদী, অলি মধু-লোভী,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ; সিংহ—বনরাজা,—
বন-লণ্ডভণ্ড-কারী শুণ্ডধর করী,—
গণ্ডার, শার্দ্দূল, কপি,—বন-বাসী পশু,—
সুলোচনা কুরঙ্গিণী, বন-কমলিনী,—
ফণিনী কুন্তলে মণি, ফণী বিষ-ভরা,
না যায় নিকটে তাঁর—বিকট-শেখরী!
সতত, তিমিরময়, গভীর গহ্বরে,
কোলাহলে জল-দল মহা কোলাহলে,

ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী! বহে বায়ু ভৈরব আরবে,
মহা কোপে লয়-রূপে, পূর্ণ তমোগুণে,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্ব-নাশ-কারী!
কি দানব, কি মানব, যক্ষ, রক্ষঃ, বলী,
কি দানবী, কি মানবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম্য—দুর্গম দুর্গ যেন!
দিবা নিশি মেঘ-রাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতেশের সঙ্গে ভূত নাচে রঙ্গে যেন।
  এহেন বিজন স্থানে দেব-কুল-পতি
বাসব, বসিয়া কেন একাকী, তা কহ,
পঙ্কজ-বাসিনি দেবি, এ তব কিঙ্করে?
সুরাসুর সহ অহি অনন্ত, যে বলে
আনন্দে মন্দরে বাঁধি, সিন্ধুরে মথিলা
অমৃত-রসের আশে,—সেই বল-সম
যাচি কৃপা, কর দয়া আজি অকিঞ্চনে,
বাগ্‌দেবি! যতনে মথি বাক্যের সাগরে,
কবিতার সুধা যেন পাই তব বলে!
কর দয়া অভাজনে, বিশ্ব-বিমোহিনি!
অসীম মহিমা তব, হায়, দীন আমি,—
কিন্তু যে চন্দ্রের বাস চন্দ্রচূড়-চূড়ে,
জননি, শিশির-বিন্দু ক্ষুদ্র ফুল-দলে
লভে না কি আভা কভু তাঁর শোভা হতে?
  কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে,
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে,
সগর রাজার বংশ ধ্বংস, মা, যে লোভে?

কোথা সে অমরাবতী—পূর্ণ চির-সুখে ?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, রত্নময়ী পুরী,
মলিন প্রভায় যার প্রভাকর ভানু ?
কোথায় সে রাজ-ছত্র, রাজাসন কোথা,
রবি-পরিধির আভা মেরু-শৈলোপরি !
কোথায় নন্দন-বন, বসন্ত যে বনে
বিরাজেন নিত্য সুখে ? পারিজাত কোথা,
অক্ষয়-লাবণ্য ফুল ? ঋষি-মনোহরা
কোথা সে উর্ব্বশী, কহ ? কোথা চিত্রলেখা,
জগত-জনের চিত্তে লেখা বিধুমুখী ?
অলকা, তিলকা, রম্ভা, ভুবন-মোহিনী ?
মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি
নিগড়, বাঁধেন কাম স্বর্গ-বাসী জনে ?
কোথায় কিন্নর, কোথা বিদ্যাধর যত ?
গন্ধর্ব্ব, মদন-গর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে,—
গন্ধর্ব্ব-কুলের রাজা চিত্ররথ রথী,
কামিনীর মনোরথ, নিত্য অরি-দমী
দৈত্য-রণে ? কোথা, মা, সে ভীষণ অশনি,
যার দ্রুত ইরম্মদে, গম্ভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে থর থর করি,
ভূধর অধীর ভয়ে, ভুবন চমকে
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃ-কুল-মণি
আভাময়, যার চারু রত্ন-কান্তি-ছটা
নব নীরদের শিরে ধরে শোভা, যথা
শিখীর পুচ্ছের চূড়া রাখালের শিরে ?
কোথায় পুষ্কর, কোথা আবর্ত্তক, দেবি,
ঘনেশ্বর ? কোথা, কহ, সারথি মাতলি ?

কোথা সে সুবর্ণ-রথ, মনোরথ-গতি,
যার স্থিরপ্রভা দেখি ক্ষণ-প্রভা লাজে
অস্থিরা, লুকায় মুখ, ক্ষণ দিয়া দেখা,
(কাদম্বিনী স্বজনীর গলা ধরি কাঁদি)
অম্বরে ? কোথায় আজি ঐরাবত বলী,
গজেন্দ্র ? কোথায় হয় উচ্চৈঃশ্রবা, কহ,
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী,
ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত-লোচনা
রূপসী ? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতরু,
কামদা বিধাতা যথা ; যে তরুর পদে
আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে ?
কোথা মূর্ত্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
মূর্ত্তিমতী—নিত্য যারা সেবিত দেবেশে ?
সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ, এবে,
কোথা সে দেব-মহিমা,—দেবি বীণাপাণি ?
দুরন্ত দানব-দ্বয়, দৈব-বলে বলী,
বিমুখি সমুখ রণে দেব দেব-রাজে,
পূরি দেবরাজ-পুরী ঘোর কোলাহলে,
লুটি দেবরাজ-পুর-বৈভব, বিনাশি
(দ্বেষ-বিষে জ্বলি) হায়, দেব-রাজ-পুরে
সে পুরের অলঙ্কার, অহঙ্কারে আজি
বসিয়াছে রাজাসনে দেব-রাজ-ধামে
পামর ! যেমতি শ্বাস রুদ্রের, প্রলয়ে
বাতময়, উথলিলে জল-সমাকুলে,

প্রবল তরঙ্গ-দল, অবহেলি রোধে,
ধরার কবরী হতে ছিঁড়ি লয় কাড়ি
সুবর্ণ কুসুম-দাম ; যে সুন্দর বপুঃ
আনন্দে মদন-সখা সাজান আপনি
দিয়া নানা ফুল-সাজ ; সে সুন্দর বপুঃ
ফুল-সাজ-শূন্য বন্যা করে অনাদরে,—
গম্ভীর হুঙ্কারে পশে রম্য বন-স্থলে !
দ্বাদশ বৎসর যুঝি দিতিজারি যত,
দুর্জ্জয় দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিয়া
(হীন-বল দৈব-বলে) ভঙ্গ দিলা রণে
আতঙ্কে। দাবাগ্নি যথা, সঙ্গে সখা বায়ু,
হুহুঙ্কারে প্রবেশিলে গহন কাননে,
হেরি ভীম শিখা-পুঞ্জে ধূম-পুঞ্জ মাঝে,
চণ্ড মুণ্ড-মালিনীর লোল জিহ্বা যেন
(রক্ত-বীজ-কুল-কাল !) আক্ত রক্ত-রসে ;
পরমাদ গণি মনে পলায় কেশরী
মৃগেন্দ্র ; করীন্দ্র-বৃন্দ পলায় তরাসে
উর্দ্ধশ্বাস ; মৃগাদন ধায় বায়ু-বেগে ;
কুরঙ্গ সুশৃঙ্গধর, ভুজঙ্গ চৌদিকে
পলায় ; পলায় শূন্যে বিহঙ্গম উড়ি ;
পলায় মহিষ-দল, রোষে রাঙা আঁখি,
কোলাহলে পূরি দেশ ক্ষিতি টলমলি ;
পলায় গণ্ডার, বন লণ্ডভণ্ড করি
পলায়নে ; ধায় বাঘ ; ধায় প্রাণ লয়ে
ভল্লুক বিকটাকার ; আর পশু যত
বলবন্ত, কিন্তু ভয়ে বলশূন্য এবে ;—
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ হেরি সে সময়ে,

পলাইলা পরিহরি সমর কুলিশী
পুরন্দর ; পলাইলা জল-দল-পতি
পাশী, সর্ব্বনাশী পাশে হেরি (দৈব-বলে)
ম্রিয়মাণ, মহোরগ যেন মন্ত্র-তেজে !
পলাইলা ঝড়াকারে বায়ু-কুল-পতি ;
পলাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ রথী
সেনানী ; মহিষাসনে সর্ব্ব-অন্ত-কারী
কৃতান্ত, কৃতান্ত-দূতে হেরিলে যেমতি
সহসা, পলায় প্রাণী প্রাণ বাঁচাইতে !
পলাইলা গদাধারী অলকার পতি,
ব্যর্থ গদা হাতে, হায়, দুর্য্যোধন যথা
মিত্র ক্ষত্র-শূন্য দেখি কুরুক্ষেত্রে, গেলা
(বিষাদে নিশ্বাসি ঘন !) জলাশয় পানে,
একাকী, সহায়-হীন !—পলাইলা এবে
দেবগণ, রণভূমি ত্যজি অভিমানে ;
পূরিল জগত দৈত্য জয় জয় নাদে,
বসিল দেবারি হৃষ্ট দেব-রাজাসনে,
হর-কোপানল যেন, মদনে দহিয়া,
বিরহ-অনল-রূপে, ভৈরবে বেড়িল
রতির কোমল হিয়া, হায়, পোড়াইতে
সে হিয়া, কেন না রতি স্থাপি সে মন্দিরে
নিত্যানন্দ মদনের মূরতি, সুন্দরী
পূজেন আদরে, প্রেম-ফুলাঞ্জলি দিয়া !
সুন্দ উপসুন্দাসুর, জিনি সুর সহ
লণ্ডভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডলে।

ইত্যাদি—

পাঠভেদ

মধুস্থদন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। পাঠভেদ দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া আমরা প্রথম সংস্করণের পাঠ অন্যত্র অবিকল পুনর্মুদ্রিত করিলাম। এখানে কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের পাঠভেদ দেওয়া হইল।

সর্গ	পংক্তি	দ্বিতীয় সংস্করণ	তৃতীয় সংস্করণ
১	১	হিমাচলশিরে—	হিমাদ্রির শিরে—
	৫২৪	মদন-ভূণ,	মদন-ভূর্ণ,
২	৬৬	চন্দ্রলোক,	চন্দ্রলোকে,
	৭০	আলিঙ্গয়ে যুবতী বামার কৃশোদর	আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে
	৭৬	পিককুল রব,	পিককুল ধ্বনি,
	৭৯	ছায়াসুন্দরী,	সুন্দরী ছায়া,
	৮০	নলিনী সুখিনী সুখে	নলিনীর সুখ দেখি
	১২৪	ব্রহ্মলোকে রথ।	রথ ব্রহ্মলোকে।
	১৪৯	আদেশেন ধাতা,	আদেশন ধাতা,
	১৬৮-১৬৯	(মহৎ সহিত যদি নীচের তুলনা সম্ভবয়ে)	(মহত্তের সাথে যদি নীচের তুলনা পারি দিতে)
	২৮১	সিংহেরে	সিংহের
৪	২৭১	ভুবন-মোহিনি	ভুবন-মোহনি
	৩৫৪	বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে,	বীর-বীর্যে, পূর্ণ সবে,
	৫৬২	দৈত্যদেশে	দৈত্যদেশ

তিলোত্তমাসম্ভব

কাব্য।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা।
কালো হ্যয়ং নিরবধির্ বিপুলা চ পৃথ্বী।"

ভবভূতিঃ।

———"Neque te ut turba miretur, labores,
Contentus paucis lectoribus."———

Horace.

"Fit audience find—tho' few."

Milton.

CALCUTTA:
PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.
1860.

১৭

মঙ্গলাচরণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় সমীপেষু।

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণহইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে মহাশয় আমার প্রতি যে রূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি।

গ্রন্থকারস্য।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

প্রথম সর্গ।

ধবল নামেতে শৃঙ্গ হিমাচল শিরে—
অভ্রভেদী, দেবাত্মা, ভীষণ মূর্ত্তিধর ;
সতত ধবলাকৃতি, বিশাল, অটল,
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ভীম ব্যোমকেশ,
যোগিকুলধ্যেয় যোগী! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনক কিরীট)
না পরে এ গিরি সবে করি অবহেলা,
পৃথ্বীসুখে বিমুখ পৃথিবীপতি যথা
জিতেন্দ্রিয়! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী দল,
সুনাদক বিহঙ্গ, ভ্রমর মধুলোভা
কভু নাহি ভ্রমে তথা! মৃগেন্দ্রকেশরী,
করীশ্বর,—গিরীশ্বরশরীর যাহার,
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বনচর জীবকুল,
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর!
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কল কল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী। ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!

যক্ষ, রক্ষ, দানবারি, দানব, মানব—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন!
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারিদিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে যেন ভূত।
  এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
নমিয়া, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি!
তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে;
এ বাক্‌সাগর আমি করিয়া মথন,
লভি, মা, কবিতামৃত—সুধা নিরুপম!
অকিঞ্চনে কর দয়া বিশ্ববিনোদিনি!
যে শশী জলে, জননি, ধূর্জটি-ললাটে,
ফুলদলে শিশির-নীরের আভা তাতে!
  কোথা সে ত্রিদিব? যার ভোগ লভিবারে
যুগে যুগে কঠোর তপস্যা করে নর?
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে?
সগর বিপুল বংশ যে লোভেতে হত?
কোথা সে অমরাপুরী—কনকনগরী?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, স্বর্গের আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর?
কোথায় সে রাজছত্র, কনক আসন,
যথা রবিপরিধি সুমেরু-শৃঙ্গোপরি!
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলেশ্বর!
কোথা সে উর্ব্বশীদেবী—ঋষিমনোহরা,
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা?
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,

কি অমরে, কিবা নরে না বাঁধে কাহারে ?
কোথায় কিন্নর ? কোথা বিদ্যাধরদল ?
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে ?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী ? কোথা বজ্র, ভীমপ্রহরণ !
যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জ্জনে
দেবকলেবর কাঁপে করি থর থর ;
ভূধর অধীর হয়, চমকে ভুবন
আতঙ্কে ? কোথা সে ধনু, ধনুকুলরাজ
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
মেঘময় গগনের শিরোপরে শোভে,
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে !
কোথায় পুষ্কর আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর ?
কোথায় মাতলী বলী ? কোথা সে বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে—
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ লাঞ্ছিত
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত ? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি ?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্তযৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন আনন্দময়ী দেবী,
আয়তলোচনা ? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামধুক্ যথা বিধাতা, যার পূতপদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন্ সদা প্রবাহিণী কল কল কলে ?—
হায়রে কোথায় আজি সে দেববৈভব !
হায়রে কোথায় আজি সে দেবমহিমা !

দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
ঘোরতর সমরে, অমরে করি জয়,
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,

বসিয়াছে দেবাসনে দেবারি পামর।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, অতিক্রমি তীর,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণকুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ, ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।
সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি
প্রচণ্ড-দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে
আকুল! যথা পাবক, বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কানন,
মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী ;
মদকল নগদল চঞ্চল হইয়া
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি
আশুগতি ; পালায় শার্দ্দূল, মৃগাদন,
বরাহ, মহিষ, খড়্গী—অক্ষয়-শরীর,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক ;
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারিদিকে ;—
মহা কোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবন তাড়নে!
অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখিয়া সমরে,
পালাইলা কুলিশী সংগ্রাম পরিহরি ;
পালাইলা পাশী দেখি পাশ ভয়ঙ্কর
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন!
পালান অলকানাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন ; পালান পবন

পবন-বেগে শূরেন্দ্র, বায়ুকুলপতি।
দুষ্টাসুর-শরে জরজর-কলেবর,
শিখি-পৃষ্ঠে পালাইলা শিখিবরাসন
মহারথী ; পালাইলা তপনতনয়
সর্ব্বঅন্তকারী, কোপে দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।
পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি,
জয় জয় নাদে দৈত্য পূরে ত্রিভুবন।
দৈববলে বলী দুরাচার, অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনকনগরী,
বসিল দেব আসনে দেবারি পামর
হায়রে যে রতির মৃণাল ভুজ পাশ,
প্রেমের কুসুম ডোর, বাঁধিত সতত
মধুসখা, এবে স্মর হর—কোপানল
ভয়ঙ্কর, বিরহ—অনল রূপ ধরি,
দহিতে লাগিল যেন সে রতির হিয়া।
সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি
লণ্ড ভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল :
ঔর্ব্ব ঋষি ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইলা জলধি, চঞ্চলি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে বুঝিতে পারে,
কিবা নরে, কি অমরে? বোধাগম্য তুমি!
ত্যজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা বিশাল রসাল তরু শাখা পাশে
বসে উড়ি ; হিমাচলে আইলা বাসব।

বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
মহতজনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতল জলধিতলে—মান বাঁচাইতে!
যথা ঘোরতর বাত্যা, করিয়া অস্থির
গভীর পয়োধি নীর, ধরি মহাবলে
জলচর কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে, মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব সংগ্রামে
দানবারি! একাকী বসিলা মহারথী।
নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ হয়ে রণে,
কমল চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত শরীর কেশরী
শিখরী সমীপে যথা—ব্যথিতহৃদয়!
কনক-নির্ম্মিত ধনু—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে অদূরে পর্ব্বতোপরি শোভে—
আভায় করিয়া আলো ধবল ললাট,
শশীকলা উমাপতি ললাটে যেমতি।
শূন্যতূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিয়াছিল ঘোর
জলনিধি। শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করি-অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে!
হায়রে অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ!

হায়রে গরিমাহীন গরিমা-নিধান !
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
ভূষেণ রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহরাশি—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে তাঁরে।
এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্ররথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজ্য-কার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে ; মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলো তরুবর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গেহে।
মৃদু হাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, সরঃ, জলাশয়,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
কুমুদিনী, বিধুপ্রণয়িনী, শোভে জলে ;
স্থলে শোভে ধুতুরা ধবল বেশ ধরি—
তপস্বিনী ! যার পাশে অলি মধুলোভা
কভু নাহি যায় ভয়ে ! আইলা নিদ্রা এবে,
বিরাম-দায়িনী দেবী—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বজনী স্বপনদেবী সহ ;
বসুমতী সতী তাঁর কমল চরণে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।
আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভৈরবী ভৈরব পাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা

যথা বিরাজেন দেবরাজ শিলাতলে
ধরি করকমলে কমল-পদযুগ,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে ; অশ্রু-বিন্দু, দেবেন্দ্র-চরণে,
শোভিল শিশির যেন শতদলদলে,
উষা যবে জাগান অরুণে, সাজাইতে
একচক্ররথ, খুলি পদ্ম কর দিয়া
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার ! আইলেন এবে
নিদ্রা দেবী সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
(সৌরভ মধু যেমতি পুষ্পদাম সহ)
মৃদু মন্দ পবন বাহনোপরি বসি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি ;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেব কুলপতি,
নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা।
সুন্দরী কিঙ্করী নারী নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায় যেমতি—স্বর্ণপুতলীর দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সলিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে চাহি,
মৃদুস্বরে শ্যামাঙ্গিনী কহিতে লাগিলা ;—
"হায়, সখি, বিষম বিধির একি লীলা ?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের নাথ,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি ! একি সাজে গো তাঁহারে ?
হায়রে যে কল্পতরু নন্দনকাননে
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে তুলে সে তরুপতি
মরুভূমে ? কাহার না ফাটে বুক দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির সাগরে !"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী

কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা!
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্নতার বীণাসম নীরব রসনা ;—
অরেরে দারুণ শোক, এই তোর রীতি !
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রা দেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
গুণ গুণ মধুবোলে নিকুঞ্জ পূরিলা ;—
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক ফাটে ;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
যদি পারি, কিঞ্চিৎ কালের জন্যে হরি
এ বিষম শোকশেল, করিয়া যতন।
ডাক তুমি, স্বজনি, মলয় মারুতেরে ;
বল তারে আনিতে সৌরভ শীঘ্রগতি ;
কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
আমি যাই, মুদি যদি পারি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপন দেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী, কবরী মন্দার সুশোভিত ;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন ;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
যেন বীণাপাণি, পদ্মযোনি বিলাসিনী,
গাউক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক উদয়াচল শিখরে, তপন—
আইস, সখি বিধুমুখি, আইস তোমা দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।"

তবে নিশি, নিদ্রা, স্বপ্নদেবী কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পক দাম গাঁথি যেন রতি
প্রাণপতি মদনের গলে দোলাইলা !
বেড়িয়া দেবেন্দ্রে দেবীদল, গুপ্তভাবে,
যার যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোটা ছিল,
একে একে লাগাইলা ; কিন্তু দৈব দোষে,
সকল বিফল হল ; যামিনী অমনি
চঞ্চল হয়ে জননী, মৃদু, কল স্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ।
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম আজি !
আমা সবা এ ভবমণ্ডলে কেবা জিনে ?
যথা যাই তথা বিজয়িনী মোরা সবে ।—
গহন বিপিনে, কিম্বা সমুদ্র মাঝারে,
বাসরে, আসরে, রাজসভা, রণভূমে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, আমরা করি জয় ;
কিন্তু হেথা বৃথা আজি আমাদের বল ।"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—শশী যেন হাসে—
কহিলা শ্যামঅঙ্গিনী রজনীর প্রতি ;
"মিছে খেদ কেন সখি কর গো আপনি ?
দেবেন্দ্র রমণী ধনী পুলোম দুহিতা
বিনা, অন্য কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল ? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারু হাসিনী ।
পতিহীনা পারাবতী যেমতি বিলাপি,
তরুবর শৃঙ্গধর সমীপে রূপসী
কান্ত চাহে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মনে ;—
ভ্রান্তি দূতী সহ সতী ভ্রমে ত্রিভুবন

শোকাতুরা! শুন ওগো স্বজনি স্বজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।"
যাও বলি আদেশ করিলা শচীপ্রিয়া।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর পথে,
নির্ম্মল তরলতর রূপের আভায়
আলো করি ত্রিলোক, ত্রিলোক মনোহরা—
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে; শর্ব্বরী নিদ্রার সহ তবে
বসিলা ধবল শৃঙ্গে; আহা, কিবা শোভা!
যুগল কমল যেন জগৎ মোহিতে
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর সরোবরে!
ধবল শিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
জলধারা বিহনে কাতরা চাতকিনী
চাহে যথা এক দৃষ্টে জলদের পানে।
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগন মণ্ডল
হইল উজ্জ্বল, যেন পাবকের শিখা
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির তরঙ্গ
উঠিলা অম্বর পথে; কিম্বা দিবাপতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দিলা দরশন!
শতেক যোজন বেড়ি আলোক মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
সুবর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্রাকারে।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন সতী ওই?
কেমনে, কহ, মা, শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে?

রবিছবি পানে, দেবি, কে পারে চাহিতে ?
এ দুর্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ যুগল শোভে মেঘবর শিরে,
নীলজলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা,
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন।
দশচন্দ্র পড়িয়া রাজীব পদতলে,
পূজাছলে বসে তথা—সুখের সদন।
ঘনপতি পুষ্কর উপরে বসি সতী
দেখা দিলা ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রের মনোলোভা,
আলো করি ত্রিভুবন—যথা পদ্মালয়া,
আয়তনয়না, ইন্দুবদনা ইন্দিরা,
রত্নাকর রত্নোত্তমা নিরুপমা সুতা,—
দেখা দিয়াছিলা দেবী কমলা বিমলা,
যবে সুরাসুর, দক্ষ, রক্ষ, যক্ষ মিলি,
মথিলা জলধি নিধি, বিধি বিধি দিলে।
কাঞ্চন মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু ; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামের কামিনী যে বেণী লইয়া
গড়ে নিগড় রমণ বাঁধিতে বাসবে !
অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় ধরণী ধনী দেহ মধুমাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ !
অলিপংক্তি, রতিপতি ধনুকের গুণ,—
ধরি সে ধনু আকার, বসিয়াছে সুখে
কমল নয়ন যুগোপরি, মধু আশে
নীরব !—হায় রে মরি ! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি দেখি ও বদন !
পদ্মরাগ খচিত, পদ্মের পর্ণসম

৩৪৫। অনন্ত যৌবন দেব। চিরযৌবন স্বরূপ দেব।

পরিধান বসন,—অসম ত্রিভুবনে ;—
তাহার অঞ্চলে রত্নাবলী, অচঞ্চল
যেন ক্ষণপ্রভা, শোভে মহা প্রভাময়ী !
সে অঞ্চল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরে
ভাতে যথা কামকেতু যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে !
মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
জগন্মোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা জগদ্ধাত্রী যেন,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি ।—
হায়, ওকি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে ?
অরেরে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল পুষ্পে বাসা কিরে তোর—
সর্ব্বভুক্, সর্ব্বভুক্ যথা, তুই দুরাচার
তীক্ষ্ণদন্ত ? কাঁদেন ত্রিদিবেশ্বরী শচী
একাকিনী শূন্যমার্গে ! চল, মেঘবর !
মেঘকুল রাজা তুমি, উড় দ্রুতবেগে ।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্ল্লভ স্বর্ণ লতিকা, যাহার
পরশে এ শোক-শক্তি-শেলাঘাত হতে
পরিত্রাণ পাবেন দেবেন্দ্র মহামতি !
আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি,
তেজোরাশি-বেষ্টিতা ; নাদিল জলধর ;
সে গভীর নিনাদ শুনিয়া, প্রতিধ্বনি
অমনি পুলকে তাকে বিস্তার করিল
চারিদিকে ; পর্ব্বত, কন্দর, কুঞ্জবন,
নিবিড় কানন, দূর নগর, নগরী,
সে স্বর তরঙ্গে রঙ্গে পূরিল সবারে ।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্য পথে, বিরহ বিধুরা বালা যথা

হেরি দূরে প্রাণনাথে, ধায় ধনী রড়ে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী ;
শিখী প্রকাশিল চারু চন্দ্রক কলাপ ;
বলাকা, আবদ্ধমালা, আইলা ত্বরিতে
যুড়িয়া আকাশ পথ ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিলা ;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহেগো নিকুঞ্জ পানে, যবে বনমালী,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।
  ঘনাসন ত্যজি তবে নাবিলেন শচী
ধবল শিখর পাশে ; একি চমৎকার!
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনক মণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদুমন্দ গতি
ধবল মালায় সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিলা।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন,
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভস্তলে হাসে তারা-দল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা।
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা। মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে

প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা।
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি বরাননা প্রণয়ের ফুল-ফাঁদ
বিরলে! বিশাল তরু, বল্লরীরমণ,
মঞ্জরিত বল্লরীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইলা চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা।
শত শত উৎস, রজতস্তম্ভের আকার,
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরিষিয়া শোভিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জল-বিন্দু একত্র হইয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ; তাহাতে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিনী
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল!
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ-সহ,
শোভিল পুলকে যেন নূতন গগনে,
তরল তর! বসন্ত—মদন-সামন্ত,
ঋতুকুল-পতি, আসি অতি দ্রুতগতি,
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।
হায়রে কোথা পাব এ কুঞ্জের তুলনা?
প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি,
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদুহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?

প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর ;
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
পুষ্প আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে ;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি খেলা।
অরে রে বিজন, বন্ধ্যা, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দু-পদ অরবিন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই ?
স্মরহর দিগম্বর, শর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরি দেখিয়া,
মাতিলা কি কামমদে তব যাগ ছাড়ি ?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব ?
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে !
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী।
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব হৃৎ-সরসী পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্য দল। অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী
মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি ! দেবদারু—শৈল-শৃঙ্গ যথা
উচ্চতর ; রসাল—লতা-কুলের মধু,
রসের সাগর তরু ; মৌল—মধুক্রম ;

শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
যোগী কপর্দ্দী ; বদরী—যার তলে বসি,
যশঃসুধা পানে চিরজীবী দ্বৈপায়ন,
কবিকুলগুরু ঋষি, ভুবন-বিদিত,
কহেন মধুর স্বরে, মোহিয়া ভুবন,
মহাভারতের কথা ! কদম্ব সুন্দর—
কামিনীর সুরভি নিশ্বাস করি চুরি
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে,
কেন না মন্মথ মন মথেন যে ধনী,
তার কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন !
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে দেখি,
লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার
যথা বিলাপীর আঁখি ! শিমূল—বিশাল
বৃক্ষ ; ইঙ্গুদী তপস্বী—তপোবনবাসী ;
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতী সহ ! শমী—বরাঙ্গনা,
বন-জ্যোৎস্না ! আমলকী—বনস্থলী-সখী ;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য ! আর কব কত ?
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ;
রুণুরুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিলা,
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
দিয়া, স্তব্ধ ভাবে পূজে রাঙ্গা পা দুখানি ।
কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আরম্ভিলা
মদন-কীর্ত্তন-গান ; চলিলা রূপসী ।
যথায় অর্পণ দেবী করেন চরণ,

৪৭৬ । বদরী ইত্যাদি । ভগবান্ বেদব্যাসের আশ্রমের নাম বদরিকাশ্রম ।

৪৮৫ । অশোক—বৈদেহি, হায় ! ইত্যাদি । সীতাদেবীকে রাবণ অশোকবনে রাখিয়াছিল ।

কোকনদ, কুমুদ ফুটিয়া শোভে তথা।
   অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি
আলিঙ্গিয়ে পরস্পরে বিস্তারে যতনে
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
মুকুল, কুসুম—পদ্মরাগমণি-সম—
ঝালর বেষ্টিত—মরি ! কিবা শোভা তার !
সুপ্ত পীতাম্বরোপরে অনন্ত যেমতি,
অযুত ফণা ফণীন্দ্র করেন বিস্তার ।
চারি দিকে ফুটে ফুল ; কেতকী, কিংশুক,
স্মর প্রহরণ উভে ; কেশর সুন্দর—
রতিপতি মহাদরে ধরে যারে করে,
মহীপতি ধরয়ে কনকদণ্ড যথা ;
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
অলি উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
কানন আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিতলোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে ;
বকুল—আকুল অলি যাহার সৌরভে ;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, সরস্বতি, যেন তব শ্বেতভুজ !
কর্ণিকা—যার পেশল উরসে, বিলাসী
শিলীমুখ, তপন তাপেতে তাপী, সুখে
লভয়ে বিরাম, যথা বিরাজয়ে রাজা

সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা !
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতীযৌবন !
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতুরা সতী যেমতি, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম-সেবায় সতত ধনী রত !
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডল যেমতি
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণ-মূলে ;
তিলক—ভবানী ভালে শশিকলা যথা
মনোহর ! ঝুমুকা—সুচারু মূর্ত্তি যার
প্রমদা নির্ম্মিয়া স্বর্ণে পরে মহাদরে !
অন্যান্য প্রসূন যত কত কব আর ?
এ সব ফুলের মাঝে দেখিলেন দেবী,
ফুটিয়াছে নারীকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করিয়া কানন ;—
পর্ব্বতদুহিতা সবে—কনক-পুত্তলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুক, অগুরু,
গন্ধামোদে আমোদ করিছে কুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর ; কার হাতে শোভে
স্বর্ণথালে পাদ্য অর্ঘ্য ; কেহ বা যোগায়
মন্দাকিনী-বারি মণিময় পাত্রে ভরি,
কেহ বা চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা—
ধরে করিয়া যতন রতন-বাসনে।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি ;

কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে
ধরি বীণা, বরিষয় মধুর সুস্বর,
কোন বামা—কামের কামিনী সমা—ধরে
রবাব, সঙ্গীতরসরসিত অর্ণব ;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে ;
সপ্তস্বরা, মন্দিরা, ভুবন-মনোহরা ;
তম্বুরা—অম্বরপথে গরজে যেমতি
গভীর জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে ।
দেখিয়া সতীরে, যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাইতে লাগিলা,
যথা যবে আশ্বিন, হে মান-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি গেহে গিরীশদুহিতা—
দশভুজা অম্বিকা—সম্বৎসর-বিরহ-
নাশিনী আনন্দময়ী—গিরীশ-মহিষী,
সহ সহচরীগণ, ভাসি নেত্রনীরে,
হাসি কাঁদি গায় নাচে ;—হেরিয়া শচীরে,
অচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা ।
"এস হে বিধুবদনা, বাসব-বাসনা !
অমরাপুরী-ঈশ্বরি, ত্রিদিবের দেবি !
স্বাগত, স্বাগত তুমি ! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি আনন্দে অচল !
শৈলকুল-শক্র শক্র, তব প্রাণপতি ;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী-সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত ।
এস হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু-কোলে ! যাহারে যতনে
তলাসিছ, সে রতনে পাইবা এখনি ।
বসি ওই সিংহাসনে তব পুরন্দর ।"

শুষ্ক হৈলা যত নগবালা অরবিন্দ-
ভূষণা ; সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দন-কাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণ,
চলিলা দেবেশ-পাশে সত্বর-গামিনী
প্রেম-কুতূহলে, যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদ-শব্দ—চির পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে!
উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সরস্
উন্মীলে কমল-কুল ; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
অযুত আঁখি খুলিয়া গগন কৌতুকে
হেরে সে শ্যাম বদন—ভাসি প্রেমরসে!
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলেন বিধুমুখী প্রণয়ের পাশে
যতনে, রত্নাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখা, সুবর্ণ প্রত্যূষ
মুক্তাময় কুণ্ডল পরায় ফুলকুলে!
"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে?
কিন্তু হে রমণ, হেরি ও বিধুবদন,
পাসরিনু আমি এবে পূর্ব্বদুঃখ যত!
কি ছার সে স্বর্গ? তার সুখভোগে ছাই

এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে !
বাঁধিলে শৈবলবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে ? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল তবে নলিনীও মরে !
আমি হে তোমারি, দেব !"—কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নীরব হইলা দেবী, অশ্রুময় আঁখি।
চুম্বিলা সে অশ্রু আঁখি দেব পুরন্দর
সোহাগে, চুম্বয়ে যথা মলয়-অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে !
"তোমারে পাইলে, প্রিয়ে, স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে, ধনি, তোমার কিঙ্কর ?
তুমি যথা স্বর্গ তথা !"—কহিলা বাসব
গভীর বচনে, যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে
সিংহী কামিনীরে ;—কহিলেন পুরন্দর—
"তুমি যথা স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি !
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে সকল সংবাদ !
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
কোথা হৈমবতী-সুত, তারক-সূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব-রথী ?
কোথা চিত্ররথ ? কহ, কেমনে জানিলা
ধবল-শিখরে আমি বসিয়াছি আসি ?"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা—
মৃগাক্ষী, বিম্বঅধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী ;—"মম ভাগ্যে, প্রাণ-সখা, আজি
দেখা মোর শূন্যমার্গে স্বপ্নদেবী-সহ !
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিলে, নাথ, তোমার বারতা !
সমরে বিমুখ হয়ে অমরের সেনা

ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা ; চল, দেবপতি,
শীঘ্রগতি চল তথা, ওহে দেবেশ্বর !"
  শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরণ করিলা দেব আপন বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে,
গতি, ভাতি, উভয়েতে তড়িত লাঞ্ছিত !
আইল রথ তেজঃপুঞ্জ সে নিকুঞ্জবনে ।
বসিলা দেবদম্পতী পদ্মাসনোপরে,
উঠিল আকাশে গজ্জি স্বর্ণ ব্যোমযান,
আল করে নভস্তল, বৈনতেয় যথা
শশী আর অমৃত উভয়ে লয়ে সাথে ;
কিম্বা যেন হৈমপোত, বিস্তার করিয়া
বাষ্পপাখা, ভাসিল সাগর নীল-জলে ।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্ল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ,
কেমনে মানব আমি, ভব মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমত,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া,
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? আইস তবে, আইস পদ্মালয়া
বীণাপাণি, কবির হৃদয়-পদ্মাসনে

অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে—শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি!
উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত আর সৌদামিনী
সহ পয়োবাহ যথা। রথ-চূড়াপরে
শোভিল দেবপতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারি দিকে মেঘকুল,
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি—
ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী
গর্জ্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী—যথা স্বয়ম্বরস্থলে
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-রূপবতী-
রূপমাধুরিতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে।
এই রূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
দেখি সে কেতন রতনের চারু ভাতি;
কিন্তু হেরে দেবরথে দেবদম্পতীরে,
সিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িলা
অমনি। চলিল রথ মেঘমালা শিরে—
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন যেমন
অপরাজিতা-কাননে চলে মন্দগতি
মধুকালে; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
সীতা সীতানাথে লয়ে কনক পুষ্পক।
এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা বিমান। নাদিল দেবরথ।

শুনি সে ভৈরব রব দিগ্বারণ-গণ—
ভীষণ মুরতিধর—রুষি হুঙ্কারিলা
চারি দিকে। চমকিলা জগত, বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে। চলিল বিমান ;—
কত দূরে চন্দ্র-লোক অম্বরে শোভিল,
রত্নদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন—
কামিনী-কুলের সখী-যামিনীর সখা,
মদন রাজার বঁধু—সুধানিধি দেব
সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির বিকশিত, পূরি সৌরভে আকাশ—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।
হেম হর্ম্যে—যার চারি পাশে দিবানিশি
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহা ভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে
চপলা, বা যথা অবরোধে কুলবধূ
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, কুসুমকুমারী।
নারী অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে, যথা যবে প্রলয়পবন
বহে নিবিড় কাননে, তরুকুলপতি
বল্লরী সুন্দরীদল, শাখাবলী সহ,
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।
পশ্চাতে রাখিয়া চন্দ্রলোক, দেবযান
উত্তরিল রবির মণ্ডল বসে যথা
গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারি দিকে শোভে—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে যুবতী বামার কৃশোদর
হরষে পসারি বাহু—রাশিচক্র ; তাহে

রাশি রাশির আলয়। নগর মাঝারে
একচক্র রথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ
যেন মধু কামবঁধু—যবে ঋতুপতি,
হিমান্তে শুনিয়া কোকিলার কলরব,
হরষে তুষিতে আসে দেবী বসুন্ধরা
কাতরা বিরহে তার,—বসেছে সমুখে
সারথি। ছায়া-সুন্দরী, মলিনবদনা,
নলিনী সুখিনী সুখে দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে ?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায়ে সকলে
নতভাবে, নরপতি সমীপে যেমতি
অমাত্যবর্গ। অদূরে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর-নিকর—অম্বর-তলে নাচে,
যথা রে অমরপুরী, কনক-নগরী,
নাচিত অপ্সরাকুল, যবে সুরীশ্বর
শচীসহ শচীপতি দেব-সভা-মাঝে
বসিতেন হৈমাসনে। নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দপদে ;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট হয়ে।
হেরি দূরে দেবরাজে গ্রহকুলরাজ
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।
এড়াইয়া সূর্য্যলোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র, সূর্য্য আর নক্ষত্র মণ্ডল
—রজত, কনক দ্বীপ অম্বর সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উত্তরিল যথা শত দিবাকর জিনি,

প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যার,
উজ্জ্বলে গগন ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে।
প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যার সেবা করি
তিমিরারি ভাস্কর তোষেন কর দানে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা তোষে বসুন্ধরা
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দল
জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী
গৌরাঙ্গী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
অনন্তযৌবনা—হেরি কারণ-কিরণ,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা। দেব পুরন্দর
অসুরারি, যে করে দম্ভোলি তুলি দেব
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সমরে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার আভায়
চমকি ঢাকিলা আঁখি। রথ-চূড়াপরি
দেবকেতু—ধূমকেতু দিবাভাগে যেন—
হইল মলিন। যান-মুখে সূতেশ্বর
মাতলি, হইয়া অন্ধ, রশ্মি দিলা ছাড়ি
মহাভয়ে। আতঙ্কিয়া তুরঙ্গমদল
চলে মন্দগতি যথা প্রতীপ গমনে
প্রবাহ। আইল এবে ব্রহ্মলোকে রথ।
মেরু—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে;
তাহে ব্রহ্মলোক শোভে কনক উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষুকুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ যেমন

আভাময় ; তাহে জলে আদিত্য আকৃতি,
আদিত্য-জিনি প্রতাপে, রতননিকর।
নরচক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে
অতুল ভবমণ্ডলে ? তোরণ সমুখে
দেখেন দেবদম্পতী দেবসৈন্য-দল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলে কুপিয়া শুনি পবনের রব
বীরদর্পে, কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। কোটি কোটি রথ ;—
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুৎগঠিত ধ্বজমণ্ডিত। তুরগ—
যার পদতলে বিরাজেন সদাগতি
সদা, শুভ্র কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন অতি মনোহর।
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডল
প্রলয়ের জলে—শুনি যে মেঘগর্জন
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহা ভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
ত্রাসে আকুলা সুন্দরী। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্র-নখে
শস্ত্রিত যেমত, কিম্বা নাগারি গরুড়,
গরুত্মন্তকুলপতি। হেন সৈন্যদল,
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, পালায়ে আসি পশিয়াছে সবে

ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সকলে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীরভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে ; কিম্বা যথা দিবা অবসানে,
(মহৎ সহিত যদি নীচের তুলনা
সম্ভবয়ে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে,
(রাহু যেন চাঁদেরে) বিহঙ্গকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর পাশে আশ্রমের আশে।
এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতুপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজোপরি পাখা বিস্তারিয়া
অরুণনয়ন,—হেরি ভগ্ন দৈত্য রণে,
শোকাকুল হইলেন দেবকুলপতি
অসুরারি। মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন।
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
সে যাতনা, ক্ষণ মাত্র হইয়া অস্থির ;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ। মহাশোকে শোকাকুল দেব
দেবপতি, ধরি ইন্দ্রাণীর করযুগ,
সোহাগে মরাল যথা ধরয়ে কমল,
কহিতে লাগিলা ইন্দ্র ;—"হায়, প্রাণেশ্বরি,
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে।
শৃগালের সমরে বিমুখ সিংহদল

দেখ, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেব-কুলে
কে আজি না চাহে ত্যজিবারে কলেবর,
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
পাসরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা—অমরতা, ধিক্ তোরে।
হায়, বিধি, কি পাপে আমার প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যন্ত্রণা
কেন ভোগ করাও আমারে? এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র—তার সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু পক্ষী যদি
বিশ্রাম-বিলাস-আশে যায় তরু-পাশে,
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী
ঘুচায় তাহার ক্লেশ। হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?”
  এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি
নাবিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শচী কমলনয়না, পীনস্তনী সতী—
শূন্যমার্গে। পরশি গগন পৌলোমীর
পদ অরবিন্দ, সুখে হাসিতে লাগিল।
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে,
যথা ভাসে তরুরাজা, যতনে ধরিয়া
কোলে মুকুলিত লতা, যবে ঘোর রণে

পবন উপাড়ি তারে ফেলে বাহুবলে
সাগরের নীরে। চলিলেন মহামতি
দেবেন্দ্র, ইন্দ্রাণী-সহ, দেব-সৈন্য পানে।
হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেন্দ্র বাসবে,
অমনি উঠিলা সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নিচক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা স্বর্ণপ্রাচীর
দেবালয়—নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বাম করে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল
অভেদ্য সমরে। দেবরাজ-শিরোপরি
ভাতিল, রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি, মণিময় রাজছাতা
বিস্তারি কিরণজাল। চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য, যাহার নিক্বণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব।
আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে;
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,
বিঁধিয়াছিলা অবোধ মহেশের হিয়া
ফুলশরে। আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি

গদাবর। আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেব-সেনানী। আইলা
পবন সর্ব্বদমন। আর কব কত?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রাম্বঞ্জনী নিশীথিনী যবে,
তারাকুন্তলা মহিষী, আসি দেন দেখা।
মৃদুগতি, জোনাকের ব্যূহ প্রতিসরে
ঘেরে তরুবরে, রত্নকিরীট পরিয়া
শিরে—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে।
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। হায়, দৈববল বিনা কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়, কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর দেবদল?
যে বিধির বরে ত্রিদিবের সিংহাসনে
বসি আমি বাসব, আমার প্রতি তিনি
মহা প্রতিকূল। হায়, এ কার্ম্মুকরাজ
বৃথা আজি ধরি আমি এই বাম করে।
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক।"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গভীর স্বরে গরজে যেমতি

মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি
বিদরিয়া বসুধার বক্ষ বজ্র-নখে
রোষাবেশে। "না পারি বুঝিতে, দেব, আমি
বিধির এ লীলা? যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল;
বাড়ান দানব-দর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তপে তুষ্ট তিনি:—
যে তাঁহারে ভক্তি ভাবে ভজে, তিনি তার
বশীভূত। আমরা দিক্‌পালগণ যত
রত সতত স্বকার্য্যে—লালনে পালনে
এ ভবমণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম
যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগ ধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষি চতুরাননে, দানব-ভয় ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে—
হায় রে, কহ দেবেন্দ্র, হেন অপমান?
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেনে আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর? অমৃত পানে মোরা
অমর; কিন্তু এ অমরতার কি এই
ফল? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে?
জলুক জগত! ভস্ম কর বিশ্ব, ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি। কার হেন সাধ
আজি যে সে ধরে প্রাণ অমরের কুলে?"
এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী

কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত ; রাগে চক্ষুর্দ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন।
তবে সর্ব্বদমন পবন মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারাবদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম। কেন?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর? দিতিজকুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—আলয়
সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে? বৈনতেয় উচ্চধাম
মেঘাবৃত—খঞ্জন গঞ্জন মাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর, দাঁড়াইয়া হেথা—
এ ব্রহ্মমণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
এক নিমিষে এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
নাশি আমি—লণ্ডভণ্ড করি ত্রিজগৎ।"
কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর করি
ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে
সে স্থল ব্যতীত—বিশ্ব কাঁপিতে লাগিল।
ভাঙ্গিল পর্ব্বতচূড়া। ডুবিল সাগরে
তরী। ভরি কেশরী, পর্ব্বত-গুহা ছাড়ি,

পলাইলা দ্রুত বেগে। গর্ভিণী রমণী
ভয়াকুলা যুবতী অকালে প্রসবিলা।
তবে ষড়ানন তারকারি, অনুপম
রূপে, হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিয়াছিলা, সরসী রাজহংস-শিশু
পালে যথা আদরে, সেনানী মহারথী,
পার্ব্বতীনন্দন, রণে প্রচণ্ড প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয় সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা ঊষা সহ ভ্রমেন মারুত
শিশির-মণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে—
উত্তর করিলা তবে ময়ূরবাহন
মৃদুস্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে।
"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি রথী, যথাসাধ্য যুদ্ধ করি,
রিপু-সম্মুখে বিমুখ হয় মহামতি
রণক্ষেত্রে, শরম কি তার? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবচে
ভূষিত, শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার শরীরে পর্ব্বত-দেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা সবে?
বিধির নির্ব্বন্ধ কহ কে পারে খণ্ডাতে?
অতএব শুন যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে যদি বল
কেন বিধির এ বিধি? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ?
কি কহিব আমি দেবকুলের কনিষ্ঠ?

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাহার ইচ্ছাক্রমে,
অনাদি, অনন্ত যিনি বোধাগম্য, তাঁর
যে রীতি, সেই সুরীতি। কিসের কারণে,
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ
কে পারে বুঝিতে? রাজা, যাহা ইচ্ছা, করে;
প্রজার কি উচিত বিবাদে রাজা সহ?"
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি
হইলা নিস্তব্ধ। তবে অম্বুরাশি-পতি,
বীর-কম্বু নাদে যথা, উত্তর করিলা
প্রচেতা—"এ বৃথা রোষ কর সম্বরণ,
আদিতেয়-দল। যাহা কহিলেন দেব
কার্ত্তিকেয়, সত্য তাহা। আমরা সকলে
বিধাতার অধীন, তাঁহার পদাশ্রিত।
অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী।
দানব দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি;
এবে দানব দমনে অক্ষম আমরা;
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ।
সাগর-আদেশে যবে তরঙ্গ-নিকর
ধায় যুদ্ধবেশে সংহারিতে শিলাময়
রোধঃ, তার বজ্র প্রতিঘাত বেদনায়
ফাঁফর হইয়া, পুনঃ বেগে যায় ফিরি
সে তরঙ্গচয় সিন্ধু পাশে। চল যাই
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
নাশিতে এ বিপুল ভুবন সাধ্য কার
তিনি বিনা? তুমি, হে অন্তক বীরবর,
সর্ব্ব-অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে,—
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে হয় ক্ষয়
অমর অক্ষয় দেহ, চূর্ণ নগরাজা,

ইহার ভীম আঘাত, বিধি আদেশিলে,
বাজে শরীরে কোমল ফুলাঘাত যেন,
যবে কামিনী হানয়ে মৃদু মন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
কুলশর। তুমি, হে ভীষণ প্রভঞ্জন,
ভগ্ন যার নিশ্বাসে বিশাল তরুকুল,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বিরিঞ্চির বলে বলী
তুমি, জলস্রোত যথা পর্ব্বত প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল। মোর মনে জ্বলে কোপানল
বাড়ব অনল যেন জলধি-হৃদয়ে।
আমিও এ দুর্দ্দান্ত-দানব-প্রহরণে
ব্যথিত, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
যার ভয়ে কম্পয়ে জগৎ, হায়, আজি
ম্রিয়মাণ মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।"
তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাহার
রত্নাগার, কহিতে লাগিলা যক্ষপতি,
রণে চিরবিজয়ী, ভীষণ গদাধর,
ধনদ ;—"নাশিতে সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের? তারা-দল যার সখী-দল।
সাগর যাহারে বাঁধে রজকুন্দ পাশে।
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরে
বসায়। রে অনন্তে, রে মেদিনি কামিনি,

শ্যামাঙ্গিনি ধনি, যার অলক ভূষিতে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নচয়
বহুবিধ। ভূধর যাহারে ধরি থাকে।
হায় রে, কে আছে, কহ হে দিক্‌পালগণ,
এহেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু—সে দানব।
আমরা দেবতা—এ কি আমাদের কাজ?
কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ীহৃদয় কি নিরোগী করে তারে?
আর কি কহিব আমি, দেখ:ভেবে সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে;
কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল; এ তো অজ্ঞানিত নহে;
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার, দেবপতি?"
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি;—"পালিতে এ বিপুল জগত
সৃজন, হে দেবগণ, আমাসবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক সে জন
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক কহ
জগতে? দিতিজবৃন্দ অধর্ম্মেতে রত;
কেমনে আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখ ভোগী,

আচরিব, যেমত আচরে নিশাচর
পাপাচার ? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ !
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি,—
হে সর্ব্বদমন বায়ুকুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু ভস্মকর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কট হতে তিনি বিনা আর
কে পারিবে উদ্ধারিতে এ সুর-সমাজ
তাঁহারি রক্ষিত ? চল বিরিঞ্চি সমীপে।"
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বজ্রী, স্মরিলেন চিত্ররথ মহারথী—
গন্ধর্ব্বকুলের রাজা, রমণীরমণ,
মহাতেজা।—অগ্রসর হইয়া অমনি
করযোড়ে দেবেন্দ্রে নমিলা চিত্ররথ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বাসব মহামতি
বজ্রপাণি, আদেশিলা গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বরে
দেবেশ্বর,—"এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরী, রক্ষা কর, বীর,
ত্রিদিব-মহিষী তুমি দেবী কুল সহ।"
বিদায় হইয়া সুরপতি পুরন্দর
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপনসুত তিমিরবিলাসী,
তারক নাশক, হৈম কৃত্তিকার কোলে
লালিত যে কান্তবর, প্রচেতা দুর্জ্জয়,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা

ব্রহ্মপুরী—মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেব সেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারি দিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্গীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে
ভয়ঙ্কর! উড়িল পতাকাচয় যথা
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ বিহঙ্গম দল!
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ। গদা করে ধরি,
করিপৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গে। কেহ আরোহিলা
(গরুড় বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে।
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খ নিনাদ!
বাজিতে লাগিল রণ-বাদ্য, যার বোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরু শুনিয়া
নাচে যথা ফণীবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর; ভীরু যে বিদরে প্রাণ তার
মহাভয়ে! সাজিল নিমিষে সুর-সেনা
দানব বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহদল, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে বনরাজী কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন

অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী ঈপ্‌সিত।
  যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুমতী,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্য দল
বেড়িল ত্রিদিব দেবী অনন্ত-যৌবনা
শচী, সাপটিয়া ধরি চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন ; শত প্রতিসরে
বেড়িলা ইন্দ্র রমণী চতুরঙ্গ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজিয়া মায়ায়
কনক সিংহআসন, অতুল, অমূল
জগতে, যুড়িয়া কর কহিতে লাগিলা
পৌলোমীরে, "বসুন এ আসনে, জননি
দেবকুলেশ্বরি। যথা সাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব আপনে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, না বিদরে কাহার হিয়া আজি ?
কাহার না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে ? তোরে, রে নলিনি,
বিষন্নবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর।
  হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি, সম্ভাষিতে ত্রিদিব মহিষী
আয়ত-লোচনা। আইলেন ষষ্ঠী দেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী। আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল যাঁর প্রসাদে, মহাদয়াময়ী
ধাত্রী। আইলেন দেবী মনসা, যাঁহার
প্রতাপে ভীত ফণীন্দ্র ফণীকুল সহ,

পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে।
আইলেন সুবচনী—মধুরভাষিণী।
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী,
কুঞ্জরগামিনী। আইলেন কামবধূ
রতি; হায়! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপমাধুরি—ও স্থির যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি? আইলেন সেনা সুলোচনা,
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী।
আইলা জাহ্নবী দেবী—ভীষ্মের জননী;
কালিন্দী আনন্দময়ী, যার চারু কূলে
শোভে রাধার নিকুঞ্জ, যথায় মুরারি
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিন কাননে
নলিনী-রমণ। আইলেন ভগবতী
তমসা, সহ মুরলা বিমলসলিলা,
বৈদেহীর সখী দোঁহে।—আর কব কত?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা সম
প্রভায়, কিন্তু সতত অচপলা যেন
রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বর তলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন বিভায়।
বসিলেন দেবীকুল শচী দেবীসহ
রতন আসনে; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে! আইলা এবে বিদ্যাধরী দল।
আইলা উর্ব্বশী দেবী—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশী-কলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,
হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ! যে রূপ হেরি রাজা পুরুরবা,

ইন্দুবংশেন্দু শূরেন্দ্র, মোহিত হইয়া
তুলিয়াছিলা কাশীন্দ্র দুহিতা মানিনী
চন্দ্রাননা, ভুলে যথা অলি মধুলোভা
হেরি কমলিনীর মাধুরি নিরুপম,
চূতমঞ্জরী ? আইলা চারু চিত্রলেখা—
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী ।
আইলেন মিশ্রকেশী—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে ।
আইলেন রম্ভা—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা ভুবনে বিদিত ।
আইলেন অলম্বুষা—মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী, কিন্তু (কে না জানে ?)
অপাঙ্গে গরল—বিশ্ব দহে গো যাহাতে ।
আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন
অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা তপোঽগ্নি তোমার পুরন্দর,
নিবারয়ে মেঘ যথা বরষি আসার
দাবানল । শত শত আসিয়া অপ্সরী
নমি ইন্দ্রাণীরে, দাঁড়াইলা নতভাবে
চারি দিকে ; যথা যবে—হায় রে স্মরিলে
ফাটে বুক—ত্যজি ব্রজধাম ব্রজপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা পুলিনে,
নীরবে বেড়িল সবে রাধা বিলাপিনী ।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয় সর্গ।

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম-প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর—প্রচেতা পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী—তপন-তনয়—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরণ্ময়, চলিলা দিক্‌পালগণ এবে
যথা পদ্মাসনে বিরাজেন পদ্মযোনি
পিতামহ। প্রশস্ত সুবর্ণ পথ দিয়া
চলিলা হরষে যত ত্রিদশ ঈশ্বর।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা—
ফল—হায়, কেমনে বর্ণিব তার ছটা?
সে সকল তরুশাখা উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া! তরুরাজী মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময় বরিষে বচনসুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহর! সুমন্দ অনিল—
সহগন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে অনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী! কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তনু তার
ফুল-আভরণে! চারিদিগে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য রম্য, প্রভাকর

যথা সুমেরু নগেন্দ্র—অতুল জগতে !
তাহে সুখে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,
রমার রম উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম কাননে,
কুসুম আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গায় মধুর সঙ্গীত ; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
নাচে সে কনকদাম মলয় হিল্লোলে,
যথা উর্ব্বশী-হৃদয়ে মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্তা সীমন্তিনী
ছাড়েন ঘন নিশ্বাস, সৌরভে পূরিয়া
দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত, দহে যে হৃদয়, যথা দহে
সাগর বাড়বানল ! ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত-তরঙ্গ, ডুবাইয়া
বিবেক ! দুরন্ত লোভ—বিরামনাশক,
হায় রে গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুম ডোর,
কিন্তু ডোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
দৃঢ়তর ! মায়ার অজেয় নাগপাশ !
মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
কাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর ! মাৎসর্য্য—পরোত্দুখে যার সুখ,
গরলকণ্ঠ !—এ সব দুষ্ট রিপু, যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ

মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে—
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, যথা নদচয়
বহিয়া ক্ষীর সাগরে লভয়ে ক্ষীরতা!
হেরি এ নগর কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশদল মনের বেদনা
মহানন্দে! কুসুমকাননে পশি, কেহ
তুলিলা সুবর্ণ ফুল; কেহ, ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃত ফল ক্ষুধা নিবারিলা;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে;
কেহ কেহ সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম তরুমূলে নাচিলা কৌতুকে।
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেবগণ
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময়; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম! কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন বিশ্বস্রষ্টা সনাতন
যিনি? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি?
মন্দির দুয়ারে দেখিলেন দেবগণ
বসিয়া কনকাসনে বিশদবসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিত-পাবনী
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল দল নমি
সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা তাঁর চরণকমল।
"হে জননি,"—করযোড়ে কহিলা বাসব—
"হে জননি, ঊষা যথা নাশেন তিমির,
কলুষনাশিনী তুমি! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, মাতঃ, ডুবে গো সকলে

অসহায় ! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,
কৃপা কর আমা সবা প্রতি—তব দাস।"—
শুনি সুরপতি স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি ; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
তবে অপর আসনে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা—ভক্তি দেবীর স্বজনী,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে নমিয়া,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।"
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তি পানে চাহি,
—চাহে যথা সূর্য্য-মুখী রবিছবি পানে—
কহিলা—"আইস ওগো সখি বিধুমুখি,
চল যাই লইয়া দিক্‌পালদল যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা ; তোমা বিনা
কে পারে খুলিতে, সখি, এ হৈম কপাট ?"—
"খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু, সখি,"
(উত্তর করিলা ভক্তি) "তোমা বিনা কার
বাণী শুনি কর্ণদান করেন বিধাতা ?
হে স্বজনি, মধুরভাষিণি, চল যাই,—
খুলি আমি দুয়ার ; সদয় হয়ে তুমি
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি আজি উপস্থিত হেথা দেবদল।"
তবে ভক্তি দেবীশ্বরী সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদল

প্রবেশিলা ধাতার মন্দিরে মন্দগতি
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভূ লোকেশ।
শত শত ব্রহ্মঋষি বসে চারি দিগে,
মহাতেজা, ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে। প্রভা—আভাময়ী,
মহারূপবতী সতী—দাঁড়ান সমুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী।
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা করে,
বীণাপাণি কমলবাসিনী, বিনোদিয়া
সঙ্গীতসুধা বর্ষণে বিরিঞ্চি-হৃদয়,
যথা মন্দাকিনী দেবী—ত্রিলোক-তারিণী—
কলকলরবে সদা তুষেন অচল-
কুল-ইন্দ্র হিমাচল—মহানন্দময়ী!
শ্বেতভুজা, শ্বেতাব্জে বিরাজে পা দুখানি,
রক্তোৎপল দল যেন মহেশ-উরসে;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা!
  হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম, সুরদল,
অমনি শচীরমণ সহ পঞ্চজন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে; তবে দেবী আরাধনা
যুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা;—
  "হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
দয়াসিন্ধু! সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী,
মহাবলে দলিয়া দেবতা দল রণে,
বসিয়াছে দেবাসনে দেবারি পামর,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ—দাবানল যথা
কুসুমকাননে পশি নাশে রূপ তার
সর্ব্বভুক্! রাজ্যচ্যুত, রণে পরাভূত,
তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল.—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি

তরুবর-পাশে আসে আশ্রম-আশায়।—
হে বিভো জগৎযোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি
অনাদি! হে সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার? হায়, কাহার রসনা—
দেব কি মানব—গুণ কীর্ত্তনে তোমার
পারক? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, করহ উদ্ধার।"—
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা মাতা সেবক-হৃদয়-
বাণী-বাহিনী, নমিয়া ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কোকিলার বোল
মধুসখী?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা; "এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দউপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ
নিবারিতে এ দানবদ্বয়। বায়ু-সখ
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে—কার হেন পরাক্রম?"—
এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল।
উজ্জ্বলতর হইলা প্রভা আভাময়ী—
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগত
আমোদিল সৌরভ, পঙ্কজ বন যেন
অযুত ফুটিয়া, মন্দ মলয়-অনিলে
দিল পরিমল-সুধা—বরষয়ে যথা

সুখে দান করে পিতা দুহিতা-রতন।
যথায় সাগর মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিল
তারে, শান্তি-দেবী—মাতা বিরামদায়িনী,
ত্বরা উতরিয়া তথা শান্তিলা মারুতে।
যথায় কাল নশ্বর-নিশ্বাস-অনলে
ভস্মময় জীবকুল, ফুলকুল যথা
নিদাঘে, জীবনামৃত প্রবাহ বহিলা
তথায়, জীবন দান করিয়া সকলে—
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ জ্বলনে।
প্রবেশিলা মঙ্গলা—মঙ্গল-প্রদায়িনী,
প্রতি গৃহে ; শস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা ;
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া !
  তবে ভক্তি শচীশ্বরী সহ আরাধনা—
প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
ত্বিষাম্পতি তপন তিমিরে তাড়াইয়া
আসি দেন দেখা দেব উদয় অচলে—
লইয়া দিক্‌পালদল, যথা বিধি পূজি
বিধি, বাহির হইলা ব্রহ্মালয় হতে।
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
"সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজ করিব আমি সদা।"
  "বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শচীশ্বরী"—
কহিলেন আরাধনা মৃদু মন্দ হাসি—
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
বশীভূতা ! শশী যথা কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভো এ রতনে,

অবতনে আভা লাভ করিবে দেবেশ!
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে!"
  বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
দেবীদ্বয় চরণ-কমল নতভাবে;
বিদায় হইয়া সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিলা
নদী বহে নিরবধি কল কল রবে
সুবর্ণ-তটিনী; যথা অমরী বল্লরী,
তরুবর অমর; অপূর্ব্ব-রূপধারী
ফুলকুল সাজায় নিকুঞ্জবন, পূরি
সৌরভ সুধায় পুরী। স্বর্ণতরুমূলে—
শতরঞ্জিত কুসুমে—বসিলেন সবে।
  তবে সুরপতি দেব পৌলোমী-বল্লভ
অসুরারি কহিলেন ঈষৎ হাসিয়া—
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে—বিধির বিধান বোধাগম!
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ; এই
সঙ্কেত বাক্যে কি বুঝ, কহ, দেবগণ?
সাবধানে বিচার করহ সবে; দেখ
কি মর্ম্ম ইহার! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ। কে কি ভাব, বল, শুনি।"—
  উত্তর করিলা যম;—"এ বিষয়ে আমি,
হে দেবেন্দ্র, স্বীকারি আপন অক্ষমতা।
বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম-নির্ব্বাহ যেখানে
সেখানে আমি; এ দণ্ড, প্রচণ্ড-ঘাতক—
শিখিয়াছি ধরিতে, সুরেশ; নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন-লোভে যেন—বিজ্ঞায় ধীবর।"

"আমিও অক্ষম যম-সম"—কহিলেন
প্রভঞ্জন—"সাধিবারে তোমার এ কাজ,
বাসব ! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, চূর্ণিতে পাষাণ,
ধীর ভূধরে অধীর করিতে আঘাতে
বজ্রসম ; কিন্তু নারি বাছিয়া তুলিতে
এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি ।"—
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ ষড়ানন
তারকারি ;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ—দুরন্ত অসুর ।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে ।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি কষিবে অমনি
উভে ; আমি কহিব—যে তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ, তার সহ বিগ্রহ আমার ।
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে ।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে । কে আছে, কহ গো দেবগণ,
যোদ্ধাকুলে, স্বীকারে যে আপন ন্যূনতা ?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে—
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে ।"
শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল রাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতী সুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে ।
কে না জানে ফণীসহ বিষ সহবাসী ?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষঅশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল ।

যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিকোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয় ।
বিশেষতঃ কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত ।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায় যুদ্ধ করিবে দানব
পাপাচার । পড়িবে শঙ্কটে, বীরবর,
বৃথায় ! আমার বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র ; আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দূল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে ! অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী মম বসু পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর—মদন অর্থ । বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দান করি দানবেরে ।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা ।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে দুজনে—
মরিয়াছিল যেমতি লোভী বিভাবসু
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা বলি—মন্দমতি !"—
উত্তর করিলা তবে জলেশ বরুণ
পাশী ;—"যা কহিলে সত্য, গুহ্যক-ঈশ্বর !
অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ—নাশকারী ।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ?
কোথায় তোমার বসুধারিণী বসুধা
শ্যামা ? ভুলিলে কি আজি, আমরা সকলে
দীন, হিমানীতে তরু পত্রহীন যথা !

আর কি আছে গো দেব, সে সব বিভব ?
আর কি—কিন্তু এ মিছা বিলাপে কি কাজ ?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার ?”
  কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি ;—“অজ্ঞাত সলিলে ভাসি আমি
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
না দেখিয়া অনুকূল কূল কোন দিকে ।
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি ?
কেমনে হইব পার অপার সাগর ?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে ।
বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম যত প্রহরণ,
তা সকলে নিবারণ করিয়াছে রণে
অসুর । যখন দুই ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠাই যতনে
উর্ব্বশী রূপসী—যার কেশ নাগপাশ,
অপাঙ্গ গরলময়, সুরভি নিশ্বাস
কামবাত—অধীরিয়া ভূধর-হইতে-
ধীর-যোগীন্দ্র হৃদয় । কিন্তু দৈববলে
বিফল সে শর । যথা শৈলদেহে বাজি,
রাজীব ফিরিয়া পড়ে তার পদতলে
হানে যে অবোধ তারে—উর্ব্বশী ফিরিল ।—
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি ।”
  এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
নীরব হইলা এবে, নিশ্বাস ছাড়িয়া
বিষাদে । নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
আর পঞ্চজন বসিলেন মৌনভাবে ।
  হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ?—
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী ।
“আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়

বরাঙ্গনা—অতুলা অঙ্গনাকুলে বালা।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদা—ভুবন-প্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।”—
  তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা-
সরস্বতী-ভারতী, আদেশিলা পবনে
হৃষ্টমতি,—“যাও, ওহে বায়ুকুল রাজা,
দ্রুতগতি, আন হেথা বিশ্বকর্ম্মা, বীর!”
  শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, অমনি তখনি
উড়িলা আকাশমার্গে দেব প্রভঞ্জন
আশুগ;—কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে! প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল! যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারিয়া পিনাক পিনাকী পশুপতি
হুহুঙ্কারে পাশুপত ছাড়েন ভৈরব,
ঘোর রবে উড়ে বাণ আকাশমণ্ডলে
বাতময়, উদ্গীরিয়া কালানল-শিখা!
  চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চজন
ভাসিলা—মানস সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ সলিলে সদানন্দের সদনে!
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভব মরুদেশে মরীচিকা,
বিধির আলয়ে ফলবতী নিরবধি
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি;
অমনি সুধালহরী চুম্বিলেক আসি
ইন্দ্রের ইন্দুবদন—চুম্বয়ে যেমতি
শীধুমধুঅধরা প্রমদা নিতম্বিনী
প্রাণসখা। চাহিলেন ফল জলপতি;

রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণবরণ—
পড়িল সম্মুখে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে
বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরে
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত রজঃ কান্তি হেরি—
হেরি বরাঙ্গনা তারাবৃন্দ—মন্দগতি।
এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ু-কুল-রাজা
প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বীর
যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। উড়িলা আকাশপথে রথী
বাতাকার, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে প্রভাকর
রবিমণ্ডলে অস্থির হইলা মিহির,
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইল অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীরমণ
শশাঙ্ক আতঙ্কে পাণ্ডুবর্ণ সুধানিধি,
স্মরিয়া বিনতাসুত—সুধা-অভিলাষী।
মুদিলা নয়ন যত হৈম তারাকুল,
যথা হেরি ভৈরব দানবে বিদ্যাধরী—
নলিনী তিমিরে। বাসুকির শিরোপরে
কাঁপিলা ভীরু বসুধা। গর্জ্জিয়া উঠিল
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা, চির-বৈরি হেরি ;
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।
এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে

চলি গেলা আশুগতি। শত শত মেঘ
ধায় আগে ঝড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
ভূত-নাথ-সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎকুলেশ্বর
অবিশ্রান্ত—ক্লান্তি, শ্রান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
কোন স্থলে হিমানীতে কাঁপে পাপী প্রাণ
থর থরি, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি দুর্মতি ;—
কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার করি
নিরবধি ; কোথাও বিকট-মূর্ত্তি-ধর
যমদূত প্রহারে প্রচণ্ড দণ্ড শিরে
অদয় ; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা বিদরিয়া বক্ষঃ মহাবলে
ছিন্ন ভিন্ন করে অন্ত্র ; কোথাও বা কেহ,
বসি নদী-তীরে, কাঁদে তৃষায় আকুল,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে
যথা তপস্বিনী ধনী নয়নরমণী
জিতেন্দ্রিয়া কভু নাহি করে কর্ণদান
কাম-বিবশে ; কোথাও হেরি লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর-জন
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। নিরন্তর অগণ্য-প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারি দিক্ হতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নি-শিখা—হায়, পুড়িয়া মরিতে।
নিস্পন্দ এ লোকে বাস করে লোক যত।

হায় রে যে আশা আসি তোষে সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি—
রোধ তার—বিধাতার এই সে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট; পাবক না নিবে।
শত-সাগর-কল্লোল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।
   হেরিয়া শমন-পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেবশিল্পী। কতক্ষণে
উত্তর মেরুতে বীর উতরিলা আসি।
অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম মীনার* অযুত
স্তোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
মণিময়! প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারি দিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানর।
গলে সোণা সোহাগে পাইয়া সোহাগায়
প্রেম-রসে; গলিয়া রজত বাহিরিছে
পুটে উথলিয়া, যথা বিমল-সলিল
প্রবাহ, পর্ব্বত সানু উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী; লৌহ, যার তনু
অক্ষয় তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জ্বলে অগ্নিসম তেজ—অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে—বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি—
যথা সহে শোকাগ্নি নীরবে বীর হিয়া।
   কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব—

* প্রাসাদ-শিখর।

দেবশিল্পী—গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে।
  “আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,”—
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা—“কহ, দেব,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র কুলিশী?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা—
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে, তোমা
পাতি পীরিতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি গহনা—অতুল এ জগতে।
এই দেখ নূপুর; ইহার বোল শুনি
বীণাপাণি-বীণা ছিন্ন-তার হয় খেদে।
এই দেখ মেখলা; দেখিয়া ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার।
এই দেখ মুক্তাহার; উরজ-কমল-
যুগ-মাঝারে ইহারে হেরিলে, মনোজ
মজে গো আপনি। এই দেখ, দেব, সিঁথি;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিঁথি। এই যে কঙ্কণ
হীরামণি খচিত, দেখ হে গন্ধবহ।
এই দেখ প্রবাল-কুণ্ডল, বীরমণি;—
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কাণে
পলাশ—রমণী-মনোরমণ ভূষণ।
আর যত আছে মোর কাছে—কব কত?”
  হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে;—
“আর কি আছে গো দেব সে কাল এখন?

বিশ্বোপান্তে তিমির-সাগর-তীরে তুমি
কর বাস, স্বর্গের দুর্দ্দশা নাহি জান!
হায়, দৈত্যকুল এবে, প্রবল সমরে,
লণ্ড ভণ্ড করিয়া লুটিছে স্বর্গপুরী
পামর! তোমারে স্মরে দেব পুরন্দর।
প্রেরিয়াছে আমায় হেথায় সুরপতি
লইতে তোমায় ব্রহ্ম-লোকে ত্বরা করি।
চল, দেব, অবিলম্বে; বিলম্ব না সহে।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।"
শুনি পবনের বাণী, কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী—"হায়, দেব, এ কি পরমাদ!
দৈত্যকুল উজ্জলিয়া, কোন্ মহারথী
সম্মুখ-সমরে বিমুখিলা দেবরাজ
বজ্রী? কহ, কার অস্ত্রে গতি রোধ তব,
সদাগতি? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যম? নিরস্ত্রিল কেবা জলনাথ পাশী?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কর?
হায়, কে বিঁধিল, কহ, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে? এ কি অদ্ভুত কাহিনী!
কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদবধি দৈত্যদল নিস্তেজ-পাবক—
বিষহীন-ফণী; এবে প্রবল কেমনে?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, শূরমণি।
উত্তর মেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার লহরী যাহার
উথলিছে নিরবধি মহাকোলাহলে।
কে জানে জল কি স্থল? বুঝি দুই হবে।
সৃষ্টি-অগ্রে একাত্মা যখন সনাতন

অজ, এ ভব-ঈশ্বর তমঃ ছিল তবে
রজনীজনক ; কিন্তু সিসৃক্ষু যৎকালে
সৃজিলা এ সৃষ্টি স্রষ্টা ত্রিমূর্ত্তি হইয়া,
এই মেরু লিখিলেন জগতের সীমা।
ও পাশে বসয়ে তমঃ, মহাদণ্ডধর।
নাহি যান প্রভা দেবী তাঁহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি জানি।
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"
 উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি—
"এ স্থলে বিলম্ব, দেব, উচিত না হয়।
চল ব্রহ্মপুরে, যথা বিরাজেন এবে
দেবরাজ ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কি সুখে কহিব আমি, হায়,
সিংহদল অপমান শৃগালের হাতে ?
স্মরিলে ও কথা দেহ জ্বলে কোপানলে !
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ—ধ্বংস করি দুরন্ত দানবে।"
 এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দেব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যলোক, চলিলেন দেব দুই জন
মনোরথগতি। কত দূরে ব্রহ্মপুরী
স্বর্ণময়ী শোভিছে অম্বরে, শোভে যথা
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত
তাতে সারি সারি শত শত সৌধশিরে

কাঞ্চন-নির্ম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পি-প্রতি ;—
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেবশিল্পি গুণি !
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী।"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি আমার"—
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,
প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রমা প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে—তবে পাই আমি।"
এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব পৌলোমীরঞ্জনে
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপনতনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেবশিল্পী দেব
নিকটিয়া, করপুটে প্রণাম করিলা
যথা-বিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
আশীষিয়া কহিতে লাগিলা মহোদয়—
"স্বাগত, হে দেবশিল্পি ! মরুভূমে যথা
পাইলে সলিল তৃষাকুল-জন সুখী,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম ! স্বাগত দেব, শিল্পি-চূড়ামণি !
দৈববলে বলী দুষ্ট দানব দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডল !
ধাতার আদেশ এই শুন মহামতি।
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়

বরাঙ্গনা, অতুলা অঙ্গনাকুলে বালা।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম
ভূত, সবা হইতে লইয়া তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদা—ভুবনপ্রমোদিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"—
  শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া বাসবে দেব বসিলেন ধ্যানে।
আরম্ভিয়া তপঃ, তপোবনে মহামতি
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম ভূতকুল
ব্রহ্মপুরে। যাহারে স্মরিলা দেববর
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে সতী করিলা বসতি।
আনি দিলা নিজ মাজা কেশরী সুন্দর;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব; মেখলা তাহাতে
শোভে, যথা ছায়াপথ শোভে গো গগনে!
ঐরাবত-করে গড়িলেন বাহু-যুগ।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ;
উভয়ে চাহিল আসি করিবারে বাস
উরস আনন্দ-বনে; সে সব দেখিয়া,
মেরুশৃঙ্গাকারে গড়িলেন দেবশিল্পী
পীন কুচযুগল। শশাঙ্ক মহামতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক হয়ে;
কবরী হইতে বরী কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
উষার কপালে জ্বলে যে তারা-রতন
তেজঃপুঞ্জ, তাহারে করিয়া দুইখান
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী

আনি নিজ আঁখি রাখিলেক দেবপদে।
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
বসাইলা যুগল-নয়ন-পদ্মোপরে ;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর, সে তূণ হইতে বাছি বাছি
খরতর ফুল-শর নয়নে অর্পিলা
দেবশিল্পী। বসুন্ধরা নানা রত্ন দিয়া
সাজাইলা বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজ-দুহিতা কুসুম ভূষণে।
মধুদূত কোকিল চাহিল কলরবে
দিতে তারে নিজ রব ; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী।
অমৃত সঞ্চারি তবে দেবশিল্পী দেব
জীবাইলা ভুবনমোহিনী বরাঙ্গনা—
প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
ধাতার আদেশে! বিশ্ব পূরিল বিভায়!
হেরিয়া দেবসম্ভবা বামা অনুপমা,
আনন্দসলিলে ভাসিলেন দেবপতি
শচীকান্ত। সুমন্দ মলয়-সমীরণ
নিতান্ত কোমল কান্তি ধরিলা অমনি।
মহানন্দে জলনাথ হইলা নীরব,
যথা হেরি নয়ন-সুভগা শান্তি দেবী
সাগর। মোহিত হয়ে মুরজা-মোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলেন তারে।
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখীবর যথা
শিখিনী কামিনী হেরি বরষার কালে।
তিমির-বিনাশী যম হাসিয়া উঠিলা,
হাসে যথা মেঘ হেরি কৌমুদীপ্রমদা
শরদে। সাবাসি, ওহে দেবশিল্পি দেব,

ধাতাবরে, দেববর, ধন্য হে তোমারে।
  হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে!—
হেন কালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী :—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা যুবতী,
অনুপমা বামাকুলে—যথা অমরারি
সুন্দ উপসুন্দাসুর। আদেশো অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনাসহ লয়ে মধু—
বঁধু তার। হেরি রূপসীর অপরূপ
রূপমাধুরী, উভয়ে বিহ্বল হইয়া
চাহিবে বরিতে এরে, কাম-মদে মাতি।
এ বরবর্ণিনী ধনী-অপাঙ্গ-অনল
জ্বালাইলে কামাগ্নি, দুরন্ত দৈত্যদ্বয়
অবশ্য হইবে ভস্ম দৈত্য-কুল-সহ।
তিল তিল লইয়া গড়িলা এ সুন্দরী
দেবশিল্পী, তেঁই নাম রাখে তিলোত্তমা।"—
  শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ দেশে। তবে শচীপতি
লয়ে তিলোত্তমায় বাহির হৈলা সুখে
ব্রহ্মপুরী হতে, যথা সুরাসুর যবে
মথিলা সাগর, জলনিধি বাহিরিলা
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমা-সম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা আদরে বিস্তারি
পাখা—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে—
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল গো জননি !
সফল জনম মম তোমার প্রসাদে,
দয়াময়ি ! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুল জগতে !
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে !
বরষি সঙ্গীতামৃত মনোযী তুষিবে—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, আগুন-রূপ ধরি
নিদাঘের, নাশে সে আশার ফল ফুল,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের গতি।
ধিক্ সে যাচ্ঞা—ফলবতী নীচ কাছে !

মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উত্তরিলা যথা বসে বিন্ধ্য গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে

অদ্যাপি অচল। শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র-শিরে জটাজূট যথা
বিকট। ভীষণ-মূর্ত্তি ঐরাবত সম।
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, যত চতুরঙ্গ দল
আইলা, কঞ্চুক তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বলিয়া
চারি দিক্। কাম্য নামে গহন কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনির গুণে
দহি হবির্বহ যাহে নিরোগী হইলা)—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
প্রবল। আতঙ্কে, বিহঙ্গম, পশুকুল
আশু পলাইলা সবে ঘোরতর রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজি, পশিল সে বনে—ভয়ঙ্কর!
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
মহারণ্যে, উপাড়ি অগণ্য তরুগণ,
ঝড় যথা, কিম্বা করিযূথ, মত্ত মদে।
অধীর হইয়া ত্রাসে বিন্ধ্য মহীধর
শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
পদতলে কহিতে লাগিলা কৃতাঞ্জলি-
পুটে; "কি কারণে, দেব, কোন অপরাধে
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর? কেমনে
এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস?
প্রবঞ্চি বলিরে পাঞ্চজন্য-নিনাদক
বামনরূপী যেরূপ পাঠাইলা তারে
অতল পাতালে, সেইরূপ বুঝি আজি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে মোরে
রসাতলে!" হাসি উত্তরিলা দেবপতি
অসুরারি;—"যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে; কি অপকার তোমার সম্ভবে

মোর হাতে? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজ,
আজি উপকার, গিরি, করিব তোমার,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ্ হইতে;—
এই হেতু আসিয়াছি তোমার সদনে।"
হেন মতে বিদায় করিয়া বিন্ধ্যাচলে,
দেব-সৈন্য-পানে চাহি কহিতে লাগিলা
বাসব; "হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর! হে দিতিসুত-গর্ব্ব-খর্ব্বকারি
সমরে! হে শূরবৃন্দ, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর, বীরগণ!
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। আজি দৈত্যচয়
অবশ্য হইবে ক্ষয় ঘোরতর রণে।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতিসহ রতিপতি সর্ব্ব-জয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, দলিয়া সকলে পদতলে।"
শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুঙ্কারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, সহসা পূরি আভায় কানন!
টঙ্কারিলা ধনু ধনুর্দ্ধর দল বলী
রোষে; রোষে শূল শূলী—হায়, ব্যগ্র সবে

মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে !
ঘোর রবে গরজিলা গজ ; হয়ব্যূহ
সে রবের সহ মিশাইলা হেষা রব !
শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি
শ্রুতি-বিদারণ, ম্রিয়মাণ নাগকুল।
হেন কালে আচম্বিতে আসি উতরিল
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যথা
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেবঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি—
"কি কারণে এ নিবিড় কাননে, নারদ
তপোধন, আগমন আজি গো তোমার ?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল ; খরতর কররাল আভা—
হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থল ;
নহে যজ্ঞধূম ও—কনক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত—যেন অগ্নিশিখাময়
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ—তড়িত-জড়িত।"
আশীষিয়া দেবেশে হাসিয়া দেবঋষি
নারদ উত্তর করিলেন সকৌতুকে।—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস ? যে কালাগ্নি জ্বালিয়া চারি দিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী ! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি। তব রিপুদ্বয়
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি নিশ্চয় হইবে।"
তবে সুরসেনানী কহিলা মৃদুস্বরে
অগ্রসরি ;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে

যোধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি ?
যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি ;—কিসের কারণে
নিরস্ত সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে ?
কার বরবলে এত বলী দিতি-সুত ?"
উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ।—
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
দৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহরূপে, তার কুলে
নিকুম্ভ নামে অসুর—সুরপুররিপু,
কিন্তু, বজ্রি, তব বজ্রভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
"বর মাগ" বলি আসি দিলা দরশন।
যথা সরঃসুপ্ত পদ্ম রবি দরশনে
প্রফুল্লিত, হেরি বিরিঞ্চিরে দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে কহিতে লাগিল মৃদুস্বরে ;—
"হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে ! তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।"
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ—"জন্মে মৃত্যু, দৈত্য। দিবস রজনী—
এক যায় আর আসে—সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।"

"তবে যদি"—উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়—
"তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, তোমার প্রসাদে যেন মোরা
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।"
"ওম্" বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিল স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
যথা নদ, পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যবে
বাহিরায় প্রবাহ হুঙ্কার রব করি
বীরদর্পে, কত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে।—
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন-
যুগ, বাহু পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ, কিন্তু ত্বরায় মরিবে অমরারি।"
এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে বিদায় হইয়া
চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
কামাবনে রহিলা দেবেন্দ্র সৈন্য সহ,
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
সাবধানে নিবিড় কানন মাঝে পশি,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এই মতে রহিলেন যত
দেববৃন্দ কামাবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।
হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি, চলিলেন তিলোত্তমা—
অতুলা জগতে ধনী। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
অম্বর-সাগরে স্বর্ণবর্ণ মেঘবর,
যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে

কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবন-মোহিনী।
যথায় বিন্ধ্যমালায় দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তথায় চলিলা তিন জন।
হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইল বসন্ত জানি—কুসুম-রতনে
সাজিলা উল্লাসে; মহানন্দে পিকদল
আরম্ভিল মদন-কীর্ত্তন কলস্বরে।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারি দিকে; সুমন্দ মলয়-সমীরণ,
ফুলকুল উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-পতি।
"হে সুন্দরি"—মৃদু হাসি কহিলা মদন—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি—নলিনী যেমনি
নিশা অবসানে মেলে কমল-নয়ন,—
চেয়ে দেখ চারি দিকে; তব আগমনে
কত সুখে বসন্তের সখী বসুন্ধরা
নানা আভরণে সাজি হাসিছে কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা।
ত্যজি রথ চল এবে—এই দৈত্যবন।
যাও চলি অভয়ে, হে সুচারুহাসিনি।
অন্তরীক্ষে তব রক্ষা হেতু (আশা-সেতু
তুমি দেব-কুলের) বসন্ত সহ আমি
থাকিব তোমার সঙ্গে; রঙ্গে যাও চলি,
মধুমতি, যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়।"

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি

শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে;
কভু মলয়সৌরভনিশ্বাসে; কভু বা
কোকিলের কুহুরবে। গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে। এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।
শিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড়! বনদেবী—যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—
হেরি সুন্দরীরে ত্বরা সরায়ে অলক,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় ধনী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ-কেশরী-সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিল প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আত্মাশক্তিয়ে—উল্লাসে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উত্তরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কল কল স্বরে জল ঝরি নিরন্তর
পর্ব্বত-বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে

জলাশয়। চারি দিকে শ্যাম তট তার
শতরঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর সে সব—খচিত রতনে!
হাসে তাহে কমলিনী, দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন! মৃদু মন্দ রবে
পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরাম লাভ লোভে,
রূপের আভায় আলো করিয়া কানন।
ক্ষণ কাল বসি বামা চাহি সব পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশা। "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদুস্বরে—"কভু কি দেখেছে কারো আঁখি?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব; দেবসেনানী; আর দেবগণ
বীরশ্রেষ্ঠ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী;
দেবকুল-নারী যত; বিদ্যাধরী-দল;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে? আহা মরি, ইচ্ছা করে যেন সদা
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা দুখানি!
বুঝি এ বনের দেবী,—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জলতলে দিলা দরশন।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি; সেও শির নমাইল!
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদুস্বরে সুধিলা—"কে তুমি, হে রমণি?"—
আচম্বিতে "কে তুমি? কে তুমি, হে রমণি—
হে রমণি?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে।

মহা ভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারি দিকে। হেন কালে হাসিয়া মন্মথ—
মধু-সহ রতি-বঁধু—আসি দেখা দিলা।
"কাহারে ডরাও তুমি, ভুবন-মোহিনি ?"
(কহিলেন পুষ্পধনু) "এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত-সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে। ওই যে দেখিছ জলে বামা,
তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে।
হেরি ও রূপমাধুরি, নারী তুমি যদি
এত বিবশা, রূপসী, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা ! যাও ত্বরা করি ;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি অসুর !"
ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী
চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
মুকুলিতা সাধিল ধরিয়া পা দুখানি
থাকিতে তাদের সাথে ! কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি !
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুণ্ গুণ্ করি
আরাধিল অলি-দল—কে পারে কহিতে ?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে।
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি।
কল রবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা—
লাগিলা ডাকিতে। মহানন্দে বনচর
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-সুশোভিনী,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে বুঝিতে ?)

হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী!
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধু সহ হাসে শম্বরারি।—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।
  আনন্দ-সাগরে আজি মগ্ন দিতিসুত
মহাবলী। দৈববলে দলি দেব-দলে—
বিমুখিয়া সম্মুখ-সমরে দেববরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন ভুবনে?
লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
অশ্ব; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে কেলি করে নিকুম্ভ-নন্দন
জয়ী। কোথায় নাচিছে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের তলে।
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রসে
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি,
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।
বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। কোথায় উপড়ি গিরিচূড়া,
হুহুঙ্কারি উড়িছে দানব নভস্তলে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর—
যথা উথলয়ে সিন্ধু দ্বন্দ্বি তিমিঙ্গিল
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে,
প্রমদা সহিত কেলি করে নানা মতে
উন্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে

কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে,
অলঙ্কারি কুবলয়-দলে কর্ণ তার।
রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
উদ্গীরি পাবক যেন। ঢাল সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনু, তূণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। এ সকল নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যারে ঘোর সমরে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিলা, তার কথা কহে সেই জন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবচ ;
কেহ কহে—দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক্ চোক্ হানি শর অস্থিরিনু তারে।
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
দেবঅস্ত্র ; দেববস্ত্র আর কোন জন।
কেহ হৃষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেব কাঞ্চন-কিরীট।—এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্য-দল—বিজয়ী সমরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে বুঝিতে পারে,
কি অমরে কিবা নরে ? বোধাগম্য তুমি।
 কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন
সুন্দ উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য আকৃতি।
শত শত বীর—বীতিহোত্র-মূর্ত্তি—বেড়ে
দৈত্যদ্বয়ে, ঝকমকি বীর-আভরণে,—
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ ! কনক-আসনে বসে দোঁহে—
পারিজাত-মালা গলে—মহেন্দ্র-ভূষণে
ভূষিত, মহেন্দ্র-তুল্য রূপে অনুপম।

চারি দিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, প্রসন্ন-বদনে প্রশংসি ভু-জনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস! দূরে নৃত্য-করী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে—
"জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজ-বলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী। জয়, জয়, বীর, বীরচূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর! যার প্রহরণে—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে—স্বরীশ্বর আজি
ত্যজি স্বর্ সুরনাথ ভ্রমিছে একাকী
অনাথ। হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি। হে দানব-বালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে।
হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন!
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা, সপ্তস্বরা—
ভেরী, তূরী, দামামা, দুন্দুভি, কাড়া, কাঁসী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা।
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্‌কুম।
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"

মহানন্দে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি তুষি যত দৈত্য কুল পতি
মধুর সম্ভাসে, এবে সিংহাসন ত্যজি
উঠিলা, কুসুমবনে ভ্রমণ-প্রয়াসে—

একপ্রাণ দুই জন—বাগর্থ যেমতি।
"হে দানব" আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার
সুন্দ,—"বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমরমর্দ্দন,
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিববিভব, শুন, হে সুরারি রথী-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল।
সে ভৈরব রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে; মূর্চ্ছা পায়ে
খেচর, ভূচর সহ, পড়িল ভূতলে।
থর থরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি
কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী।
দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে
নীরবে এ ওর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারি দিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখবৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে।
মঞ্জু কুঞ্জে রমণীরঞ্জন বীরযুগ
ভ্রমে—যথা অশ্বিনী-কুমারযুগ, রূপে
অনুপম; কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রামরামানুজ—যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা হেরি দোঁহে মাতিল মদনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উত্তরিলা
যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সহসা সুন্দের পানে চাহি

কহে উপসুন্দাসুর—"কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ, ভাই, অপূর্ব্ব সৌরভে পূর্ণ আজি
বনস্থলী! বসন্ত কি আইল আবার?
আইস দেখি কোন ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন?" হাসিয়া উত্তরিলা সুন্দাসুর;—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা; তুমি আমি, বলি,
সসাগরা পৃথিবী অমরালয় সহ
ভুজবলে জিনি, রাজা; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনস্থলী ধনী?"
এইরূপে কৌতুকে ভ্রময়ে দুই জন,
না জানি কালরূপিণী ভুজঙ্গিনীরূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, যথা পেয়ে দূরে
বকুলের বাস অলি মাতে মধুলোভে।
কুসুম-কুলের মাঝে বসে সকৌতুকে
দেবদূতী, কুসুম-কুল-ঈশ্বরী যেন
নলিনী। কমল-করে আদরে সুন্দরী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে,
মণি-আভা! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেন কালে সুন্দ উপসুন্দাসুর বলী
আসি উত্তরিলা তথা—পরম সুন্দর।
চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে
দৈত্যদ্বয়, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরবরে ধনী বিস্ময় মানিয়া
বিশ্বরমা একদৃষ্টে লাগিলা চাহিতে,

চাহে যথা সূর্য্যমুখী তপনের পানে।
"দেখ, ভাই কি আশ্চর্য্য ?" কহিল শূরেন্দ্র
সুন্দ ; "দেখ চাহি, ওই কুসুম-মাঝারে।
দাবানলে উজ্জ্বল বুঝি এ বনস্থলী
আজি ; কিম্বা ভগবতী সতী আবির্ভূতা
হেথা। চল, যাই ত্বরা, পূজি পা দুখানি।
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ
বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজি।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইল সকাশে
বিবশ। অমনি মধু, মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদুস্বরে ঋতুবর লাগিলা কহিতে ;—
"হান তব ফুল-শর ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্দ্ধর, যথা বনে পাইলে নিষাদ
মৃগরাজে।" অম্বরীক্ষে থাকি রতিপতি
শর বৃষ্টি করি দোঁহে অস্থির করিলা,
যথা মেঘ আড়ালে লুকায়ে মেঘনাদ
প্রহারয়ে সীতাকান্ত উর্ম্মিলাবল্লভে।
ফুল-শরে জর জর, উভয়ে ধরিল
রূপসীরে। মেঘময় হইল আকাশ
সহসা। শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে।
দূরে ঘোর নির্ঘোষে ঘোষিল কাল মেঘ।
কাঁপিল বসুধা। দৈত্যকুলরাজলক্ষ্মী
আকুলা পূরিলা দেশ হাহাকার রবে।
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে ; "কি কারণে তুমি স্পর্শ এ বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর ?" সুন্দ উত্তরিলা—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সমুখে
এখনি ! আমার নারী গুরু জন তব ;
অতএব শীঘ্র তুমি ছাড়ি দেহ এরে।"

যথা প্রজ্জলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ—হায়, মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল—"রে অধর্ম্মআচারি
কুলাঙ্গার, ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ-পীড়নে ?"

"কি কহিলি, পামর ? অধর্ম্মাচারী আমি ?
কুলাঙ্গার ? ধিক্, শত ধিক্, পাপীয়ান্
তোরে। শৃগালের আশা কেশরি-কামিনী
সঙ্গে কেলি করিবার—ওরে রে বর্ব্বর।"

এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর। তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি
যুঝয়ে মাতঙ্গ-দ্বয় গহন কাননে
রোষাবেশে, যুঝিলা অবোধ দৈত্যপতি
উভয়, ভুলিয়া, হায়, পূর্ব্ব কথা যত।
তমঃ সম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
শোণিতে তিতিয়া ক্ষিতি ঘোরতর রণে,
কাতর হইয়া শেষে পড়িলা ভূতলে।

কতক্ষণে চেতন পাইয়া সুন্দাসুর
সুরারি কহিল উপসুন্দ পানে চাহি ;
"হায়, ভাই, কি কর্ম্ম করিনু মোরা আজি ?
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে ;
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ ;
এ দুষ্টা রমণী নষ্ট করিলা সে সব!
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু
এত যত্নে ? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।

কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল অন্তরে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিনু দুজনে
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।"
এতেক কহিয়া সুন্দাসুর মহামতি
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ত্যজে কলেবর
অমরারি, যথা, হায়, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বত্থামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিল রাজহাতে।
মহা শোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিল ; "হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর ! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানবকুলের মান তুমি না উঠিলে ?
হে অগ্রজ, তোমার অনুজ আমি ডাকি
উপসুন্দ ; অন্ন দোষে দোষী তব পদে
এ দাস ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজিৎ,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি।"
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দাসুর
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
মহাবীর। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সময়ে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি নিনাদিলা মীনকেতু।
লইয়া সে জয়নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি রড়ে ধনী ধাইল আশুগা
মহারবে। পর্ব্বতকন্দর, তুঙ্গ শৃঙ্গে
পশিল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্য বনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা

নিরাকারা দূতী। "উঠ," কহিলা সুন্দরী,
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে ত্রিদিবঈশ্বর !
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ-কণিক-
রাশি ইরম্মদ-রূপে উঠয়ে নিমিষে
গরজি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে। রতনে খচিত
বলি বীরবলে ধরি করে, চিত্ররথ
রথী উন্মীলিলা দেবকেতন কৌতুকে।
শোভিল সে কেতু, ধূমকেতু শোভে যথা
তারাশির—তেজে ভস্ম করি সুররিপু।
বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্কণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর গতি;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা শমন
হরষে; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী; চলিলা পাশী, অলকার নাথ
গদাপাণি; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহাঝড়ে; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্বম রবে—
ববম্বম রবে ঘবে রবে শিঙ্গাধ্বনি।
ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আসি
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব,
মহাত্রাসে হতাশ কেহ বা, কেহ যুঝি,—
মরিল সমরে। ক্ষণকালে নদনদী
প্রস্রবণ রক্তময় হইয়া বহিল।

শৈলাকার শবরাশি পরশে গগন।
শকুনি গৃধিনী যত বিকট মূরতি—
ঝাঁকে ঝাঁকে আইল উড়ি আকাশ যুড়িয়া
মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
লাগিলা দহিতে শত শত দৈত্যপুরী।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দল
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি। বিধির এ লীলা।
বিলাপী বিলাপধ্বনি—জয়ী জয়নাদ
মিশিয়া, পূরিল এবে আকাশমণ্ডল।
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে?
কত যে চূর্ণিলা ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ বলী
প্রভঞ্জন;—কত যে কাটিলা তীক্ষ্ণ শরে
সেনানী; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ; কত যে প্রচেতা
পাশী;—কে পারে বর্ণিতে, কার সাধ্য এত?
দানব-কুল-নিধনে দেবকুল-নিধি
শচীকান্ত নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোর রবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। অমনি নিরস্ত হয়ে রণে
দেব-সেনা, আসিয়া বেড়িলা দেবরাজে।
কহিলেন সুনাসীর গভীর বচনে;—
"সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে সুরেন্দ্র-দল,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।

বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে ?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত ;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথা বিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে,
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে
অসুরারি। বজ্র-অগ্নি অবহেলা করি,
জিনিল যে আমায় আপন বাহু-বলে,
কেমনে তাহার দেহ দিব আমি আজি
খেচর ভূচর জীবে ? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীর রিপু পূজিতে বিরত কভু নহে।"
এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী।
রাশি রাশি আনি কাষ্ঠ সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী—
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দউপসুন্দাসুর মহিষী রূপসী
দোঁহে, গেলা ব্রহ্মলোকে পতি সহ সতী।
তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে ;—
"তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি। দলি দানবেন্দ্র তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, করিনু আবার স্বর্গলাভ।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চির দিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্য্যলোকে ; সুখে পশি আলোক-সাগরে,
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে দেব পুনঃ প্রবেশিলা।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব-বিজয়ো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

সর্গ পংক্তি

১ : ২ দেব-আত্মা—দেবতার আত্মাবিশিষ্ট। "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"—'কুমারসম্ভব'।

১৮ মণিকুন্তলা—মণি শিরে যাঁহার ; কুন্তল এখানে শির অর্থে।

১৯ শেখর—শিখর, চূড়া।

২৫ সর্ব্বনাশকারী—লয়ের দেবতা মহাদেব।

৩৬ শেষের—শেষ নাগের, অনন্ত নাগের।

৪০ স্থাণুর—শিবের।

১০৪ নগদল—হস্তিসমূহ (মধুসূদনের প্রয়োগ) ; নগজদল শুদ্ধ।

১০৬ মৃগাদন—ব্যাঘ্রবিশেষ, নেকড়ে বাঘ।

১১৩ জীবনতরঙ্গ—জলের ঢেউ।

১৭৪ পক্ষরাজ—পক্ষিরাজ।

১৭৮ রজঃকান্তি—রজতকান্তি ; রজত অর্থে রজঃ মধুসূদন বহু স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন।

২০০ বিশদবসনা—শুভ্রবসনা।

৩২৩ রঞ্জনের—রক্ত চন্দনের।

৩৩৩ প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৩৪৫ রতিপতি ধনুকের—রতিপতি-ধনুকের।

৩৮৫ কন্দলী—কদলী অথবা ছত্রক-বিশেষ।

৪৭১ শোভাঞ্জন—সজিনা গাছ।

৫২৬ নবীনা মালিকা—নবমল্লিকা।

৫২৮ গন্ধ-মাদন—গন্ধমাদন পর্ব্বত ; অথবা গন্ধবিশিষ্ট কীটবিশেষ।

২ : ৪৯ কামিনী-কুলের সখী-যামিনীর সখা—"কামিনী-কুলের সখী যামিনীর সখা" সঙ্গত।

১১১ কারণ-কিরণে—কারণ—সৃষ্টির আদিশক্তি, তাহার তেজে।

১১৭ বিভাসে—বিভায় ; এরূপ প্রয়োগ ২য় সর্গের ৫৫৭ পংক্তিতেও আছে।

সর্গ পংক্তি

২ : ১৫৮ গরুত্মন্ত-কুলপতি—পক্ষি-কুলপতি।

২৫৩ প্রতিসরে—বৃত্তাকারে, মালার ছড়ার মত।

৫১৫ চতুস্কন্ধ—চতুরঙ্গ, সৈন্য ; ১ম সংস্করণে "চতুরঙ্গ" ছিল।

৫৪৫ সেনা—দেবসেনা, কার্ত্তিকেয়ের পত্নী।

৩ : ১ তুরাসাহ—ইন্দ্র।

২ প্রচেতাঃ—বরুণ।

৩১ রম-উরসে—রমণীর বক্ষে।

৩৫ সদানন্দ সম—মহাদেবের মত।

৪৪ অন্তরিত—অন্তর্নিহিত।

৪৯ অশনায়—ক্ষুধায়।

৫২ পরমত্তকারী—প্রমত্তকারী।

৬০ ব্রহ্মার নিসর্গধারী—ব্রহ্মার স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্ত্বগুণময়।

২২০ ধায়ে—ধাইয়া।

২৬১ কৃত্তিকাকুলবল্লভ—"বল্লভ" সন্তান অর্থে, কৃত্তিকাকুলবল্লভ—কার্ত্তিকেয়।

২৭৭ বসু-পূর্ণাগার—ধনপূর্ণাগার।

২৭৯ মদন—বিভ্রমকারী।

৩৩৬ পুটে—পুটপাকে।

৪৭২ শ্বসন—বায়ু।

৬০০ পুষ্পলাবী—পুষ্পচয়নকারিণী, মালিনী।

৬০৪ রাগিলা—রঞ্জিত করিল।

৪ : ৪ জগদম্বে—জগন্মাতা, সরস্বতী অর্থে (সম্বোধনে)।

৯৭ দীদিবি—দীপ্তিসম্পন্ন।

৩৭০ স্বর—স্বর্গ।

৪০৭-৮ মধুমতী পুরী—মৌচাক।

৫৮৮ সুনাসীর—ইন্দ্র।

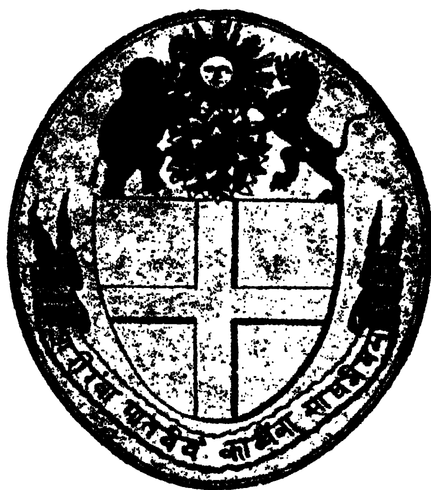
৬০৯ শুচি—অগ্নি।

মেঘনাদবধ কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫০

মূল্য দুই টাকা বারো আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৫—১০।৯।৪৩

ভূমিকা

'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি। তাঁহার আর কোনও রচনা যদি উত্তরকাল পর্য্যন্ত না পৌঁছিত, তাহা হইলেও শুধু এই একখানি কাব্যের সাহায্যে তিনি অমরতা লাভ করিতেন।

এই কাব্য রচনা ও প্রকাশের কোনও বিস্তৃত ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না; মধুসূদনের চিঠিপত্র হইতে যে খবর পাওয়া যায়, তাহা এই।—

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ৬ নং লোয়ার চীৎপুর রোড হইতে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—

> The subject you propose for a national epic [সিংহল বিজয়] is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with *vira ras* (বীররস). Let me write a few Epiclings and thus acquire a *pucca* fist...
>
> I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৩১১-১৩, ৩১৬।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র রচনা তখন শেষ হইয়াছে, কিন্তু পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। মে মাসে উহা প্রকাশিত হয়। মধুসূদন যে পরীক্ষার ছলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' আরম্ভ করিয়াছিলেন, উপরের পত্রাংশে তাহার আভাস আছে।

ঐ বৎসরের ১৫ মে তারিখে রাজনারায়ণকে লেখা মধুসূদনের একটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই—

> I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you

like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৩১৮।

১৪ জুলাই মধুসূদন লিখিয়াছেন—

I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours ; I am at times as lazy a dog as ever walked on two legs ; but I have fits of enthusiasm that come on me, occasionally, and then I go like the mountain-torrent !...

...let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity !—'জীবন-চরিত', পৃ. ৩২৪-৫।

পরবর্ত্তী কয়েকটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা সম্বন্ধে অনেক খবর লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল পত্রের অধিকাংশ তারিখহীন। এইগুলি হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কিত অংশগুলি সঙ্কলন করিয়া এই ভূমিকায় পরে যোজিত হইয়াছে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্টের পত্রে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছেন—

I am *so* happy you like my Meghanad. I mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second, and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the second Book will *enchant* you ! The name is "বরুণানী," but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৩৩১।

রাজনারায়ণকে লিখিত ইহার পরের তারিখ-যুক্ত পত্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্টের। মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দুইখানি পত্রে 'মেঘনাদ-বধ' রচনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর

...But I must first finish my *Meghanada*. That will take me some months.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৪৬৮।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি

The first five books of Meghanada are ready ; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.—'জীবন-চরিত', পৃ. ৪৭১।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায়, 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই তারিখের পূর্ব্বেই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের ২২ পৌষ (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি) 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্র হইতে এই তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম খণ্ড প্রথম পাঁচ সর্গ লইয়া ; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৩১। আমরা প্রথম সংস্করণ প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই ; আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড দেখিয়াছি। সুতরাং আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড (৬ হইতে ৯ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে ; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৭। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

মেঘনাদবধ কাব্য। / দ্বিতীয় খণ্ড। / শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / "—কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ, / মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" / রঘুবংশঃ। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক / ভবনে ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। /

দিগম্বর মিত্র (রাজা) প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করেন বলিয়া মধুসূদন তাঁহাকে এই কাব্য উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ ছিল—

মঙ্গলাচরণ।

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ

উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্যকুসুম তাঁহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যবিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সংক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

কলিকাতা
২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল।

দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

বৎসরাধিক কালের মধ্যেই এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুন তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) আমরা দেখিতে পাই:

> Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months. —পৃ. ৫২৮।

এই পত্র লিখিবার পাঁচ দিন মাত্র পরে ৯ই জুন তারিখে "ক্যাণ্ডিয়া" জাহাজযোগে মধুসূদন ইউরোপ যাত্রা করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ("a *real* B. A.") সম্পাদিত সটীক 'মেঘনাদবধ কাব্য' দুই খণ্ডে যথাক্রমে ১২৬৯ ও ১২৭০ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে "মঙ্গলাচরণে"র তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়া "২৫ সে ভাদ্র, সন ১২৬৯ সাল" করা হয়। হেমচন্দ্রের "মুখবন্ধে"র তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯—অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণ—প্রথম খণ্ড ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, মধুসূদন তখন বিদেশে। দ্বিতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল—১ম খণ্ড, ৶০+১৫১; ২য় খণ্ড ১২৮। "বঙ্গভূমির প্রতি" ("রেখো, মা, দাসেরে মনে") কবিতাটি প্রথম খণ্ডে "মুখবন্ধে"র শেষে

মুদ্রিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের এই "মুখবন্ধ" পরবর্ত্তী কালে চতুর্থ সংস্করণ হইতে আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া "ভূমিকা" নামে প্রকাশিত হয়; এই পরিবর্ত্তনের তারিখ ১৩ই আশ্বিন, ১২৭৪ সাল (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭)। বর্ত্তমান সংস্করণে এই "ভূমিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। "মুখবন্ধে" হেমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র লোকপ্রিয়তা বুঝা যায়। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> পুত্র মুখাবলোকন করিলে নবপ্রসূতা স্ত্রীর যেরূপ সুখোদ্বোধ হয়, গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে গ্রন্থকর্ত্তারও তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হইয়া থাকে; আর যেমন সেই শিশুসন্তান বাল্যনিবন্ধন রোগ পীড়া অতিক্রম করিয়া যৌবন প্রাপ্ত ও যশস্বী হইলে মার আর আনন্দের সীমা থাকে না, লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থমালা সন্দর্শনে গ্রন্থকর্ত্তাও যার পর নাই সুখী হন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি আজি মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতার অপ্রমেয় সন্তৃপ্তি অনুভব করিতে না পারেন? অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকালের মধ্যে এই অন্ত্যযমকপ্লাবিত দেশে এমন ব্যাপক যশোলাভ করিবে এ কথা কার মনে ছিল? কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে সেই অসম্ভাবিত ফল আজি মাইকেল মধুসূদনের জন্য ফলিয়াছে। বৎসরেক মাত্র হইল এই গ্রন্থ প্রথমবার মুদ্রিত হয় কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই ১০০০ খণ্ড পুস্তক পর্য্যবসিত হইয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল—কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; এমন কি, লেখক স্বয়ং এক মাস পূর্ব্বে গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করে নাই। কিন্তু সে দিন আর নাই।

মধুসূদন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাব্যের আর সংস্করণ না হইবার কারণ সম্ভবতঃ কবির অনুপস্থিতি। তাঁহার কলিকাতায় পদার্পণের ছয় মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় (২১ আগস্ট ১৮৬৭); পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৪৮। এই সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানা যায় না; সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণেরও মাত্র প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছিল। চতুর্থ সংস্করণ বাহির হয় ৩রা ডিসেম্বর ১৮৬৭ (পৃ. ১৭২) এবং পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় ১৬ মার্চ ১৮৬৯ (পৃ. ১৭২)। হেমচন্দ্রের পরিবর্ত্তিত

"ভূমিকা" চতুর্থ সংস্করণ হইতেই বাহির হইতে থাকে।* ষষ্ঠ সংস্করণে সম্পূর্ণ কাব্যখানি দুই খণ্ড একত্রে (পৃ. ৩২০) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের জীবিতকালে আর কোনও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি।

তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুসূদন এই গ্রন্থের "মঙ্গলাচরণ" বা উৎসর্গপত্রটি বর্জ্জন করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি দিগম্বর মিত্রের নিকট হইতে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফলেই এইরূপ হইয়া থাকিবে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুসূদনের পত্রাবলীতে অনেক জ্ঞাতব্য ও কৌতূহলপ্রদ সংবাদ আছে। আমরা 'জীবন-চরিত' (৪র্থ সং) হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া নিম্নে একত্র সন্নিবিষ্ট করিতেছি—

১। মধুসূদন রাজনারায়ণকে—১৪ জুলাই, ১৮৬০

...You know I am "smit with the love of sacred song." There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad. If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto! It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why! I shall burn it without a sigh of regret.—পৃ. ৩১৩।

* 'মধু-স্মৃতি'তে (পৃ. ১৭৮) নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "তৃতীয় সংস্করণে হেমচন্দ্র উপরিউক্ত সমালোচনা পরিবর্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন।" ইহা যে ভুল, তাহা এই ভূমিকার তারিখ ও তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ-কাল দেখিলেই বুঝা যায়।

২। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benefit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the Second Book of মেঘনাদ! These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি,
সাবদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি,
মেঘনাদ ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
(কি না তুমি জান সতি ?) বাঁধেন কুমারে,
বজ্রীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে ?
মদন সর্ব্বদমন। যে বীরকেশরী—
বাহুত্রাসে বৃত্রাসুর-অরি, বজ্রপাণি,
কাতর, কন্দর্প, তার বীরদর্প হরি,
প্রেমডোরে বাঁধি দূরে রাখেন কৌতুকে।
মায়াময় মায়াসুত-বিদিত জগতে।

You will at once see whom I imitate :

"Who of the gods impelled them to contend ?
Latona's son and Jove's..."—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

"Who first seduced them to that foul revolt ?
The infernal serpent."—Book I.—পৃ. ৩২৭-২৮।

৩। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Here is the First Book of the Meghanad. I hope you will find the writing legible ; you need not return the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving old boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog ! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough lines.

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes" ; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon ; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."...

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of Meghanad. I have since changed my mind, and the second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well ! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu ! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust, are, by this time, great admirers of Blank Verse ! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says :—"I read your book with feelings of

admiration and have no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a Banian's assistant in a mercantile firm.—পৃ. ৩২৯-৩১।

৪। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Several weeks ago I forwarded to your address the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it ? I hope the packet reached you safe....

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic ; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. I also intend to publish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the Poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up to it. Did I tell you that Babu Degumber Mitter (of whom you have no doubt heard) has promised to coach the work through the press in a pecuniary point of view ? In this respect, I most thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my idle things find Patrons and Customers.—পৃ. ৪৭৬-৭৭।

৫। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

You will have by this time reached the old nest. Pray, write to me about Meghanad. I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad, will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI. Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him. However you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The Poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton ; many say it licks Kalidasa ; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil,

Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets : Milton is divine.

Do write to me what you think, old man. Your opinion is better than loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies, I understand, are reading the book and crying over it. You ought to put your wife in the way of reading the verse.—পৃ. ৪৭৯-৮০।

৬। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with you, old man? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prosanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers.*

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Babu Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it. S— told me the other day that he (Babu D.) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man," meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpur Road, and "that his imagination goes as far as imagination can go."

But all this literary news you don't deserve to have, for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage, though with an unaltered love for you.

Yours Ever Michæl M. S. Dutt.

P. S. I have get acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name! What a nice

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এই মানপত্র ও তদুত্তরে মধুসূদনের বাংলা বক্তৃতা সংগৃহীত ও "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র ২৩শ সংখ্যক গ্রন্থ 'মধুসূদন দত্তে'র ৫১-৫৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

man! He has promised to criticise Meghanad not publicly but for my special benefit.—পৃ. ৪৮০-৮১।

৭। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

The second and last part Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose,...I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict—you know you give very useful hints—yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his school call the Book III—Promila's entry into the city—"The most magnificent." My printer Babu I. C. Bose (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bhrarat) and his friends stick out for the I. Book. Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank Verse. A great victory that, old boy....

I have already heard myself called both "Milton and Kalidas." How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my own way, I shall do better; for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the

wide field of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.—পৃ. ৪৮১-৮৩।

৮। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book —one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall never again attempt anything in the heroic line. Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age. O! that you were with me, my dear fellow! Wouldn't we sit together and read? Wouldn't we? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic. The other day Babu I. C. Bose, my printer, fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Lakshana. But I won't tantalise you.—পৃ. ৪৮৪-৮৫।

৯। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

There is no accounting for taste. Jotindra and his men are for Book III. which they pronounce to be 'splendid.' There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplimentary. He who is "beautiful," "tender" and "pathetic," with a dash of "sublimity," is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoribg him. Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the reader to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII. and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply poring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English ;—

"I am reading a new poem, Sir !" "A poem !" I said "I thought there was no poetry in your language." He replied—"why, sir, here is poetry that would make any nation proud."

I said "well, read and let me know." My literary shop-keeper looked hard at me and said "sir, I am afraid you wouldn't understand this author." I replied, "Let me try my chance." He read out of Book II. that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Shiva, and Rati says to him.

"• • • দাঁড়ালে বামোরে
আর আসি তব পাশে, হে রতিরঞ্জন !"

How beautifully the young fellow read. I thought of the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked me where I lived ? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank Verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir. It is the noblest measure in the language."
—পৃ. ৪৮৬-৮৮ ।

১০ । মধুসূদন রাজনারায়ণকে

We are now printing the last Book (IX) of Meghanad. So you may expect him by the beginning of the next month (English)....

We have just got over the noise of the Mohorrum. I tell you what ;—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it ? People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble ; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination ; he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about *Pramila's* entry into *Lanka* in the III Book surprized him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet ! But *De gustibus non est disputandum.*—পৃ· ৪৮৮-৮৯ ।

১১ । মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Last evening I got a copy of the new Meghanad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me ; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapur Pedagogue....

...Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী ; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ ।

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা. Read—

আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী

And then

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

and the passage assumes quite a different tone of music—

"আইলা সুচারু তারা, শশীসহ হাসি
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন কোন ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা।"

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines,

"And whisper whence they stole
Those balmy spoils"—

of Milton, and the lines

"Like the sweet south,
That breathes upon a Bank of violets
Stealing and giving odour"—

of Shakespear. Is not the "চুম্বন" a more romantic way of getting the thing than "stealing" ?

* * * *

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful.—পৃ. ৪১০-১২।

১২। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours, are equally anxious with me to hear what the great Midnapur-Schoolmaster has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again....

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrojit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not ? You must point them out and that too before I begin another.—পৃ. ৪১৩-১৪।

১৩। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

Your criticism has been rather extensively read among our common friends, and somewhat severely criticized ; some don't

like your remarks on the descriptions of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake. Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language."—পৃ. ৫২৫।

১৪। মধুসূদন রাজনারায়ণকে

...Besides, I could not get any one to copy the second book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is so full of bad spelling that I do not know whether you will be able to make anything of it. But you are a first-rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extraordinary to see the name শিব written শীব or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel half-tempted to use the words of Alfieri and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be reminded of the Fourteenth Illiad, and I am not ashamed to say that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart I begin to believe that this Meghanad is growing up to be a splendid Poem! I fancy the versification *more melodious* and *Virgilian* and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather *roughish* elevation of its predecessor. But I must leave you to judge for yourself.—পৃ. ৪১২-১৩।

রচনার প্রায় আরম্ভকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত বিভিন্ন মনীষী, কবি ও সমালোচক কর্ত্তৃক 'মেঘনাদবধ কাব্য' যে ভাবে আলোচিত হইয়া আসিয়াছে, কোনও বাংলা কাব্য লইয়া এত অধিক আলোচনা হয় নাই। এই কাব্য মাত্র দুই সর্গ লিখিত হইবার পরে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ বসু যে সমালোচনার সূত্রপাত করেন, আজিও তাহার শেষ হয় নাই।

মেঘনাদবধ কাব্য

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ষষ্ঠ সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

(লেখক মহোদয় কর্ত্তৃক সংশোধিত।)

মেঘনাদবধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন। অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্প কালের মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে এ কথা কাহার মনে ছিল, কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্লভ যশঃ-প্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল—কতই নিন্দা করিয়াছিল; অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য্য—বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয় তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা যত্ন—পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত, এক্ষণে এ সকল কথা আর তত শুনা যায় না; এবং যাঁহারা পূর্ব্বে কোন ভাষায় কখন অমিত্র-ছন্দ পাঠ করেন নাই তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার কারণ কি? বাগ্দেবীর বীণা-যন্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, না, সুমধুর কবিতারস পানে মত্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করেন না। এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে কবিতা কি, এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয় ইহা স্থির করা আবশ্যক। সামান্যতঃ ভাষামাত্রেই গদ্য এবং পদ্য দুই প্রকার রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজন-বিশিষ্ট শব্দবিন্যাসের নাম পদ্য, আর যাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই তাহাকে গদ্য কহে। এবং পদ্য রচনার নিয়মও কোন কোন ভাষায় দুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত পদ সংযুক্ত পদ্য।

কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ্য রচনা হউক কবিতার প্রকৃত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কোন গ্রন্থই কাব্যের শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার স্বরূপ, কারণ গদ্য রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতা রসাস্বাদনের সম্যক্ সুখ অনুভূত হয়;—ইহার দৃষ্টান্তস্থল কাদম্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অন্য কোন কারণ আছে। সে কারণ কি?

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ;—ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি, প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার প্রাচুর্য্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকর্ত্তা যে অসামান্য কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়—সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কীর্ত্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে তৎসমুদায়ই করুণা কিম্বা আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রৌদ্র-রসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার কত দূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।

ইন্দ্রজিতবধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারম্বার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি বঙ্গবাসী হিন্দু সন্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে অভিনবকায়া সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন এদেশে এমন হিন্দু সন্তানও কেহ নাই।

সত্য বটে কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ সমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রকলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব, দানব, মানব মণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময় কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন ইহার বিচিত্রতা কি!

অত্যুক্তিজ্ঞানে এ কথায় যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা হয় তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিবেন ; তখন বুঝিতে পারিবেন মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি ;—তাঁহার কাব্যোদ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলা-তরঙ্গ ; কখন তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন এবং কখন বা নবনিকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরি দর্শন, পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চর্য্য কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এত দিন কবিকুলের চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে কেহ বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্তপ্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহার সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই ; এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এত দিন সজীব রহিয়াছে ! কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা করেন ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয় তাদৃশ ভাব তাহাতে কই ? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গবেগ কই, বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশোজ্জ্বল বর্ণনাছটা কোথায় ? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায় ; বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গতর্জ্জন নাই ; মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ নয়ন এবং শ্রবণ তৃপ্তিকর।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথম-মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভর্ৎসনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দ-প্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা-গর্জ্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে

মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমার এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে মেঘনাদবধের শব্দ-বিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য্য, এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্ব্বে আমি ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারম্বার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয় কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য তূরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক;—ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে মনে করিবেন না যে মাইকেলের রচনাকে আমি নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁহার রচনার কতকগুলি দোষ আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতা জনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়—বিশেষ্য বিশেষণ, সংজ্ঞা সর্ব্বনাম, এবং কর্ত্তা ক্রিয়া সম্বন্ধ—তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেক স্থলে অস্পষ্টার্থ দোষ জন্মিয়াছে,—অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। তিনি উপর্য্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বত্রে উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ। প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা যথা "স্বরিলা" "শান্তিলা" "ধ্বনিলা" "মর্ম্মরিছে" "দ্বন্দ্বিয়া," "স্বনি" ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ। বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে। যথা

"কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে!——"
"নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক;——"
"হেন কালে হনূ সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে।——"
"রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র।——"
"দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে, কুসুম-অঞ্জলি—
আবৃত;——"

এই সকল স্থলে "গায়ক," "শিবিরে," "বীরেন্দ্র," "আবৃত" শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে।

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত ; কিন্তু, এরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

ফলতঃ

"গাঁথিব নূতন মালা——
রচিব মধুচক্র, গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই "নূতন মালা" চিরকালের জন্য যে তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আবশ্যক।

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্য-রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরাজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ্য বিরচিত হয় ; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না।— সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অনুসারে বঙ্গভাষায় পদ্য রচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে, ছন্দ-অনুসারে, শ্বাসপতন করিতে হয় ; এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে ; আপাততঃ বোধ হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ ; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই বুঝা যায় যে শব্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলিত শব্দ পূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, যথা।—

——"হেরিলাম সরোবরে
কমলিনী বাদিয়াছে করি।"—১
"আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?"—২

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
স্থমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?"—৩
"শুনি গুণ গুণ ধ্বনি তোর এ কাননে
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে যে বিষাদে।"—৪
"এস সখি তুমি আমি বসি এ বিরলে
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;"—৫ ইত্যাদি

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ রচনারও এই প্রণালী, অতএব অমিত্রচ্ছন্দ বলিয়া কাহারো কাহারো তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাগ্মিতগুার আড়ম্বর কেন, বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন ; কারণ বিরাম যতি অনুসারে পদ বিন্যাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম, কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদি ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয় তাহার শেষ পর্য্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্ব্বত্রেই একরূপ বিরাম যতি থাকে, মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাঙিয়া সকলের বিরাম যতির নিয়ম একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই। স্থতরাং কোন পংক্তিতে পয়ারছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দ্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় এবং আট এবং কখন বা এক পংক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে। যথা—

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী—১
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা—২
নারী-দেশে ; দেবদত্ত শংখনাদে রুষি—৩
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—৪
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;—৫
বাহিরিল বামাদল বীর মদে মাতি,—৬
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্ম্মুক টংকারি ;—৭
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে !—ঝক্ ঝক্ ঝকি—৮
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী !—৯
মন্দুরায় হেসে অশ্ব ; উর্দ্ধকর্ণে শুনি—১০
নূপুরের রুণ রুণি, কিঙ্কিণীর বোলী,—১১
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী,—১২

বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,—১৩
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি—১৪
দূরে !—রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে—১৫
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি—১৬
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে ।—১৭

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইবে যে ১, ৪, ৫, ৬, ৭, [৮,] ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, পংক্তির পদবিন্যাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দ্দশ মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় পংক্তিতে "আসি" "উতরিলা" "নারীদেশে" এবং "ঋষি" শব্দের পর দশম অথবা চতুর্থ মাত্রার পর, এবং ১৫শ পংক্তিতে "দূরে" "শৃঙ্গে" ও "কন্দরে" শব্দের পর বিশ্রাম যতি স্থাপিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেল প্রণীত অমিত্রচ্ছন্দ রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাস পতন করাই এই ছন্দ আবৃত্তি করার কৌশল।

প্রকারান্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে কি না সে একটি স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশুদ্ধ প্রণালী। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দরচনা হইতে পারে, এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুসুম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে ; কিন্তু বোধ হয় যে যত দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ-অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয় তত দিন সে প্রণালীতে পদ্যরচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র—ইহা ছন্দকুসুম গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠকমহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরন্তু যদি কখন বঙ্গভাষার প্রকৃতির তত দূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্ত্তী হন তবে সে প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় তৎপক্ষে সংশয় নাই।

পরিশেষে গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ে গুটিকত কথা বলিলেই হয়।*

ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীরবর্ত্তী সাগড়দাঁড়ী গ্রামে ৺রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবী দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কলিকাতা সদর-দেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন।

* গ্রন্থকারের স্বহস্ত-লিখিত লিপি দৃষ্টে এই অংশ লিখিত হইয়াছে।

ইঁহার মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইঁহার পিতা ইঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষপ্স-কালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মান্দ্রাজে গমন করেন। মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনার দ্বারা ত্বরায় সুখ্যাতি লাভ পূর্ব্বক তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক বাঙ্গালা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি এতগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন ;—

১ম, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা। ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলী।

পরম্পরায় শুনা গিয়াছে ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এক্ষণে তাঁহার রুচির সমূহ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন ; জগদীশ্বর করুন ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বীয় উন্নতি সাধন, ও স্বদেশীয়দের মঙ্গল বর্দ্ধন এবং মনোরঞ্জন করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করেন।

ভবানীপুর।
১৩ আশ্বিন ১২৭৪ সাল।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।

২। বীরবাহু—রাবণের পুত্র। তিনি অতিশয় যোদ্ধা ছিলেন।

৫—৬। রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি—রাক্ষসবংশশ্রেষ্ঠ রাবণ।

৬—৮। কি কৌশলে ইত্যাদি—ঊর্ম্মিলাবিলাসী লক্ষ্মণ কি কৌশলে রাক্ষসকুলভরসাস্বরূপ বাসববিজয়ী মেঘনাদকে বধ করিয়া বাসবকে নির্ভয় করিলেন।

১১—১৫। যেমতি, মাতঃ, ইত্যাদি—পুরাণে লিখিত আছে যে, কবিগুরু বাল্মীকি যৌবনাবস্থায় অতি দুরাচার এবং দুর্বৃত্ত ছিলেন। কোন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা ঋষিরূপ ধারণ

কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে !
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে ?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে

পূর্ব্বক তাঁহাকে অনেক ভৎর্সনা করাতে তিনি অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি স্নান করিয়া আপন আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন ব্যাধ তাঁহার সমক্ষে কামক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বাণাঘাতে বধ করিল। তিনি এতাদৃশ ক্রূরাচরণ দর্শন করিয়া সরোষে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।"

ওরে নিষাদ, তুই অকারণে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিলি, অতএব এই পৃথিবীতে তুই কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না।

সেই শুভক্ষণ অবধি ভূভারতে কবিতার সৃষ্টি হইল। এ স্থলে গ্রন্থকার সরস্বতীর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, যে তিনি যেমন কামাসক্ত ক্রৌঞ্চের নিধনাবসরে বাল্মীকির রসনাগ্রে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন, তেমনি যেন এ গ্রন্থকারের প্রতিও সানুকম্পা হন। এই কাব্য খানির অনেক স্থল বাল্মীকিকৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, এই হেতু কবি বাল্মীকীর ভারতীকে আরাধনা করিতেছেন। ক্রৌঞ্চবধূ সহ—অর্থাৎ ক্রৌঞ্চবধূ সহবাসী।

২—৪। নরাধম আছিল ইত্যাদি—যে নরাধম যৌবনকালে দস্যুবৃত্তিরত ছিল (অর্থাৎ বাল্মীকি) সে এক্ষণে তোমার প্রসাদে অমর হইয়াছে।

৪। মৃত্যুঞ্জয়—অমর। মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি—মহেশ্বর।

৫—৬। রত্নাকর—কবিগুরু বাল্মীকির পূর্ব্ব নাম। রত্নাকর—সাগর।

৮। হায়, মা, ইত্যাদি—আমার এমন কি পুণ্য আছে যে কবিগুরু বাল্মীকির ন্যায় তোমার প্রসাদ লাভ করি ?

মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
    কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারি দিকে
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে!

২। উর—আবির্ভূত হও।

৫—৬। মধুকরী কল্পনা—রূপক অলঙ্কার। কবিকল্পনাও যেন একজন দেবী।

১৭। ফণীন্দ্র—বাসুকি। ১৯। ঝলি—ঝল ঝল করিয়া। ২২। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ।

২৩। রতনসম্ভবা বিভা—রত্ন-সমূহ হইতে যে আলোকের উৎপত্তি হয়।

সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় ; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে !—
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি ! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি ! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে !
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে ?
  এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে

৮। শূলপাণি—যাহার হস্তে শূল।

১০। কাকলী—দূরস্থিত বস্তুসমূহের একত্রীভূত মৃদুধ্বনি।

১১। বাঁশরী ইত্যাদি—গোকুল বিপিনে বাঁশরীস্বর যেরূপ মনোহর, বায়ু দ্বারা আনীত কাকলীলহরী তদ্রূপ মনোহর।

১৭। তিতিয়া—ভিজিয়া।

একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,

অকালে আমার দোষে ? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ? হায়, সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?"
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে ।
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,

১৩। দেউটী—প্রদীপ। ১৯। অন্ধরাজ—ধৃতরাষ্ট্র।
২১। যে দিবস জয়দ্রথ বধ হয়—দ্রোণপর্ব্ব।
২২। সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ—মন্ত্রিকুলপ্রধান বিজ্ঞজন।

রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে!
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"হায়, লঙ্কাপতি,

৪। অভ্রভেদী—আকাশভেদী। ১০। অমাত্যপ্রধান—মন্ত্রিকুলশ্রেষ্ঠ।
১৪। বৃন্ত—ফুলের বোঁটা। ১৭। কুবলয়—পদ্ম।
১৪-১৭। হৃদয়-বৃন্তে ইত্যাদি—মৃণাল হইতে পদ্ম ছিঁড়িয়া লইলে যেরূপ মৃণাল জলে মগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ হৃদয়স্বরূপ বৃন্তে প্রস্ফুটিত পুত্রস্বরূপ কুসুমকে ছিঁড়িয়া লইলে হৃদয় শোক-সাগরে মগ্ন হইয়া যায়।

কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!—
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুতঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্। কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে

৩। মদকল—মদমত্ত।
৯। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। পবনপথ—আকাশ।
১৩। পশিলা—প্রবেশ করিল।
১৮। কলম্ব—তীর।

খচিত,"——এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে ! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত ! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে !—
আর কি কহিব, দেব ? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি ! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।

৫-৬। সন্দেশবহ—দূত। ১১। হর্য্যক্ষ—সিংহ। ১৬। ভাতিল—দীপ্তিমান্ হইল।
১৭। চর্ম্ম—ঢাল। ১৮। কম্বু—শঙ্খ। অম্বুরাশি—সমুদ্র।

ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।”
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; “সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।”
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারি দিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃ-ছটা ;
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষুঃ-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ

২। পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা—পৃষ্ঠে অস্ত্রের দাগ নাহি।
আমি সম্মুখ যুদ্ধ করিয়াছি সুতরাং বক্ষঃস্থল ক্ষত হইয়াছে।
পলায়ন করি নাই সুতরাং পৃষ্ঠে অস্ত্রের চিহ্ন নাই।

১৪—১৫। দিনমণি অংশুমালী—উভয় শব্দের অর্থ সূর্য্য। কিন্তু এস্থলে পুনরুক্তি নিবারণার্থ অংশুমালী বিশেষণ পদ ; অর্থ, অংশু অর্থাৎ কিরণজাল যাহার গলদেশে মালাস্বরূপ।

১৫—১৬। কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—কাঞ্চন-নির্ম্মিত-সৌধ অর্থাৎ অট্টালিকা যে লঙ্কার কিরীট স্বরূপ হইয়াছে।

দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগত যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে !
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,

১৮। কঞ্চুক—সর্পচর্ম্ম। ২০। অবলেপে—গর্ব্বে।

মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাসে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতে!
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,

৬। ভীমাসমা—চণ্ডীর সদৃশী।

পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষীদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
  মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী ;—

১—৪। যেরূপ শীষস্বরূপ সুবর্ণ-চূড়া-মণ্ডিত শস্য কৃষকের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ ইত্যাদি।

৭—৯। হিড়িম্বা—রাক্ষসী, ভীমসেনের প্রণয়িনী। স্নেহনীড়—জননীর ক্রোড়দেশ শিশু-পক্ষে নীড় অর্থাৎ বাসাস্বরূপ। গরুড়—গরুড়-সদৃশ বলবান্। ঘটোৎকচ—ভীমসেনের হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র। কালপৃষ্ঠ—কর্ণের ধনুঃ। একাঘ্নী—মহা-অস্ত্র বিশেষ। এই অস্ত্র কর্ণ পার্থকে মারিবার হেতু যত্নে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের অনুরোধে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত করেন। ১৭। এ বজ্র-আঘাতে—বজ্রস্বরূপ এ পুত্রশোকাঘাতে।

পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগত-পিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র-কেশরী !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?”
  এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু ; রাজপথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
  অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি ;—
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম

৮। মকর—জলজন্তু বিশেষ। ১১। ফণিবর—বাসুকি।
১৬। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ। ১৯। প্রচেতঃ—হে বরুণ।
২৪। প্রভঞ্জন—পবন।

ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"
  এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্র মিত্র, সদাসদ্-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !
হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।

১। নিগড়—শৃঙ্খল। ৩। শৃঙ্খলিয়া—শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া।
৫। বীতংস—মৃগপক্ষীদিগের বন্ধনোপকরণ—ফাঁদি।
২১। কিঙ্কিণীর বোল—অলঙ্কারসমূহের শব্দ।
২৩। চিত্রাঙ্গদা—রাবণের একজন মহিষী, বীরবাহুর জননী।

আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে ! শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,

১। কবরী—কেশপাশ, চুল। ২। হিমানী—হিমসমূহ। ৫। পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র।
৯। সুরসুন্দরী—বিদ্যুৎ। সুরসুন্দরীর রূপে—বিদ্যুতের ন্যায়।
১২। আসার—বৃষ্টিধারা। জীমূত-মন্দ্র—মেঘধ্বনি।
১৬। নিষ্কোষিলা—নিষ্কোষ করিলা অর্থাৎ খাপ হইতে বাহির করিলা।

তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে !
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"

২০—২১। হায়, দেবি, ইত্যাদি—যেরূপ বনদেশে প্রবলতর বায়ু বহিয়া শিমুল-শিম্বী অর্থাৎ তুলার পাবড়ী সবলে ফুটাইলে ইত্যাদি।

নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—
“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?”
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—“দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে

১। নীরবিলা—নীরব হইলা।
১৫। বীরপ্রসূন—বীরকুল-কুসুম-স্বরূপ। প্রসূ—জননী।
২২। সরযূ—অযোধ্যা-দেশে নদী-বিশেষ। ইহার আর একটী নাম ঘর্ঘরা।

যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !”
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। “এত দিনে” (কহিলা ভূপতি)
“বীরশূন্য লঙ্কা মম ! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি !
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !”
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,

৩। কাকোদর—সর্প।
১৯। অরাবণ ইত্যাদি—হয়ত অদ্য আমি রামকে মারিব, নয় রাম আমাকে মারিবে।
২৩। কর্ব্বুরবৃন্দ—রাক্ষস-সমূহ।

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি ; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে

১। দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস—দেবতা, দৈত্য, মনুষ্য, ইহাদিগের ভয়ের হেতু।

২। বারী—গজ-গৃহ। ৩। মন্দুরা—অশ্বালয়। ৫। মুখস্—লাগাম।

৬। ব্রজ—সমুদায়। ৭। শিরস্ক—পাগড়ী।

৭—৮। ভাস্বর—দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল। পিধান—আচ্ছাদন, আবরণ, (তরবারি পক্ষে) খাপ। ১০। আয়সী—লৌহ-আবরণ।

১১। নিষাদী—মাহুত। ১২। বজ্রপাণি—ইন্দ্র। সাদী—অশ্বারূঢ়।

১৩। ভিন্দিপাল—অস্ত্রবিশেষ। ১৪। পরশু—কুঠার। ১৭। কেতন—ধ্বজা।

রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে !
  টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে ;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে ! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে ;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে ! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে।

১। হয়ব্যূহ—অশ্বসমূহ। হেষিল—হেষারব করিল। অশ্বধ্বনির নাম হেষা।
৩। কোদণ্ড—ধনুঃ। ৮। বারুণী—বরুণ-স্ত্রী। ১০। আরাব—রব ; ধ্বনি।
১৩। জলেশ পাশী—এ স্থলে উভয় শব্দেরই বরুণার্থবাচকতা প্রযুক্ত পুনরুক্তিদোষের সম্ভাবনা। অতএব তন্নিবারণার্থ উভয়ের মধ্যে একটিকে বিশেষ্য, অপরটিকে বিশেষণ কল্পনা করিতে হইবেক। জলেশ—জলের ঈশ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা। পাশী—পাশ নামক অস্ত্রধারী। বরুণের অস্ত্রের নাম পাশ।

হাসিয়া কহিলা দেব ;—অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা ;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে ;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বারগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ ;—"সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটী দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা

৮। কল কল রবে—বারুণীর সখীর নাম মুরলা। মুরলা, নদীবিশেষ। সুতরাং তাহার কল কল রবেই উত্তর করা স্বভাব।

১২। লাঘবিতে—লাঘব করিতে। ২২। গৃহে—স্বগৃহে। বৈকুণ্ঠধামে।

সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা!
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা

১—২। রজঃ-কান্তি-ছটা-বিভ্রম—সফরীর (পুঁটী মাছের) শরীর দেখিলে, বোধ হয়, যেন বিধাতা তাহাকে রজঃ (রৌপ্য) দিয়া গড়িয়াছেন। বিভাবসুরে—সূর্য্যকে।

১১। ধনদ—কুবের।

১৭। যেমন পূর্ণচন্দ্রের তেজে জোনাকীব্রজ হীনতেজাঃ হয়, তদ্রূপ লক্ষীর রূপের আভায় দীপসমূহ হীনতেজাঃ হইয়া জ্বলিতেছে।

তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে ;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে ?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা ; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব ? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম ? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে ?
রমার আশার বাস হরির উরসে ;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে ?
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী ?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী ;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটী, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি ;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না ;—"হায় লো স্বজনি,

১৩। উরসে—বক্ষঃস্থলে। ২৩। পাশী—পাশ-অস্ত্রধারী বরুণ।

দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে !
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি।
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা-কুল-রোদন ! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী !"
সুধিলা মুরলা ;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে ?" উত্তরিলা মাধব-রমণী ;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী ; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,

২। যাদঃ-পতি—সাগর। রোধঃ—তট। চল—চঞ্চল। ঊর্ম্মি—তরঙ্গ।
৫। অতিকায়—রাবণের পুত্র। ২১। দুকূল—পট্টবস্ত্র।
২৩। কাঞ্চী—মেখলা, কটিভূষণ।

কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্বণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে ?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না ;—
"হায়, সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
মহারথীকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,

৪। চক্রনেমি—চক্রের নেমি অর্থাৎ পরিধি। ৬। দন্তী—হাতী। দণ্ডধর—যম।
৭। দণ্ডধর যথা কালদণ্ড—যম যেরূপ কালদণ্ড আস্ফালন করেন। নিক্বণ—যন্ত্রধ্বনি।
১০। বাতায়ন—জানালা। ১৪। ত্রিদিব-বিভব—স্বর্গের ঐশ্বর্য্য। ১৬। স্বরীশ্বর—ইন্দ্র।
২২। মহারথী—অতি যুদ্ধবিশারদ। অস্ত্র-শস্ত্র-প্রবীণ যে যোদ্ধা একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন।

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি !
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষ্বেড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি !
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি ! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন ! অন্যান্য যত কত আর কব ?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী ; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে ?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে ?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী ;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে,
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।

৫। প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহধনুঃ। ১৫। বৈশ্বানর—অগ্নি

নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কৰ্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
  প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে!
  উতরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
  কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিত। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—

৯। প্রাক্তন—অদৃষ্ট।

১২। শিখণ্ডিনী—ময়ূরী। আখণ্ডল-ধনুঃ—ইন্দ্রের ধনুঃ। ইন্দ্রের ধনুতে যে সকল নানাপ্রকার রত্ন-আভা লক্ষিত হয়, সেইরূপ আভাতে ইত্যাদি। মঞ্জু—সুন্দর, মনোরম। মুরলার গৌরবর্ণ, নীল বস্ত্র এবং মণিময় স্বর্ণালঙ্কার সকলের একত্রীভূত আভা ইন্দ্রধনুঃ-সদৃশ।

২২। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের পুরী। ইহার আর একটী নাম অমরাবতী।

অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড় ; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
বহিছে বাসন্তানীল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী !
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর ; কিন্তু খরতর
আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে ; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে ; কিম্বা, রে যমুনে,

১। অলিন্দ—বারাণ্ডা, কানাচ। ৬। বাসন্তানিল—বসন্তকালের বায়ু।
৯। শরাসন—ধনুঃ। ১০। নিষঙ্গ—তূণ। ১৮। শিঞ্জিত—অলঙ্কারধ্বনি।

ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে !
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে ? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা ;—"হায় ! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা ! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী !
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া ;—
"কি কহিলা, ভগবতি ? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে ? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা ;—"হায় ! পুত্র, মায়াবী মানব

১। ভানুসুতে—হে সূর্য্যতনয়ে।

সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি ; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি !"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে ; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময় ! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে ! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী ; "কোথা, প্রাণসখে,

১৪। রথীন্দ্রর্ষভ—রথীবরশ্রেষ্ঠ। ১৫। হৈমবতীসুত—কার্ত্তিকেয়
১৭। কিরীটী—অর্জ্জুন। ২১। আশুগতি—বায়ু।

রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"
উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি !
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি !
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি ;—
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
হেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।

৪। ব্রততী—লতা। ১৭। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা।
২৪। কাঞ্চন-কঞ্চু—সোণার সাঁজোয়া।

নাদিলা কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা ; "হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি !
কিন্তু অনুমতি দেহ ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি ! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদু স্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি :—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস ; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে !"

১। কর্ব্বুর—রাক্ষস। ২২। মেঘবাহন—ইন্দ্র।

কহিলা রাক্ষসপতি ; "কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি !
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে ;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে ; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী !
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টংকারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল ! দেখ তূণ, যাহে

১৩। বন্দী—স্তুতিপাঠক। ১৭। হে রাজসুন্দরি—হে রক্ষোরাজধানি লঙ্কে।
২১। রাণি—হে লঙ্কে। ওই ভীম বাম করে—মেঘনাদের ভীষণ বাম করে।
২৩। আখণ্ডল—ইন্দ্র।

পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম !
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে !
ধন্য রাণী মন্দোদরী ! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয় ! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি !
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।”
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস ;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

১। পশুপতি—শিব। পাশুপত—শৈব-অস্ত্রবিশেষ।
৫। নৈকষেয়—নিকষাপুত্র রাবণ। বীরধাত্রী—বীরজননী।
৭। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী ; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা দেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে

৬—৭। সুচারু-তারা শর্ব্বরী—সুন্দর তারাবৃন্দমণ্ডিত রজনী।
৮। বিলাসী—সৌখিন, ফুলবাবু।

ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী,
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র; "হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি! কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি

১। বাদিত্র—বাজনা। ৫। শিঞ্জিতে—অলঙ্কার-ধ্বনিতে
৭। ওদন—অন্ন। ১৬। পুণ্ডরীকাক্ষ—বিষ্ণু।

আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম শঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি

১০। বৃত্রবিজয়ী—বৃত্রঘ্ন, ইন্দ্র। ২২। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়।
২৩। বল-জ্যেষ্ঠ—বলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে !
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম ; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি !
কহিলেন স্বরীশ্বর ; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে ? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন ।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি ! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর শিরঃ-চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী ; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার । সর্ব্বশুচি-বরে
সর্ব্বজয়ী বীরবর । দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে ।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী ;—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি ।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা ।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার ; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে । না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে !
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে ।

৪। স্বকর্ম্ম—গীত বাদ্যাদি। ৯। পন্নগ-অশন—সর্পভক্ষক, গরুড়।
১৩। সর্ব্বশুচি—অগ্নি। মেঘনাদের ইষ্টদেব। ১৮। চন্দ্র-শেখর—চন্দ্রশিরোভূষণ, শিব।
২৪। বিরূপাক্ষ—শিব।

কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।
সোণার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজ্জলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি!
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,

৭। ত্র্যম্বক—ত্রিলোচন, মহাদেব। ১০। অনম্বর-পথ—আকাশপথ।
১৪। মাতলি—ইন্দ্রসারথি। ২৪। বাহিরি—বাহির হইয়া।

ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা ! ডাকিল ফিঙা ; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে !
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে !
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন !
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ !
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে ; ঢুলাইছে চামর বিজয়া ;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব ?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে !
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি ভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা ;—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে ?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী ;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,

৫। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, এই ভাবিয়া।

বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে ? কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতি।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে ;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে !
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে ?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিত নামে !
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি !”
উত্তরিলা কাত্যায়নী ;—“শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয় ; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি ; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে ? তপে মগ্ন এবে

৩। পরন্তপ—শত্রুপীড়ক। ১০। তিনিও আপনি—স্বয়ং লক্ষ্মীও
১৭। কুলিশ—বজ্র।

তাপসেন্দ্র, ভৈঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ;—
"পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটী রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল ; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে!
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে ;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয়? অশোক-বনে বসি দিবা নিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।

১৩। হরে দুষ্ট—দুষ্ট রাবণ হরণ করিয়াছে।

আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি !
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে !”
 হাসিয়া কহিলা উমা ; “রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু ! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে ?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম !”
 কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন ;—
“তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা ;

৪। দাসীর কলঙ্ক—আমার পতিকে যে ইন্দ্রজিত রণে পরাভূত করে, এই আমার কলঙ্ক। ৮। মঞ্জুনাশিনী—সুন্দরী-কুল-গর্ব্ব-হারিণী। ৯। নিধন—নাশ। ১৫। বৃষধ্বজ—শিব। ২২। জগদম্বে—জগন্মাতা।

হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে।”
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী ; শংখঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি !
টলিল কনকাসন ! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা ; “লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে ?”
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী ; “হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে, তারিণি !”
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;—
“দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে ! যাইব আমি যথা যোগাসনে

৩। স্তুতিলা—স্তব করিলা। ৮। মঙ্গলনিক্কণ—মঙ্গলধ্বনি।

(বিকটশিখর !) এবে বসেন ধূর্জ্জটি ।”
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা ; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজী ; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল !
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন !
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে ! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগীব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা !
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, “কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে ?”

১। বিকটশিখর—ভীষণশৃঙ্গ। মহাদেব এই শৃঙ্গোপরি বসিয়া যোগসাধন করেন বলিয়া ইহা যোগাসন নামে বিখ্যাত। কবি এই সর্গের স্থানান্তরে তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন, যথা—

কৈলাসশিখরীশিরে ভীষণশিখর
তুঙ্গমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে • •

৮। তারাকারা—তারাকৃতি, অর্থাৎ তারাস্বরূপ।

২০। ভবেশভাবিনী—শিবমোহিনী দুর্গা। ২১। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।

ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে ! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ু-পথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে !
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা ;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র : কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি ?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী ;—"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা !"
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত ; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী ;

৩। বিহারিতেছিলা—বিহার করিতেছিলা। ১০। ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য।
১৪। সমাধি—ধ্যান। ১৮। পিনাকী—পিনাক নামক ধনুর্দ্ধারী—অর্থাৎ শিব।

রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানে মার্জ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল!
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
কহিলা শৈলেশসুতা; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,

১। কৌষেয়—বস্ত্রবিশেষ। রত্ন-সঙ্কলিত-আভা—অর্থাৎ যে বস্ত্রে বিবিধ রত্নের আভা আছে।
২। লাক্ষারস—আলতা।
৯। স্মরহরপ্রিয়া—শিবপ্রিয়া দুর্গা। স্মরপ্রিয়া—কামপ্রিয়া রতি।
১৪। স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি—স্বদেশীয় ভাষা শব্দ।

তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান ; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ;
কেহ না আইল ; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে ;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী ;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা ; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,

বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে !
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে !
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর !" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী ! কিম্বা অগ্নি-শিখা,

১৬। মলম্বা—স্বর্ণ পত্র। অম্বর—বসন। মলম্বা অম্বরে ইত্যাদি—তাম্র স্বর্ণপত্রস্বরূপ বস্ত্রাবৃত হইলে, অর্থাৎ তামায় গিল্‌টী করিলে যদি এত শোভা হয়, তাহা হইলে, বিশুদ্ধ কাঞ্চনকান্তি কত মনোহর হইবে। শ্রীপতি বিষ্ণু পুরুষ হইয়া স্ত্রী-বেশ ধরিতে যখন এত মনোহর হইয়াছিলেন, তখন তুমি প্রকৃত নারী, তোমাকে এ বেশে দেখিলে লোকের কি দশা না ঘটিবে ?

ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে !

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা ! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী !

কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্ , যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে !
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে !

৮। কণ্টকময় মৃণালে ইত্যাদি—অগ্রে দুর্গা নলিনীস্বরূপ, পশ্চাতে মদন কণ্টকময় মৃণাল। তূণস্থ শর-সকল কণ্টকস্বরূপ।

১৫। শান্তিদেবী আইলে যেমন সমুদ্র শান্তভাব ধরেন। ১৭। কপর্দ্দী—মহাদেব।

সিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুরাজী যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে!
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।
মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা; "এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী

৫। চিত্রভানু—অগ্নি।

৮। কেশরী-কিশোর ইত্যাদি—মেঘের গর্জ্জনে এবং বিদ্যুদগ্নিতে ভীত হইয়া যেমন কেশরী-কিশোর অর্থাৎ সিংহশাবক সিংহীর ক্রোড়দেশে প্রবেশ করে, সেইরূপ শিবের ললাটস্থ অগ্নির গর্জ্জনে ও তেজে ভীত হইয়া, মদন ভগবতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় লইলেন।

যথা প্রাণকান্ত তার।" আদরে ঈশান,
ঈষত হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে !) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী !
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু !
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব ; "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।

১৩—১৪। চন্দ্রচূড়কে কামমদে মত্ত দেখিয়া ললাটস্থ চন্দ্র লজ্জায় মলিন হইলেন। অগ্নিও ভস্মাবৃত হইয়া রহিলেন।

সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে; "বাঁচালে দাসীরে

১। তারে—ইন্দ্রকে।

৬—৭। ঘন রাশি রাশি ইত্যাদি। স্বর্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জ সুরভিবায়ুস্বরূপ নিশ্বাস ত্যাগ এবং নানা প্রকার সুগন্ধ পুষ্প বৃষ্টি করিয়া দেব-দম্পতীকে বেষ্টিত করিল।

৮। প্রসূনাসার—পুষ্পবৃষ্টি। ২০। ভানু—সূর্য্য।

আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন !
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে ?
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত ! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি ! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !" সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চশর ; "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি !
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি ।"
   সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা । আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে ।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে ।
   কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া । ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথীবর পশিলা দেউলে ।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে ?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী । কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা ;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি !"

৩। বামদেব—মহাদেব। ৭। পঞ্চশর—পঞ্চবাণ অর্থাৎ কন্দর্প।
৮। ভাস্করকর—সূর্য্যকিরণ। ১০। বাসব—ইন্দ্র।
১৪। বাজী—ঘোড়া। ১৭। সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র।
২১। সৌর-খরতর-কর-জাল ইত্যাদি—সূর্য্যের করজালনির্ম্মিত, অর্থাৎ অতীব উজ্জ্বল।

আশীষি সুধিলা দেবী ;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন ?"
উত্তরিলা দেবপতি ;—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি ? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে ;—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে ; কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে ; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত ; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগ-লোক যথা !
ওই দেখ ধনুঃ, দেব !" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময় ! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে !

৫। সৌমিত্রি—সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ। ১২। কৃত্তিকাকুলবল্লভ সেনানী—কার্ত্তিকেয়। ১৫। বৃষভধ্বজ—শিব। ১৬। ফলক—ঢাল। ১৮। সুনাসীর—হে ইন্দ্র।

অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর !
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?”
“শুন দেব,” (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
“ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে !”
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে ;—
“যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া

১৪। পূর্ব্বাশার—পূর্ব্বদিকের।
১৬। ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে—কেন না লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিবে।

মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।"
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন

১৪। চপলা—চঞ্চলা অর্থাৎ বিদ্যুৎ। ১৫। দম্ভোলি—বজ্র। ১৮। প্রভঞ্জন—বায়ু।

ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা) লড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল ! কাঁপিল মহী ; গর্জ্জিল জলধি !
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি !
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত ; হাসিল
ক্ষণ-প্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে ; মহাঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে

২। অন্তরিত পরাক্রমে—কেন না পরাক্রমী বায়ুদল তাহার অন্তরে অর্থাৎ গর্ভদেশে আবদ্ধ রহিয়াছে।

৮। তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে—উচ্চ পর্ব্বতাকারে। তরঙ্গ-আবলী—ঢেউসমূহ।

১০। মন্দ্র—গভীর শব্দ। জীমূত—মেঘ।

১১। ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। ১৭। বৃষ্টিল শিলা—শিলাবৃষ্টি হইল।

সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে !
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর, জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে ?—কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায় !" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে ; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে

১। সারসন—কট্যাভরণ অর্থাৎ কোমরবন্ধ।

৪। সৌর-কিরীট—সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল মুকুট।

৮—১০। হে ত্রিদিববাসি ইত্যাদি—হে স্বর্গবাসি, আপনি যে এক জন স্বর্গীয় পুরুষ, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেন না, স্বর্গ ব্যতীত আর কোন্ স্থলে লোকের এরূপ মহিমা এবং রূপের সম্ভব আছে ?

দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!”
কহিলা রঘুনন্দন; “আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।”
হাসিয়া কহিলা দূত; “শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি;
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!”
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।

১। আবির্ভাবি—আবির্ভূত হইয়া। ১৪। বলি—পূজোপহার।

২১—২৩। তরল সলিলে ইত্যাদি—রজোময় কৌমুদিনী অর্থাৎ রৌপ্যপ্রভা চন্দ্রিকা পুনঃ তরল সলিলে অর্থাৎ চঞ্চল জলে দেহ অবগাহে—অবগাহন করিতে লাগিল, অর্থাৎ মেঘমুক্ত চন্দ্রের কিরণজাল পুনঃ জলস্থলে শোভমান হইল।

আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি ,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

১। শিবা—শৃগালী।

২। শবাহারী—মৃতদেহভক্ষক।

৪। ভীম প্রহরণ—ভয়ানক অস্ত্র।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
সিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;—
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,

২। পতি-বিরহে ইত্যাদি—প্রথম সর্গে মেঘনাদ প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়া লঙ্কায় মন করেন; এবং রক্ষোরাজকর্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিলেন। প্রমীলা পতির বিরহে উতলা হইয়া উঠিলেন।

কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি ! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে ?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি ।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে ।”
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—“কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি ?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি ।
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে ।
কি ভয় তোমার সখি ? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে ? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে ।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা । দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে ।”
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে ; গাইছে ভ্রমরী ;
কুহরিছে পিকবর ; কুসুম ফুটিছে ;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি ;

---

৫ । ব্যাজ—বিলম্ব । ৮ । বসন্তসখা—কোকিল । ৯ । বিলম্বেন—বিলম্ব করেন ।
১০ । সীমন্তিনি—হে রমণি । ১৭ । দাম—মালা । ২০ । কৌমুদী—জ্যোৎস্না ।
২৪ । পাঁতি—শ্রেণী ।

বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
  আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে ?
কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে ;—
"তোর লো যে দশা এই ভোর নিশা-কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা !
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে !
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে !
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি !
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ?"
  অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী ; "এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে !

১। মর্ম্মরিছে—মর্ম্মর শব্দ করিতেছে।

৩। কত যে ইত্যাদি—প্রমীলা শিশিরস্বরূপ অশ্রুবিন্দু দ্বারা অনেক ফুলদলকে মুক্তিল অর্থাৎ যেন মুক্তাফল দিয়া অলঙ্কৃত করিল।

৫। সূর্য্যমুখী—পুষ্পবিশেষ। ৬। মিহির—সূর্য্য।

১৪—১৫। আর কি পাইব আমি ইত্যাদি—সূর্য্যমুখি, যেমন নিশা প্রভাত হইলে, তুই তোর প্রাণনাথ সূর্য্যকে পাইবি, আমি কি আর আমার প্রাণনাথকে পাইব ?

কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।”
কহিল বাসন্তী সখী ; “কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে।
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।”
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী!
“কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?”
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শংখ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টংকারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্ ঝক্ ঝকি

৫। চমূ—সৈন্য। ২৫। কার্ম্মুক—ধনুঃ। ২৬। ফলক—ঢাল।

কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী !
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝণঝণি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝণ্‌ঝণি।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া ; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি !
বাজিল সমর-বাদ্য ; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,

১। কঞ্চুক—বর্ম, সাঁজোয়া। ৫। শ্রবণ—কর্ণ। বিদরি—বিদীর্ণ করিয়া
৭। কন্দর—পর্ব্বত-গহ্বর। ১২। অলিন্দ—বারাণ্ডা। ১৫। শীর্ষক—শিরোভূষণ।
২১। দিবে—স্বর্গে।

হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা ! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে !
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্ত্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা !) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান অসি ; দীর্ঘ শূল করে ;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ !—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা !
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ; "লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে ?

৭। নিষঙ্গ—তূণ। ৯। বর্ত্তুল—গোল। ১১। খরশান—তীক্ষ্ণ।
১৮। বামী—অশ্বস্ত্রী। বড়বা শব্দেরও ঐ অর্থ। কিন্তু এস্থলে প্রমীলার বামীর নাম। বাড়বাগ্নিশিখাসদৃশ তেজস্বিনী। ১৯। কাদম্বিনী—মেঘমালা।

যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি ;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা ।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে ;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে ; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে !
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন । তোমরা লো বিদ্যুত-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে !"
 নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে !
 যথা বায়ু সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে ।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে

৭। দ্বিষত-শোণিত-নদে ইত্যাদি—রিপুকুল-রক্তস্থ নদে ।
২০। বায়ু সখা—সখারূপ বায়ু ।

চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টংকারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ; বন-হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা;—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে!
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,

২। পশ্চিম দ্বারে রামচন্দ্র আপনি ছিলেন। "দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে"—প্রথম সর্গ।

১১। ভীষণ-দর্শন—ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি।

বর্ব্বর। কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী!
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে?"
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি!
বিস্ময় মানিয়া হনু ভাবে মনে মনে;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।

১২। পাবনি—পবনপুত্র।

দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে !
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !”
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;
“বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনূমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।”
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনূর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা !—“রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুত-ছটা

রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া।
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতূহলে ;
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে!
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,

৭। গরুৎমতী—যাহার পক্ষ আছে। তরির পক্ষে "পাল"।
২১—২২। কুচযুগ মাঝে পীবর—পীবর অর্থাৎ স্থূল কুচযুগ মাঝে।

কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে !
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি ;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পিঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত ; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে ;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ ; চর্ম্মবর কেহ,
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ ; তূণীর কেহ বা ;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি ! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব ;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?"
সহসা নাদিল ঠাট ; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা ! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।

২। গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ বীরদলের মধ্যে উষা-সদৃশী।

৮। রঞ্জনরাগে—রক্তচন্দনের রক্তিমায়। রাম দেবাস্ত্রসকল পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়াছেন। ১৭। পিনাক—শিবধনুঃ।

নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?"
  বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা," কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে !"
  হেন কালে হনূ সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে !)
কহিলা ; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে ;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা ; "কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র করি।"
  উত্তরিলা ভীমা-রূপী ; "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী

১। নিশীথে কি উষা ইত্যাদি—প্রমীলার দূতী উষাসদৃশী তেজস্বিনী। বিভীষণ দূতীকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—অর্দ্ধ রাত্রে কি উষা আইলেন ?

স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে;
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত!
যথারুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে।”
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে!
উত্তরিলা রঘুপতি; “শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি; তোমরা সকলে
কুলবালা; কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,

১১। ভয়ঙ্করী—চিত্রবাঘিনীর বিশেষণ।

২১—২২। রঘুরাজকুলে বীরেশ্বর—দিলীপপুত্র রঘু দিগ্বিজয়ী ছিলেন। আমি বীরকুলোদ্ভব, অতএব সর্ব্বত্রই আমাকর্ত্তৃক বীরবীর্য্য সম্মানিত হইয়া থাকে।

তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা।—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি !"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে ;
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ "দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?" কহিলা রাঘব ;
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি !
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে !
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে ! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,

২৫। সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে—মেঘসমূহকে সুবর্ণবর্ণান্বিত করিয়া।

হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী !
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী ;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে !
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
 সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে !
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা !
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে ! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী

৫। আস্কন্দিতে—একপ্রকার অশ্ব-গতি অথবা নৃত্য।

১৭। শূলপাণি বীরাঙ্গনা—যে সকল বীরাঙ্গনার হস্তে শূল অস্ত্র আছে।

২২—২৩। প্রমীলার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিতেছে, সেই তৎক্ষণাৎ কামমদে মুগ্ধ হইতেছে।

ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে !
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টংকারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
আস্ফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি ; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী !
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব ;
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয় ? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি ?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রক্ষোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ?"
উত্তরিলা বিভীষণ : "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে

১। খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ অর্থাৎ গরুড়। রমা—লক্ষ্মী। উপেন্দ্র—বিষ্ণু।
৬। উলঙ্গিলা অসি—অসি নিষ্কোষিত করিল—অর্থাৎ অসির খাপ খুলিল।
১৭। প্রপঞ্চ—বিস্তার, বিবরণ।

সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক!
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"
কহিলেন রঘুপতি; "সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে!
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!

৫। হর্য্যক্ষ—সিংহ।

৭। দিগম্বরী যথা দিগম্বরে—কালী যেরূপ শিবকে পদতলে রাখিয়াছেন, প্রমীলা আপন পতিকেও সেইরূপ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

১৩—১৪। যমুনার সুবাসিত জলে ইত্যাদি—যমুনার সুগন্ধ জলস্বরূপ প্রমীলার প্রেম-সাগরে কাল ফণীস্বরূপ ইন্দ্রজিৎ মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি ?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ মৃগ-পালে ? দেখ হে চাহিয়া,
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু ! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে ;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
কহিলা সৌমিত্রী শূর শিরঃ নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে ; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি ? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে ?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লাভে ?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি ;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।

৪—৫। একে আমি বিপদ্‌সাগরে মগ্ন, তাহাতে আবার সেই সাগরে হলাহল জ্বলিতে আরম্ভ করিল, অর্থাৎ আমার বিপদ্ বাড়িয়া উঠিল।

৮—৯। কালসর্প তেজে ইত্যাদি—তোমার অগ্রজ রাবণ তেজোগুণে কালসর্পসদৃশ।

তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?”
উত্তরিলা বিভীষণ ; “সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর ! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি !
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
রণ-প্রিয়া ! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন্, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে !
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।”
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে ;
“কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে ;
কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ ; কোথা নীল মহাবলী ;
কোথা বা সুগ্রীব মিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে !”
“যে আজ্ঞা,” বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
উর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।—

৮। দ্বিতীয় নৃ-মুণ্ড-মালিনী—চণ্ডী। ২৪। তারকসূদন—কার্ত্তিকেয়।
২৫। ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য। ইন্দু—চন্দ্র।

লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে ; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা !
রোষে বিভুপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়ন করে ;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত ! হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে ;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল ;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে ! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।—
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী ;
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে ?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে !
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন ; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,

৫। রোষে—রোষ করিয়া উঠিল।

৯। কৌন্তিক—কুন্তধারী যোধদল। কুন্ত—এক প্রকার শূল।

১০। নারাচ—লৌহময় বাণবিশেষ। ২০। সুন্দরী—প্রমীলা।

বরষি কুসুমাসারে ; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী ; হেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ ; ঝন্‌ঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে ;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে !" হাসি, কহিলা ললনা ;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে !
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"

৬। কৃপাণ—তরবারি। পিধানে—কোষে, খাপে।

১২। মণিহারা ফণী ইত্যাদি—যেমন মণিহারা ফণী মণি পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ প্রমীলাও পতিসমাগমে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

২০—২১। বিরহ-অনলে (দুরূহ)—দুরূহ বিরহানলে।

এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে ; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।
গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্ত্তকী ;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা ; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।—
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে ; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে!
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি ;

৪। পীন-স্তনী—স্থূলপয়োধরা। শ্রোণিদেশে—নিতম্বে।

১৩—১৪। ভুলি নিজ দুঃখ ইত্যাদি—গায়ক দল এরূপ সুমধুর স্বরে গীত আরম্ভ করিল, যে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিসকলও স্ব স্ব দুঃখ অর্থাৎ তাহারা যে পিঞ্জরস্বরূপ কারাবদ্ধ, এই বিষম দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গীতমদে মত্ত হইল।

বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে

৩। হরি—সিংহ।
১০। তৃণজীবী জীবে—যে জীব-সমূহ তৃণাহারে জীবন ধারণ করে।

সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি !
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে !
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে !"

উত্তরে বিজয়া সখী ; "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে ?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী ; কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি ?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিত তেজে ;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা ; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ !
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি ?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?"

ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী ;
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে ;
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে ! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"

এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ;
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে-
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

৪। দীপি—উজ্জ্বল হইয়া। ৫। সুখধাম—কৈলাসপুরী।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি

১। কবিগুরু—কবিকুলপ্রধান, বাল্মীকি।

৩—৪। তব অনুগামী দাস ইত্যাদি—যেমন কোন দরিদ্র জন কোন প্রতাপশালী রাজার সমভিব্যাহারে দূর তীর্থ (যে তীর্থস্থলে সে একাকী গমনে অক্ষম) দর্শন করিতে যায়; তেমনি আমিও যশোমন্দিরস্বরূপ তীর্থে তোমার অনুসরণ করিতেছি।

৫—৮। তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি ইত্যাদি—হে কবিগুরু, তোমার পদচিহ্ন ধ্যান অর্থাৎ নিরীক্ষণ করিয়া কত যাত্রী, এ ভবমণ্ডলকে যিনি সর্ব্বদা দমন করেন, এমন যে যমরাজ, তাঁহাকে দমন করিয়া অর্থাৎ অমর হইয়া যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ অনেক কবি রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বহুবিধ কাব্যরচনায় চিরস্থায়ী যশোলাভ করিয়াছেন।

৮। ভর্তৃহরি—ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার। ভবভূতি—বীরচরিতাদি গ্রন্থের রচয়িতা।

৯—১০। ভারতে খ্যাত ইত্যাদি—রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস, যিনি ভূভারতে ভারতীর অর্থাৎ সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত।

১১। মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ। মুরলী—বংশী। দ্বিতীয় মুরারি—অনর্ঘরাঘব কাব্যের গ্রন্থকার। মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি মনোহর—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিস্বরূপ মুরারির রচনা মনোহর।

মনোহর ; কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে ।—
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে !
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে ।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,

১। কীর্ত্তিবাস—যাঁহাতে কীর্ত্তি সর্ব্বদা বসতি করে অর্থাৎ যিনি পরম যশস্বী। কীর্ত্তিবাস—কবি কীর্ত্তিবাস, যিনি ভাষা-রামায়ণ রচনা করেন।

২—৪। হে পিতঃ, কেমনে ইত্যাদি—হে কবিগুরু, যদি তুমি আমাকে না শিখাও, তাহা হইলে মহাকবিদিগের সহিত আমি কি প্রকারে কবিতাসরোবরে কেলি করি।

১০। ভাসিছে ইত্যাদি—বীরবর ইন্দ্রজিৎ এবং প্রমীলা সুন্দরীর সমাগমে লঙ্কাপুরবাসী জনসমূহ আনন্দে মগ্ন হইয়াছে।

১১। সুবর্ণ-দীপ-মালিনী—সুবর্ণদীপাবলী যাহার মালাস্বরূপ হইয়া জ্বলিতেছে।

১৪। কেলিছে—কেলি করিতেছে।

১৬। সুরতে—কামক্রীড়ায়। শীধু—মদ্য। ১৮। বাতায়ন—গবাক্ষ, জানালা।

যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে!—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিত কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে;" আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে?
   একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!

১। যথা মহোৎসবে ইত্যাদি—যেরূপ, কোন পুরে পুরবাসী জনগণ মহোৎসবে মত্ত হইলে, হইয়া থাকে।

১০—১১। রাহুরূপ রামের সৈন্য চন্দ্ররূপ কনক লঙ্কাকে ত্যাগ করিয়া দূরীভূত হইবে।

১২। আশা মায়াবিনী ইত্যাদি—পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে অর্থাৎ সর্ব্বত্রে সকলেই এই কথা কহিতেছে, যে ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে মারিবে ইত্যাদি।

১৭। রাঘব-বাঞ্ছা—সীতা দেবী।

মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুখ-কাহিনী !
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে !
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে ; "দুরন্ত চেড়ীরা,

১—৪। হায় রে, যেমতি ইত্যাদি—যে খনিগর্ভে সৌরকররাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণপুঞ্জ প্রবেশ করিতে অক্ষম, সে খনিগর্ভে সূর্য্যকান্ত মণি যেরূপ আভাহীন ইত্যাদি। রমা—লক্ষ্মী। অম্বুরাশি—সাগর।

১১। বীচি-রব—তরঙ্গশব্দ। ১২। এ দুখ-কাহিনী—সতীর দুঃখবার্ত্তা।

১৫। ও অপূর্ব্ব রূপে—সীতার অপূর্ব্ব রূপে।

তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ন যথা !
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে !"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ; আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী ;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,

১১। সীমন্তে—সিঁথিতে।

চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে?"
কহিলা সরমা; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,

১—২। সেই সেতু—অলঙ্কার নিক্ষেপরূপ সেতু, অর্থাৎ আমার অলঙ্কারসকল পথে দেখিয়া প্রভু আমার তত্ত্ব পাইয়াছেন।

নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;

১৭। বৈতালিক—স্তুতিপাঠক। ২১। করভ—হস্তিশাবক।
২৩। চিত্রিত—নানাবর্ণিত।

অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।—
সরসী আরসি মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অমূল রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?"
  এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিল সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
  কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে !"
  উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা !) ; "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।

১১—১২। আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপ অর্থাৎ চিরবাঞ্ছনীয়।
২০। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। ২১। প্রিয়ম্বদা—মিষ্টভাষিণী।

বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে ?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি

১। প্লাবন—বন্যা। ৬। অরক্ষপুরে—রাক্ষসপুরে। ৯। কান্তার—দুর্গম পথ।

১২—১৩। সৌর-কর-রাশি-বেশে ইত্যাদি—পদ্মবনে সৌরকররাশি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণসমূহ দেখিয়া ভাবিতাম, যেন দেবকন্যাসকল সৌরকরবেশে পদ্মবনে কেলি করিতেন।

১৬। অজিন—চর্ম।

নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !

৮। ব্রততী—লতা। ১৩। ব্যোমকেশ—মহাদেব।

১৯—২০। সাঙ্গ কি ইত্যাদি—হে দারুণ বিধাতঃ, নাথের সঙ্গীতস্বরূপ বাক্যধ্বনি আর কি কখন আমার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিবে না ?

কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী !
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি !
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।”
কহিলা রাঘব-প্রিয়া ; “এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে !
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা ! ধিক্ তারে ! নারী-কুল-কালি।

২—৩। বনস্থলে তমোময়—তমোময় বনস্থলে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ কাননে।

১৫। পিইছেন—পান করিতেছেন।

চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টংকারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিল কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ। এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা!
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি

১৮। হেমাঙ্গি—হে স্বর্ণাঙ্গি।

২১—২৪। যথা যবে ঘোর বনে ইত্যাদি—পতিবিরহশোকস্বরূপ ব্যাধ অতর্কিতভাবে মধুর গীতগায়িনী পক্ষিস্বরূপ জানকীকে শরাঘাতে ভূমে পাতিত করিল।

সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে !
কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি ; “ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি ! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি !” উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা ;—
“কি দোষ তোমার, সখি ? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি !)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি ! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুত-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী !
“সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
‘কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে ?
মরি আমি !’ চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী !
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;—
‘যাও বীর ; বায়ু-গতি পশ এ কাননে ;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !
কহিলা সৌমিত্রি ; ‘দেবি, কেমনে পালিব

১। মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণা, সূর্য্যকিরণে জলভ্রম।

আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?
কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?”—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ ; ‘মরি আমি ! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ? কোথায় জানকি ?’
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি !
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;—
‘সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি !
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে ?’ ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
‘মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !
যাই আমি ; গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।

৫। অবতংস—অলঙ্কার।

৬। ভৃগুরাম-গুরু বলে—যিনি পরশুরামকে স্ববলে পরাজয় করিয়াছেন।

১০। কহিনু কুক্ষণে—কেন না, আমি এরূপ গ্লানি না করিলে লক্ষ্মণ আমাকে কখনই ত্যাগ করিয়া যাইতেন না, এবং আমারও এ দুরবস্থা ঘটিত না।

কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।

"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ?
বাড়িতে লাগিল বেলা ; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?

"কহিল মায়াবী : 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।'

"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে ; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—

১০। বৈশ্বানর—অগ্নি। ১১। কমণ্ডলু—যোগীদের পাত্রবিশেষ।

১৩। ফুলরাশি ইত্যাদি—মৃগশিশু, করভ করভী এ সকল ফুলস্বরূপ। সদাব্রতফলাহারী জন্তুদলের মধ্যে রাবণ কালসর্পবেশী।

(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি ? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ?
দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি ;
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে ; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী ! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে !
'রক্ষ, নাথ,' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে !
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।

১। প্রতারিত রোষ—রাগচ্ছল, অর্থাৎ কৃত্রিম রাগ।

পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?
"দূরে গেল জটাজূট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ! প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে:
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,

২। শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি—আপনার ক্রন্দনধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিয়া দেবী ভাবিলেন, যেন বনদেবী ইত্যাদি।

৪—৫। হুতাশন-তেজে ইত্যাদি—যাহার কঠিন হৃদয়, সে পরাক্রমে যেরূপ শান্ত হয়, করুণ বাক্যে তাদৃশ হয় না। যেমন অতি কঠিন বস্তু লৌহ অগ্নিসংযোগে গলিয়া থাকে, জল তাহার কি করিতে পারে।

আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি ;
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা ;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে ?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি ;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি !
" 'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী !
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু ! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে !
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি ; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল ! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে !'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।

২২। গুঞ্জর—গুঞ্জরধ্বনি করিয়া কহ।

"চলিল কনক-রথ ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি ; কি কাজ বর্ণিয়া ?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর ! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে !
দেখিনু, মিলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ ! 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে ! আয় মূঢ়মতি !
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে ?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র !
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে !
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন !

২। অভ্রভেদী—মেঘস্পর্শী, উচ্চতম। ৪। পুষ্পক—রাবণের রথ।
৭। অস্থিরে—অস্থির ভাবে। ২০। স্যন্দন—রথ।

সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর ; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
দাসীরে ! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু,
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে !
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি ! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা ? এস শীঘ্র করি !
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট ; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন ! আসি মোরে তরাও, জননি !'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি ;
কাঁপিল বসুধা ; দেশ পূরিল আরবে !
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার ! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী ;—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম ! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে !

১১—১২। হায়, মা, যেমতি ইত্যাদি—যেরূপ তস্কর অর্থাৎ চোর নিহিত ধন লইবার নিমিত্ত গুপ্ত স্থলে গোপনভাবে আইসে, সেইরূপ রাবণ আমার নিকট আবার আসিবেক।

যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি ; আশীষিনু তোরে !
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি !—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি ; দেখ চেয়ে।'

"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি ;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন ! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার ? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।

"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত ; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে !
সভয়ে মুদিনু আঁখি ! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি ?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।

৭। পঞ্চ জন বীর—সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি। ১৫। সে দেশের রাজা—অর্থাৎ বালি।

কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।
"উত্তরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা! শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক!
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে!
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর

২০—২১। ধীর ধর্ম্মসম বীর এক—এ স্থলে সরমার পতি বিভীষণ

যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিল সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব ?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম ! সরমা সখি, তুমিও তেমনি !
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে !
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন !—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে ?
বহিল শোণিত-নদী ! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম ; পালে পালে শৃগাল ; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল ! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই ! কহিল বিষাদে

১৯। কবন্ধ—মস্তকরহিত দেহ।

রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে ?
ধাইল রাক্ষস-দল ; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে ; নারী-দল দিল হুলাহুলি।
বিরাট্-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?)
কাটিলা তাহার শিরঃ ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই ! কাঁদিল রাবণ !
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে !
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন ! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার !
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী ; ক্ষম, মা, মোরে !' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি !
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে !' কেহ কহে, 'উঠ,

৮। রক্ষোরথী—কুম্ভকর্ণ।

রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে !'
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি ;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীর ? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙ্গালিনী সাতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি !'
"উত্তরিলা সুরবালা ; 'শুন লো মৈথিলি !
সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা !'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি !—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর ; ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে !
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি ?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে ?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি ! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা ; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি !

১২। পরিষ্কারি—পরিষ্কার করিয়া

সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে !
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী ;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই ; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে ! এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে ;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে ; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে !

"কহিল রাঘব-রিপু ; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম ! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে !
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন !
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?'

" 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ' ;—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া ?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে !
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে !'

"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা !

৪। জিষ্ণু—জয়শীল। ৫। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ।

তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, স্বজনি,
বীরবরে ; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায়, হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব ; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়! বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!

৯। নীলোর্ম্মিময়—নীলবর্ণ তরঙ্গপরিপূর্ণ। ১৪। অনম্বর-পথে—আকাশপথে।
১৮। রঞ্জন—রক্তচন্দন, কেন না, লঙ্কা সুবর্ণগঠিত।
২০। কমনীয়—মনোহর, নয়নানন্দদায়ক।

কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা ?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে !”—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা ; “দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা ! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি ! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি ? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত ? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি ! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব ! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন ! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে !
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে !
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি ! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,

১০—১১। এ পুরে বীরযোনি—বীরপুত্র-জন্মদায়িনী-স্বরূপ লঙ্কাপুরে, অর্থাৎ যেখানে বীর জন্মায়। ১৭। মন্দারের দামে—পারিজাতপুষ্পের মালায়।

১৯—২০। বসুধা কামিনী ইত্যাদি—বসন্তে পৃথিবী বহুবিধ পুষ্পরূপ ভূষণে ভূষিতা হয়েন ইত্যাদি। ২৩। ও প্রতিমা—তোমার মূর্ত্তি।

সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী ; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্ঘ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা ;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে!"
কহিলা মৈথিলী ; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে ; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি ;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী

১৮—১৯। প্রাণপতি আমার—বিভীষণ

সরমা ; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

১। [১]সে বিজন বনে—অর্থাৎ জনশূন্য অশোকবনে।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে;
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন!
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?"
উত্তরিলা অসুরারি; "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি!"
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত"; কহিলা পৌলোমী

১। ত্রিদশ-আলয়ে—স্বর্গে। ২। বৈজয়ন্ত-ধাম—ইন্দ্রের পুরী।

১৫—১৭। শচীদেবী দেবরাজকে একান্ত ব্যাকুল দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে এই কথাটি কহিলেন।

অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি ; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি ;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে ?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু ; "সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন ;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে ?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে ;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরম্মদে ;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস ; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে !" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা

৪। দাসীর সাধনে—দাসীর প্রার্থনায়। ২০। মহেষ্বাস—মহাধনুর্দ্ধর।

দাঁড়াইলা চারি দিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী ;
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে!
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে?"
উত্তরিলা মায়াময়ী ; "যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
ঊষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে ;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)

১০। মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি—পারিজাত ফুলের সুবর্ণ বর্ণ।
১৯। পুরন্দর—ইন্দ্র। ভবানন্দময়ী—সংসারানন্দদায়িনী। ২৫। আনায়—জাল।

মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?
মরিবে রাবণি রণে; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন;—
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে!
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয়:
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে।"
"উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে।" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।

২৫। দেবেন্দ্রের পদে ইত্যাদি—নিদ্রাদেবী আসিয়া ইন্দ্রের পদতলে প্রণত হইলেন, অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘুম পাইতে লাগিল।

ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয় ! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ ; খুলিলা কাঁচলি ;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে !
স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী ; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'

অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে ;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী ; নীল নভঃস্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা ! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী ; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।"
চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে !
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল ! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি ? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি ;
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার ! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয় ! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ ?" মুছি অশ্রু-ধারা,
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।

কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে ;—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি ?"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী ;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি ? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল ! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি !
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে !
আর কি কহিব আমি ? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব !"

"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃকুলোত্তম,
এ দাস" ; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে !
কে রোধিবে গতি মোর ?" সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, "কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায় ! কিন্তু কি করি ? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী ! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে !"
প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর ; "কে তুমি ? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি ! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ !" উত্তরিলা হাসি
রামানুজ, "রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি !
রাঘবের দাস আমি।" আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে উর্ম্মিলা-বিলাসী।

৭। আয়াসিতে—আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দিতে।
১০। আয়সী—লোহময় কবচ। ১৫। বীতিহোত্র—অগ্নি।

কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন!
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী: "দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে!
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে!
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে:—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব!"
যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে!
"বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি

৫—৬। তাহার মাঝারে ইত্যাদি—যেমন শারদ নিশাকালে চন্দ্রিমার রজোরেখা অর্থাৎ জ্যোৎস্নার রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র আলোকরেখা মেঘমালায় শোভমান হয়, সেইরূপ গঙ্গার জল মহাদেবের শিরোদেশে শোভমান হইতেছে।

১২। রঘুজ-অজ, ইত্যাদি—রঘুর পুত্র অজ, তাঁহার পুত্র।

লক্ষ্মণ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর!" ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি!
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে!
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে!
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে!
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টংকার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে! আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি;
থামিল তুমুল ঝড়; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে!

৮। হর্য্যক্ষ—সিংহ। ২৩। রৌরব—অগ্নিময় নরকবিশেষ, এ স্থলে দাবানল।

কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
 সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্কণে !
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা ; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া !
 দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন !
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা ! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা !
কেহ তুলে পুষ্পরাশি ; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক ; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম ! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী ; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে কণিছে রশনা !

৭। স্ত্রীকণ্ঠসম্ভব রব—স্ত্রীলোকের কণ্ঠজনিত ধ্বনি, অর্থাৎ মেয়েলী সুর।
১৭। কোলম্বক—বীণার অঙ্গ। ২১। কণিছে—বাজিছে। রশনা—মেখলা

মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে ;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা ; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র ; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে !
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল ; "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি !
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী !
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস ; করি পান অমৃত উল্লাসে ;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত ;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ;
অমরা আমরা, দেব ! বরিনু তোমারে

১—৭। কালরূপ ফণী দংশন না করিলে কখনই লোকের মৃত্যু হয় না। কিন্তু এ সকল দেবনারীগণের পৃষ্ঠদেশে লম্বমান এক মণিমণ্ডিত বেণীরূপ ফণী দর্শন করিবা মাত্রেই কামবিষে লোকের প্রাণবিয়োগ হয়, অর্থাৎ ইহারা এতাদৃশ সুকেশিনী, যে ইহাদের রূপ দেখিলেই লোকে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়ে, আর যদি কেহ পথিমধ্যে কৃতান্তের দূত অর্থাৎ যমদূতস্বরূপ ফণীকে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ প্রাণভয়ে পলায়ন করে ; কিন্তু এ সকল নারীদিগের পৃষ্ঠদেশে স্থিত বেণীরূপ ফণীকে, ভুজঙ্গভূষিত শূলধারী উমাপতির ন্যায় কে না গলায় বাঁধিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ ইহাদের সৌন্দর্য্যগুণে বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই ইহাদের সমাগমে অভিলাষুক হয়।

আমা সবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি ! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন !" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে !
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী ; কাননে
একাকিনা পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে !
নর-কুলে জন্ম মোর ; মাতৃ হেন মানি
তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন !
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী !—
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে ?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।

কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ, ধূপদানে

পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে
শূরেন্দ্র, করিলা স্নান ; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল ; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।

প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে !
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি,
তুমি যত জ্ঞান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত ? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি !" গরজিল দূরে
মেঘ ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া:
সহসা ! হুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে !

সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে !
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক ! হাসিলা সতী ; পলাইল তমঃ
দ্রুতে ; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি !
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।

কহিলেন মহামায়া ; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি ! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা

সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্বণে!
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।

"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন !
উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা ; তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার ! নয়ন-তারা ! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম !" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে !
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী ;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে !
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে !"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে ; বামাকুলোত্তমা

প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী !
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে !
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; নমিল রক্ষক ;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে !
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী। বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে ! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে ; অশ্বারূঢ়া কেহ ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি !
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী ; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি

যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে!
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে,
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!
শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী;

তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!
  কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে!" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
  "কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"
  হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে

তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে ! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস ! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম ; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র ! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে ?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি ?"
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী ;—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত !
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন ? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে ? এ সব আমি না পারি বুঝিতে !
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি ; আসার বরষে !
মায়াবী মানব রাম ! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে ? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীর-কুঞ্জর ; "পূর্ব্ব-কথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে !
নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !

আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি ! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিত ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় ? রথী যত
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে !
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী !
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?"

মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী ; "যাইবি রে যদি ;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে ! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব ?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই !" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ !

বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।”
   বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।
   সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। “হায়, নাথ,” কহিলা সুন্দরী,
“ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে!”
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?

১। বহুলে তারার করে ইত্যাদি—বহুলে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে নিশানাথের অভাবে তারা-সমূহের কিরণেও বসুমতী উজ্জ্বল হয়েন। আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশিস্বরূপ পুত্র ইন্দ্রজিতের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত তুমি তারার স্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়কে উজ্জ্বল কর।

২১—২২। উজ্জ্বলতর মুকুতা—এস্থলে অশ্রুবিন্দু। অর্থাৎ প্রমীলা সুন্দরী ক্রন্দন করিলেন।

উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি।
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"
যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিত বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে!
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে!
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,

৬। আলোকাগারে—আলোকগৃহে অর্থাৎ তোমার চক্ষুঃদ্বয়ে।
৭। পয়োবহ—মেঘ।
১১। কুসুমেষু—ফুলবাণ, অর্থাৎ কন্দর্প।

অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে!
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি!
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"
বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।
কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস : স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি ? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে !
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে

২। শিবির—তাঁবু।

৬। প্রহরণ—যদ্দ্বারা প্রহার করা যায়, অর্থাৎ অস্ত্র। নশ্বর—নাশক, সংহারক।

১৫। চন্দ্রচূড়—যাঁহার চূড়ায় চন্দ্র আছে, অর্থাৎ মহাদেব।

১৭। মহোরগ—মহাসর্প।

বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজ্জলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।

৪। বায়ুসখা—অগ্নি। ১৯। বৈশ্বানর—অগ্নি।
২২। পিধান—খাপ। অসি—তরবারি।

মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে !"
উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে ; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে !
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;—
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি

৩। কৃতান্তদূত—যমদূতস্বরূপ রাবণি। ৫। যার বিষে—রাবণির ক্রোধানল-বিষে।
৬। সে সর্পবিবরে—রাবণিরূপ সর্পের গর্ত্তে, অর্থাৎ রাবণির নিকটে।
৯। রাক্ষসগ্রাম—রাক্ষসসমূহ।

এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে ? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী !
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে ! দেবহাস্য উজ্জলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে ।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা ? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?”
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র ;—“যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী ।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে ।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে ।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি,
উজ্জলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,

৩। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষুঃ অর্থাৎ ইন্দ্র ।
৪। বিরূপাক্ষ—ত্রিলোচন, মহাদেব । শৈলবালা—গিরিবালা, দুর্গা ।
১১। অবহেল—অবহেলা কর । ১৩। আর্য্য—মান্য ।
১৪। মঙ্গলঘট—মঙ্গলার্থ কলসী, অর্থাৎ পূর্ণকলসী ।
১৮। বাসবত্রাস—যাহাকে দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হন ।

কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—'হায় ! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার ! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বুররাজ !—' উঠিনু জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু ! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;—মরি !

৩। কলুষদ্বেষিণী—পাপদ্বেষকারিণী।

৫। পঙ্কিল—পঙ্কযুক্ত অর্থাৎ ময়লা। জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছাদিত।

১৪। ভাবী কর্ব্বুররাজ—ভবিষ্যৎ রক্ষোরাজ, অর্থাৎ যিনি রাবণের নিধনান্তর রাক্ষসদিগের রাজা হইবেন। বিভীষণের রাজ্যলাভ ভবিষ্যদ্গর্ভে, এজন্ত বিভীষণকে ভাবী কর্ব্বুররাজ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ১৬। বাদিত্র—বাজনা। ১৮। মোহে—মোহিত করে।

১৯। গ্রীবাদেশ—গলদেশ, ঘাড়।

১৯—২০। কাদম্বিনীরূপী কবরী—মেঘমালাস্বরূপ কেশপাশ।

কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা । বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা ।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া । দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি । হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে !”
   উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে ;—
“স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে ! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে !
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে

৩। জগদম্বা—জগন্মাতা।

১৪। কেমনে ফেলিব ইত্যাদি—ভ্রাতৃরতনে লক্ষ্মণরূপ ভ্রাতৃশ্রেষ্ঠে। এ অতল জলে—মেঘনাদের ক্রোধরূপ অগাধ জলে।

২২। উর্ম্মিলা—লক্ষ্মণের পত্নী।

(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ; বায়ুপুত্র হনূ,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি; নল, নীল; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য; তুমি মহারথী;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,

২। তরুণ যৌবন—নবযৌবন। ১৩। প্রভঞ্জন—বায়ু।

সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌদিকে!
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে।
  কহিলা রাবণানুজ;—"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে!
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!"

১। সংশয়িতে—সংশয় অর্থাৎ সন্দেহ করিতে।

৪। অহি—সর্প। অম্বর—আকাশ।

৫। শিখী—ময়ূর। কেকারব—কেকাশব্দ। ময়ূরের ধ্বনির নাম কেকা।

১১—১৩। ময়ূর ও সর্পে সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে ময়ূর পরাজিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল, এতদ্বর্ণনের মর্ম্ম এই, যে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদে নাশ্য নাশক ভাব সম্বন্ধ হইলেও লক্ষ্মণের সহিত সংগ্রামে মেঘনাদের ময়ূরের দশা ঘটিবেক, অর্থাৎ লক্ষ্মণ রণে মেঘনাদের প্রাণ সংহার করিবেন। ১৫। নিরর্থ—ব্যর্থ, নিষ্ফল।

১৮। প্রপঞ্চরূপে—বিস্তারিতরূপে। ১৯। নির্বীরিবে—নির্বীর করিবে।

প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময়; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজ্জলি
চৌদিক; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরাপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে!
বাহিরিলা বীরবর; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে!
বরষিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে

৩। স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়। তারকারি—তারকনাশক। একজন অসুরের নাম তারক।
৫। সারসন—কটিবন্ধ। ৬। ভাস্বর—দীপ্তিশালী।
৮। দ্বিরদ-রদ—হস্তিদন্ত। ফলক—ঢাল। ৯। নিষঙ্গ—তূণ।
১৫। কেশর—সিংহের ঘাড়ের লোম, এই নিমিত্ত সিংহের একটি নাম কেশরী।
২১। বিভীষণ রণে—সংগ্রামে ভয়প্রদ।

মঙ্গলবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে !
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিলা রঘুবর ; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে ! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে !
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে !"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে ; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।

৪। পদাম্বুজে—চরণকমলে।

৯। ভুঞ্জাও—ভোগ করাও। মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে—শিবপ্রিয়ে। শিবের একটি নাম মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। ১১। কিশোর—বালক।

১৪। মর্দ্দি—মর্দ্দন অর্থাৎ নাশ করিয়া। দুর্ম্মদ—যাহাকে অতিকষ্টে নাশ করা যায়।

১৬। পরিমল-ধন—সৌরভস্বরূপ ধন। ১৭। শব্দবহ—যে শব্দকে বহন করে।

২০। আশুতরে—অতিশীঘ্র। শব্দবাহক—আকাশ।

শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।"
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।

১। নগেন্দ্রনন্দিনী—গিরিরাজবালা।

৭। মধুজীবী—যাহারা মধু পান করিয়া জীবন ধারণ করে।

১২। অমূল রতনে—লক্ষ্মণরূপ অমূল্য রত্নে। ১৬। মহেষ্বাস—মহাধনুর্দ্ধর।

২২। হিমানীতে—হিমসংহতিকালে অর্থাৎ শীতকালে।

চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে।
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি ?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—
"সম্বর, নীলাম্বুস্রুতে, তেজঃ তব আজি ;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি ! তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি !"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা ? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা ! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি,

৯। সম্বর—সম্বরণ কর। নীলাম্বুস্রুতে—জলবিন্দুচিতে। ১২। দম্ভী—অহঙ্কারী।
১৯। বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্বারাধ্যা।

তেজঃ ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত ! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি ;
ভাঙিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
বারি। রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে !
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি !
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি !
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !
প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—

১। প্রাক্তন—অদৃষ্ট, কপাল। ৫। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী।
৮। আসার—বারিধারা। ২৩। ত্বিষাম্পতি—তেজস্পতি, সূর্য। বিভাবসু—অগ্নি

বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা

১। বায়ুসখা—অগ্নি। ২। রাক্ষসভরসা—রাক্ষসকুলের ভরসাস্বরূপ।

৪। গুল্ম-আবরণে—লতারূপ আবরণের মধ্য দিয়া।

৫। সুযোগপ্রয়াসী—যে সুযোগে চেষ্টা করে।

৬। অবগাহক—যে ব্যক্তি নদী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নামিয়া স্নান করে।

৭। যমচক্ররূপী—যমের চক্রস্বরূপ ভয়ানক। নক্র—কুম্ভীর।

১৯। অশনি-নাদে—বজ্রধ্বনিতে।

দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে !
  সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য ; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে !
  হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য

৪। নিষাদী—হস্ত্যারোহী, মাহুত। ৫। সাদী—অশ্বারূঢ়।
৯। সর্ব্বভুক্‌রূপী—অগ্নিসম তেজস্বী।
১০। বিরূপাক্ষ—একজন রাক্ষসের নাম। প্রক্ষ্বেড়ন—অস্ত্রবিশেষ।
১১। স্যন্দন—রথ। ১৪। রিপুকুলকাল—রিপুকুলের কাল, অর্থাৎ যমস্বরূপ।
২১। উৎস—প্রস্রবণ, নির্ঝর।

অগ্নিবর্ণ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুরপুরে!—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?
নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে;

৪। দেবলোভ—দেবতাদিগের লোভজনক। অর্থাৎ যাহা দেখিয়া দেবতাদিগেরও লোভ জন্মে। মাৎসর্য্য—অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষ। এ স্থলে অহঙ্কার মাত্র।

১২। তুষার—হিম, বরফ। ১৩। সৌরকর—সূর্য্যকিরণ।

অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!"
  সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষাগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে!
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
উষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে

৩। মৃগাক্ষীগঞ্জিনী—সুন্দরীকুলগঞ্জনাকারিণী, অর্থাৎ যাহার সৌন্দর্য্যসন্দর্শনে সুন্দরীকুল লজ্জিত হয়। ৮। আয়সী—লৌহময় কবচ। ১০। বাজী—ঘোড়া।

১১। বাজীপাল—অশ্বপালক, অর্থাৎ সইস।

১২। পট্ট-আবরণ—পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত আচ্ছাদন, অর্থাৎ গদি।

১৯। অবচয়ি—অবচয়ন করিয়া, তুলিয়া। ২১। উজলি—উজ্জ্বল করিয়া।

লইয়া, ধাইছে ভারী ;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে ; চল সভাতলে।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,

৮। প্রগল্‌ভে—অহঙ্কারে।
২৫। পূত—মন্ত্রদ্বারা পবিত্র।

গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে; রুদ্ধ দ্বার;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,

২। কলুষনাশিনী—পাপনাশিনী। ৩। উপহার—উপকরণ, পূজাসামগ্রী।
২১। প্রসাদিতে—প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ করিতে। ২৩। রৌদ্র—ভয়ানক।

রাবণি ! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে ।” যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে ।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া !
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল !
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল !
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে !
 বিস্ময়ে কহিলা শূর, “সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্ ? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি ?

৫। ঊর্দ্ধফণা—উদ্যতফণা, অর্থাৎ ফণাধারী। ৮। পিণ্ড—লৌহপিণ্ড।
৯। মিহির—সূর্য্য। ১০। অম্বুনাথ—জলপতি, সমুদ্র। নিদাঘ—গ্রীষ্মোত্তাপ।
২৩। বঞ্চাইছ—বঞ্চনা করিতেছ। ২৪। সর্ব্বভুক্—সর্ব্বসংহারক অর্থাৎ অগ্নি।

নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার ! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম ! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে !"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি !
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে !
মদে মত্ত সদা তুই ; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে ! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি ;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে !"
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে ! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র ! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব

৫। কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপ—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা, অর্থাৎ সুগ্রীব।
৭। রাজদ্রোহী—রাজানিষ্টকারী। ৮। শৃঙ্গনাদিগ্রাম—শৃঙ্গবাদকসমূহ।
৯। ভগ্নোদ্যম—ভগ্নোৎসাহ, হতাশ। রক্ষঃ-চমূ—রাক্ষস সেনা। বিদাও—বিদায় কর।
১৭। উলঙ্গিলা—উলঙ্গ করিলা অর্থাৎ খাপ হইতে বাহির করিলা।
১৯। কৃপাণবর—তরবারিশ্রেষ্ঠ। শক্রকরে—ইন্দ্রহস্তে।

মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;—কি আর কহিব ?”
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
“আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে ! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে !”
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে !) “ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি !
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,

১। মহাহবে—মহাযুদ্ধে। ৯। জলদ-প্রতিম স্বনে—মেঘগর্জ্জনসদৃশ স্বরে।
১০। আনায়—জাল, ফাঁদ। ১৬। সপ্ত শূরে—সাত জন বীরে।
১৯। রোধিবে—রোধ করিবে ; অর্থাৎ ঢাকিবে।
২২। শাস্তিয়া—শাস্তি দিয়া। ২৩। কাকোদর—সর্প।

ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর ? কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি ?”
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে !
বহিল রুধির-ধারা ! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—নারিলা তুলিতে
তাহায় ! কার্ম্মুক ধরি কষিলা ; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ ! সাপটিলা কোপে
ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে !
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র ! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে !
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে !
“এত ক্ষণে”—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
“জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,

৫। ভীম প্রহরণে—ভীম আঘাতে। ১১। কার্ম্মুক—ধনুঃ।
১৩। ফলক—ঢাল। ১৪। শুণ্ডধর—হস্তী।
২০। খুল্লতাত—কনিষ্ঠ তাত, অর্থাৎ খুড়া।

সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ ; "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি ;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,

১। শূলীশম্ভুনিভ—শূলাস্ত্রধারী মহাদেবসদৃশ। ২। বাসববিজয়ী—ইন্দ্রজিৎ।
৫। গঞ্জি—গঞ্জনা অর্থাৎ তিরস্কার করি।
৮। ভঞ্জিব—ঘুচাইব। আহবে—সংগ্রামে।
৯। সাধনা—প্রার্থনা, ইচ্ছা। ১৩। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি।
১৬। বিধু—চন্দ্র। বিধি—বিধাতা। স্থাণু—মহাদেব।

শৈবলদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথীপ্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী

২। সম্ভাষে—সম্ভাষণ করে। ৩। অজ্ঞ—নির্ব্বোধ।
১৬। দম্ভী—অহঙ্কারী। শাস্তি—শাস্তি দি।

রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;
"নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভৎর্স মোরে
তুমি ! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি ! পরদোষে কে চাহে মজিতে ?"
রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি ।"

১। রাবণ-আত্মজে—রাবণপুত্রে, মেঘনাদে। ২। ভৎর্স—ভৎর্সনা কর।
৮। আশ্রয়ী—যে আশ্রয় অর্থাৎ শরণ লয়।
১১। নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র। অম্বরে—আকাশে। মন্দ্রে—গভীর শব্দ করে। জীমূতেন্দ্র—মেঘরাজ। কোপি—কোপ করিয়া।
২০। সহবাস—সংসর্গ অর্থাৎ সঙ্গে থাকা। ২১। বর্ব্বরতা—মূর্খতা।

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে!
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী!
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে!
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী!
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে;
শূল হস্তে শূলপাণি; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ; হেরিলা সভয়ে

৩। সন্ধানি—সন্ধান করিয়া। ১৬। বাহু-প্রসরণ—হস্তের ইতস্ততঃ সঞ্চালন।

দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে !
ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে !
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে !
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,

৩। নিষ্কল—চন্দ্রপক্ষে কলারহিত, মেঘনাদপক্ষে তেজোহীন।
১৭। শঙ্কর—মহাদেব। ১৮। বামেতর—বাম হইতে ইতর বা ভিন্ন অর্থাৎ দক্ষিণ।
২১। মূর্চ্ছিলা—মূর্চ্ছান্বিত হইলা।

আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে !
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দহিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে ?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি ?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।

৩। পরুষ—কর্কশ। ১২। বারতা—বার্তা, খবর।
২১। ত্রাণিবে—ত্রাণ অর্থাৎ রক্ষা করিবে।
২৪। অন্তিমে—চরমে, শেষাবস্থায়, মৃত্যুকালে।

অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে ;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায় ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলের ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার ! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে !
হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগতনয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;

৯। বিরাগ—দুঃখ। ১২। শরদিন্দুনিভাননা—শরচ্চন্দ্রসদৃশমুখী।
২২। অংশুমালী—অংশু, কিরণ যাহার মালাস্বরূপ, অর্থাৎ সূর্য্য।

গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃঅনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !
কি ফল এ বৃথা খেদে ? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর !" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর ! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে !
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,

২। অনীকিনী—সেনা। ৭। সম্বর—পরিত্যাগ কর।
৮। বিধান—নিয়ম, আজ্ঞা।
১৬। শার্দ্দূলী—ব্যাঘ্রী। অবর্ত্তমানে—অনুপস্থিতিকালে। ১৭। নিষাদ—ব্যাধ
১৮। আক্রমে—আক্রমণ করে।
১৯। গতজীব—গতপ্রাণ, অর্থাৎ মৃত। বিবশা—অধীরা।

হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে !
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী ।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী
শক্রজিৎ !" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব ; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে !"
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে ।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে !
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,

৭। অবতংস—অলঙ্কার।

মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী !" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয় !" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

৩। শঙ্করী—মঙ্গলদায়িনী, অর্থাৎ ভবানী, দুর্গা। কুসুমাসার—পুষ্পবৃষ্টি।

৫। কটক—সৈন্য।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে! রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিত কোমল কণ্ঠ! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে, সতী

২। পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। পদ্মযোনি—ব্রহ্মা।

৯। স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী—ভূমিতে তুল্যপ্রেমাকাঙ্ক্ষী, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে নলিনী জলে যেরূপ প্রফুল্লিতা হয়, সূর্য্যমুখীও স্থলে তদ্রূপ। সূর্য্যমুখী—পুষ্পবিশেষ, এই পুষ্প দিবাভাগে বিকসিত থাকে, রাত্রিকালে নিমীলিত হয়, এজন্য সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখীর নলিনীর সহিত সমপ্রেম বর্ণিত হইয়াছে। ১২। স্নানি—স্নান করিয়া।

কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার ? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি ?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত ;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে ?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি ! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও আবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি !"
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে ! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী ? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে ;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি ?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা ! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে

১০। অনুরোধে—অনুরোধ করে।
১১। বীণাবাণী—বীণার ন্যায় সুমধুরভাষিণী ; এস্থলে বীণাবাণী—প্রমীলা।
২০। সীমন্তিনি—সুন্দরি।

গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব ; হত রথীপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে ! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে !
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি ! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক ! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে !
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর ? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে ;
দেহ অনুমতি এবে তুমি দশাননে।"
উত্তরিলা কাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি ! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী ;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে !
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে ?"
হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে

১। ধূর্জ্জটি—শিব। ১১। সর্ব্বহর—সর্ব্বনাশক। কাল—সময়।
২২। পদরাজীবে—পাদপদ্মে। ২৩। শূলী—শূলাস্ত্রধারী অর্থাৎ মহাদেব।

সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস। পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি ; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে ; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।

১। হর—শিব।

ব্যথিল অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।
   কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উত্তরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী: "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি?
অভয় প্রদান আগে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে!" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত? কহ ত্বরা করি,—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!"

১। মর—যাহাদের মৃত্যু আছে, অর্থাৎ মনুষ্যাদি।
৭। করপুটে—করযোড়ে। ১১। সন্দেশ-বহ—বার্ত্তাবহ অর্থাৎ দূত।
২৩। ভবে—সংসারে।

বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী
কহিলা, "হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!"
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে—
"কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী; "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি
বীরেন্দ্রে! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহারে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,

১। বিরূপাক্ষচর—শিবদূত। ৬। হরি—সিংহ।
৯। বিউনিল—বিউনি করিল অর্থাৎ বাতাস করিল। বিউনি—পাখা
২৩। পুত্রহানী—পুত্রহন্তা অর্থাৎ যে পুত্রকে হনন করে।

তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে !"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব ; "এত দিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার ? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীব পদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে ! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে !"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে !
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস ; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে !
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ ; ধূম্রবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে ; বাহিরিল হেষে

৬। শৈব—শিবভক্ত। ২৩। রথগ্রাম—রথসমূহ। ২৪। বারণ—হস্তী।

তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস ; রথীবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে !
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা বলী
অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে !
আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে ! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে ।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে ।
গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে !

১। তুরঙ্গম—অশ্ব। ২। চামর—রাক্ষসবিশেষ। ৩। উদগ্র—একজন রক্ষঃ।

১৫—১৬। রক্ষঃকুল-অনীকিনী, গজরাজতেজঃ ভুজে ইত্যাদি দ্বারা দানবদলনী চণ্ডীর সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা, রাক্ষসসেনার সহিত গজরাজ ছিল কিন্তু চণ্ডীর ভুজে গজরাজের বল ছিল, অর্থাৎ চণ্ডী স্বীয় হস্তদ্বারাই হস্তীর কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অশ্বগতি পদে ইত্যাদি স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় উপমা উপমেয়ভাব কল্পনা করিয়া লইতে হইবেক।

থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে ;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি ;
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে !
 চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, "দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন ! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে ;
উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন ! শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব !" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি,
"কি আর কহিব, দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে !
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ ; স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি ;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে।
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে, সাজিছে সুরথী
লঙ্কেশ ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,

৩। ভূধরব্রজ—পর্ব্বতসমূহ। ১৩। লয়িতে—লয় করিতে।
১৪। ভয়ে বিভীষণের গণ্ডদেশ অর্থাৎ গাল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে।
১৮। বর্ম্ম—সাঁজোয়া। ২২। রাক্ষসচমূ—রাক্ষসসেনা।

আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে ?"
সুস্বরে কহিলা প্রভু, "যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস ; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে !"
শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি ;
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি ; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনূ ; জাম্বুবান বলী ;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ, রাক্ষসত্রাস ; আর নেতা যত।
সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু ; "পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী ; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা ! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে ; সাজ ত্বরা করি ;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে ! একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে ; বধ আজি তারে,

৭। কিষ্কিন্ধ্যানাথ—কিষ্কিন্ধ্যাপতি অর্থাৎ সুগ্রীব।
১১। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ।
১২। রক্তাক্ষ—রক্তবর্ণ চক্ষুঃ। নেতা—নায়ক অর্থাৎ যাহারা প্রধান

বীরবৃন্দ ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু ; শূলীশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে ; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে !
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধু, বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে ! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা ; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি !”
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব ; “মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে !
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে ;—
ধনমানদাতা তুমি ; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে !
আর কি কহিব, শূর ? মম সঙ্গীদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে ! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে !” গর্জ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয়রাম নাদে !
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে !—

১। বীরবৃন্দ—বীরসমূহ। ২। শূলীশম্ভুনিভ—শূলাস্ত্রধারী মহাদেবসদৃশ।
৭। স্নেহপণ—স্নেহস্বরূপ মূল্য। ৯। দাক্ষিণ্য—দয়া।
১৪। ভুঞ্জি—ভোগ করি। ২১। ঠাট—সৈন্য।

পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে !
   কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব ; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ ! বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে।
   বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে ;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ ; গাইছে সুতানে
কিন্নর ; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী ;
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে ;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে।
   পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, "দেহ পদধূলি,
জননি ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি !
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি,
তুমি, কি অভাব তার ?" হাসি উত্তরিলা

৭। জীবকুল-কুলক্ষণ—প্রাণিবর্গের কুলক্ষণস্বরূপ।
৯। শরদিন্দুনিভাননা—শরচ্চন্দ্রসদৃশমুখী। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রপুরী।
১২। কিন্নর—স্বর্গীয় গায়ক। ১৪। অনন্ত বাসন্তানিল—চিরমলয়মারুত।
১৫। বর্ষিছে—বর্ষণ করিতেছে। মন্দারপুঞ্জ—মন্দারপুষ্পসমূহ।

রত্নাকররত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
"ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব ; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি ;
রক্ষ তারে, আদিতেয় ! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে !
আর কি কহিব, শক্র ? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম ! দেখ চিন্তা করি,
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে।"
উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে ;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি।—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে !"
বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।

১। রত্নাকর—সমুদ্র। ইন্দিরা—লক্ষ্মী।
৪। প্রতিবিধানিতে—প্রতিবিধান করিতে। ১০। শক্র—ইন্দ্র।
১৪। জগদম্বে—জগন্মাতঃ। অম্বর—আকাশ। ১৭। সমরিব—সমর করিব।
১৯। বাসবীয়—বাসব অর্থাৎ ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। চমূ—সেনা। রমা—লক্ষ্মী।

গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে ; শিখীধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে ;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী ;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন ! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা ; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম ; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে !
সুধিলা মাধবপ্রিয়া ;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল ? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে ?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী ;
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে ?—
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি ; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে !"
আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে !
রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—

৬। শিখা—জ্বালা। ৯। চর্ম্ম—ঢাল।

হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসঙ্খ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি ?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে ;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে !"
ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে ! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—

৬। নীড়—পক্ষীর বাসা। ২৪। অবরোধ—অন্তঃপুর।

"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে ! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার ! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুখাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে !
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে ?
আর কি পাইব তারে ? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া

২। শরজাল—বাণসমূহ। ৪। নাগ—সর্প।
৮। নিভৃত—নির্জ্জন স্থান। ৯। আসন্নকালে—মৃত্যুসময়ে।
১১। দয়িতা—স্ত্রী। ১৮। বামতম—অত্যন্ত বাম।
১৯। আলবাল—বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে জল রক্ষার্থে যে গোলাকার বাঁধ। অকাল—অসময়। নিদাঘ—গ্রীষ্ম।

কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে ;
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে ;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী !"
   নীরবিলা মহেষ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে !
   শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে !
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূ, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম ; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে !
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল

২। কপট-সমরী—কূটযুদ্ধকারী।
১৩। তিতিয়া—ভিজিয়া। নয়ন-আসারে—নয়নাশ্রুধারায়।
১৪। স্বন—শব্দ। ১৭। নেতৃনিধি—নেতৃশ্রেষ্ঠ।
২০। মন্দ্রিলা—মন্দ্র অর্থাৎ গম্ভীর ধ্বনি করিলা। জীমূতবৃন্দ—মেঘসমূহ।
২১। ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি।

সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি ; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি !—
মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে ;—
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি ;—
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে ; বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু ! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে !
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন ! বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে !
আর কি কহিব, নাথ ? পদাশ্রিতা দাসী !

১। সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।
৩। তিমিরপুঞ্জ—অন্ধকাররাশি। তিমির-বিনাশী—অন্ধকারনাশক।
৬। প্লাবন—জলপ্লাবন অর্থাৎ বন্যা। ১৫। কূর্ম্ম—কচ্ছপ।
১৬। দশনশিখরে—দন্তের অগ্রভাগে।

তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।”
  হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
“কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ
বসুধে ? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে ?”
  উত্তরিলা কাঁদি মহী ; “কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র ; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী !
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে !
দেবাকৃতি রথীপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে ;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে ;
করিলা প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে ;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে ?”
  চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে।
দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে ;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি ;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে ! টলিছে সঘনে

৪। আয়াসে—আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দেয়। ৯। মদকল—মদমত্ত।
২১। প্রতিঘ-অন্ধ—রাগান্ধ। ২৪। পরাগ—ধূলি।

স্বর্ণলঙ্কা ! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য ; উর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে ।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে ! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে !
পালাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি ;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা ; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি ! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে ;—
"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে ! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে ।
না হেরি উপায় কিছু ; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি !" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা ; "হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী ; সতত রত নিধনসাধনে !
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি ।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দংশাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে ! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর ; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ ? বাঁচাও দাসীরে,
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে !"

২। উর্ম্মিকুল—ঢেউসমূহ। ১৯। নিধন—মারণ, নাশ।

উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে ; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি ;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।
যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ;

১। বৈনতেয়—বিনতানন্দন গরুড়।
২১। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষুঃ অর্থাৎ ইন্দ্র। ২২। ভানু—সূর্য্য।

কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে !
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে !
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি !
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার ? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি ! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী !"
উত্তরিলা স্বরাশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি !
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী। নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ; কে রাখিবে তারে ?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ডি লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল ! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে ?"
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত ; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে

১। বাহন—যে বহন করে, অর্থাৎ অশ্ব হস্ত্যাদি।
২২। কম্বু—শঙ্খ, শাঁখ। ২৫। কলম্বকুল—বাণসমূহ

ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত ! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী ;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে ; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী ; রণভূমি পূরিল ভৈরবে !
আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে।
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর ; রথচক্র ঘূরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে ; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে ! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনূ সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর ! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি ; টলটল টলে

৩। কুঞ্জরপুঞ্জ—হস্তিসমূহ।
৮। সৌরতেজঃ—সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী। ১৮। বীরর্ষভ—বীরশ্রেষ্ঠ।

টলিলা কনক-লঙ্কা ; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী ;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, উষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে !
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী,
দেখ চেয়ে ! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিত !" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে ;
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি।
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী ! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
আতঙ্কে ! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,

৫। বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা। ১১। হে সূত—হে সারথি।

সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি!"
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—

১। প্লাবন—বন্যা। ২। বালিবন্ধ—বালির বাঁধ।
৩। গোষ্ঠবৃতি—গোয়ালের বেড়া। ৪। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা।
১১। কুমার—কার্ত্তিকেয়। ২০। কাতরিয়া—কাতর করিয়া। ২১। শক্তিধর—কার্ত্তিকেয়।

দেবতেজঃ ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে ;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি !" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি !"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে ; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায় ! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।

৫। স্নেহেন—স্নেহ করেন।
৮। নীলাম্বরপথ—আকাশপথ।
১৩। কটক—সৈন্য।
১৬। প্রসরণ—প্রতিসর, বেষ্টন।
১৭। নিরস্তিলা—নিরস্ত করিলা।
২১। পার্থ—পৃথাপুত্র অর্জ্জুন।

কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে ;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে !
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ ! অবধ্য তুমি, অমর ; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে ! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব !" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি !
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে !
অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা
লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী !
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে ! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি ; "না চাহি তোমারে

১২। কোষ—তরবারির খাপ। ১৩। কুলিশী—বজ্রী, ইন্দ্র।
১৫। দম্ভোলি—বজ্র। ১৮। মহীরুহ—বৃক্ষ। ২১। মাতলি—ইন্দ্রের সারথি।

আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে!
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে
মহেম্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।

২। জীব—জীবিত থাক। ১৫। পুত্রহা—পুত্রহন্তা অর্থাৎ যে পুত্রকে মারে
১৯। অঞ্জনাপুত্র—হনূমান্। ২৪। অস্থিরিলা—অস্থির করিলা।

অধীর হইলা হনূ, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে ! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেণ কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে ;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনূ।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—“রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে ?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথীকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে ! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ় ? দেবর কে আছে
আর তার ?” ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—“অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ ? পরদারালোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট ? রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে !
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে !”
এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল

১। ভূধর—যে পৃথিবীকে ধারণ করে অর্থাৎ পর্ব্বত। ৪। মিহির—সূর্য্য।
২০। পরদারালোভে—পরস্ত্রীলোভে। ২৫। অনম্বর—আকাশ।

শিখর ; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে ! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা ; পালাইল সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে) ; দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন ! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি ! বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে ;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে !
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?
শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর ? কোথা রাজা সুগ্রীব ? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্ম্মিলা,
ভাব্ দোঁহে ! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে ; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী !

১৫। মত্ত করী—মত্ত হস্তী। ২৩। কলত্র—স্ত্রী।

কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।"
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি: আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!"
বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, "বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!"
স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
উজ্জলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরি সম পড়িলা সুমতি।

৪। চাপ—ধনুঃ। ২৬। সপন্নগ—সসর্প।

গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে ; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে ! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িলা সৌমিত্রি শূরে । কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে ! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে ! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি ; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব ; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে !"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর !" মনোরথ-গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র ; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ ! হত রিপু, কি কাজ সমরে ?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা ।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনা ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,

৪। শব—মৃতদেহ। ১১। লাঘবিলা—লাঘব করিলা অর্থাৎ কমাইলা।
২৪। তাণ্ডবি—তাণ্ডব অর্থাৎ নৃত্য করিয়া।

রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে!
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব ; তারাদলে আইলা রজনী ;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনু, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে!
চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—

১। বিরাম-মন্দিরে—বিশ্রামগৃহে। ৪। তমোহা—অন্ধকারনাশক। মিহির—সূর্য্য।
১২। গৈরিক—ধাতুবিশেষ। ১৩। প্রস্রবণ—ঝরণা।

আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্‌-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্‌ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,

১৫। পৌলস্তেয়—পুলস্তনন্দন রাবণ। ১৭। সর্ব্বভুক্‌ সম—অগ্নিতুল্য।
১৮। দুর্ব্বার—যাহাকে দুঃখে নিবারণ করা যায়। ২২। বিলাপে—বিলাপ করে।
২৪। কর্ব্বুরোত্তম—রাক্ষসশ্রেষ্ঠ।

ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে?
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে!)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,

২। উন্মীলি—উন্মীলন করিয়া অর্থাৎ প্রকাশিয়া, চাহিয়া।

৬। অভাগিনী—ইহা সীতার বিশেষণ। রামের সীতাকে অভাগিনী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সীতার নিমিত্তেই লক্ষ্মণের এতাদৃশী দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে ;
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যূষে ! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু, সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?"
"কি না তুমি জান, দেব ?" উত্তরিলা দেবী
গৌরী ; "লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।

৩। সরস—সরস করিয়া থাক। ৪। এ প্রসূনে—লক্ষ্মণরূপ পুষ্পে।
৫। বিতর—বিতরণ অর্থাৎ দান কর।
১১। নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র। ১৩। শৈলসুতা—গিরিবালা।
১৪। উৎসঙ্গ-প্রদেশে—ক্রোড়দেশে অর্থাৎ কোলে।
১৫। ধূর্জ্জটি—মহাদেব। সঘনে—ক্রমাগত, নিরন্তর, ঘন ঘন।
২১। আক্ষেপিছে—আক্ষেপ করিতেছে।

অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে !
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে ? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায় ; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র ; তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে ?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে !
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে !”
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।
হাসি উত্তরিলা শম্ভু, “এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্তনগরে
মায়া সহ ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার ; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে !
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি।
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।”
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায় ; মৃদু স্বরে কহিলা পার্ব্বতী ;—
“যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি।

১২। কৃতান্তনগরে—যমপুরে।
১৪। প্রেতদেশ—মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান, অর্থাৎ যমালয়। ১৯। তমোময়—অন্ধকার ময়।

কাঁদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে
আকুল ; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।
   রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই ; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে ; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে

১৩। খমুখে—আকাশমুখে অর্থাৎ আকাশে।
১৪। সিন্ধুনীরে—সমুদ্রজলে। তরী—নৌকা।

জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে ; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।”
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক-আদি
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে ?
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন ! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত !
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী

১৯। তনু—শরীর। ২২। কল্লোল—কল কল শব্দ। ২৫। পরিখা—গড়খাই।

বজ্রনাদে ; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে !
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে ;
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা ; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে !
  সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন ! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ ; কেহ বা উল্লাসে !
  সুধিলা বৈদেহীনাথ,—"কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত ?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে ?"
  উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত ; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা !
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে

২। পয়ঃ—দুগ্ধ ৬। পাবকরাশি—অগ্নিরাশি।
৮। পিনাকী—মহাদেব। পিনাক—শিবধনুঃ। ইষু—বাণ।
১৯। কামরূপী—স্বেচ্ছারূপী, অর্থাৎ যখন যেমন ইচ্ছা সেইরূপ রূপ যে ধারণ করিতে পারে।

প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে ; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে ; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন !
চল মোর সাথে তুমি ; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর, "কে তুমি ? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময় ? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে !" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে ;—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার ? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে !"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি ; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি

৫। পীড়য়ে—পীড়া দেয়। পুলিনে—তীরে

ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি !
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে ;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে !"
  অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি ; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা ;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য ! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি ! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা !
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—

২। আগ্নেয়—অগ্নিময়। ৩। তোরণ—গেট। ৫। স্পৃহা—ইচ্ছা, লোভ।

১০। শ্লেষ্মা—কফ। ১২। বিশাল-উদর—লম্বোদর। ১৩। অজীর্ণ—অপাক।

১৩—১৫। অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই যে, ঔদরিক ব্যক্তির ভোজন-লালসা অধিক হয়, সুতরাং সে উপাদেয় সামগ্রীর ভক্ষণস্পৃহায় পূর্ব্বভক্ষিত অপাক দ্রব্যজাত উদ্গীরণপূর্ব্বক উদর শূন্য করে।

১৫—১৮। প্রমত্তত্ব—প্রমত্ততা। নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, জ্ঞানহরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রমত্ততার স্বাভাবিক লক্ষণ।

দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে !
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি ; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া ! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি ;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে ! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রাহিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে ! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত ; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী ! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা ; কভু বা কাঁদে ; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে ; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ; গিলে বিষ ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি ! কভু, ধিক্ ! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা ! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে !

২। যক্ষ্মা—যক্ষ্মাকাস। ৪। বিসূচিকা—ওলাওঠা, উদর-পীড়া।

৬। শুভ্রজলরয়রূপে—শুভ্রজলবেগরূপে। অর্থাৎ ওলাউঠা রোগে সর্ব্বশরীরের শোণিত জলরূপে পরিণত হইয়া মুখ ও মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। আর পিপাসা, আকর্ষণী প্রভৃতি ক্রিয়া উক্ত রোগের প্রধান লক্ষণ। ৭। অঙ্গগ্রহ—আকর্ষণী, ধনুষ্টঙ্কার, খেঁচারোগ।

কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে!
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে?
  দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ সূতবেশে!
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি;
ঊর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে!
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু ঝুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী—"এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
সীতাকান্ত; দেখাইব আজি তে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।
দক্ষিণ দুয়ার এই; চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।"
  পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে!

২। প্রবাহিণী—নদী। ৫। খর—তীক্ষ্ণ। ৬। সূতবেশে—সারথিবেশে।
৯। নিধনসাধনে—নাশসম্পাদনে অর্থাৎ মারণে।
১৯। জীবে—জীবিত থাকে। ২৩। দাবদগ্ধ—দাবানলদগ্ধ।

অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল ; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি ; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে !
কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি ! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে ! "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, স্রজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু ? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ?
কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব ? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ?"
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
"বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা ? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে !
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?

৪। দুর্গন্ধময়—দুর্গন্ধপূর্ণ। সমীর—সমীরণ, পবন, বায়ু। ১৫। দারা—স্ত্রী।
২১। শূন্যদেশভবা বাণী—আকাশবাণী অর্থাৎ দৈববাণী।

সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে ;
কাটে কৃমি ; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে ! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী !
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা ; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে ;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে !
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর ; অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জ্বলে নিত্য ! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি ! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে

১। সুবিধি—সুনিয়ম। বিধির—বিধাতার। বিধি—নিয়ম।
৪। কৃমি—কীট, পোকা।
৬। পূরে—পূর্ণ করে। ২৪। আত্মহা—আত্মঘাতী।

চিরবন্দী !" করপুটে কহিলা নৃপতি,
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে ? অসহায় নর ; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে ?" উত্তরিলা মায়া,—
"নাহি বিষ, মহেষ্বাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে ! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে ?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা ;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে !
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে !"
কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী।

১। চিরবন্দী—চিরবন্দী-স্বরূপ। আত্মঘাতীদিগকে চিরবন্দী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাদের উক্ত কূপনামক নরক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কখনই সম্ভাবনা নাই।

৬। কলুষকুহকে—পাপকুহকে। ১০। অবহেলে—অবহেলা করে।

১১। রণে—রণ করে।

১৩। আবরেন—আবরণ করেন, ঢাকেন। অর্থাৎ ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন।

১৬। কান্তার—দুর্গম পথ।

স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
"কে তুমি, শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি?
কহ কথা; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে!"
উত্তরিলা রক্ষোরিপু, "রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী;
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।"
উত্তরিল প্রেত এক, "জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটীবনে আমি!" দেখিলা নৃমণি

১—২। রোগীহাস্যের সহিত কিরণাবলীর উপমা দিবার মর্ম এই যে, যেমন পীড়িত ব্যক্তির হাস্যে কোন রস বা শক্তি নাই, সেইরূপ কিরণজালের পত্রমধ্য দিয়া প্রবেশ করাতে কেবল আলোকমাত্র আছে, কিন্তু তাহাতে কোন তেজঃ নাই। ৮। তোষ—তুষ্ট কর।

১১। রসনাজনিত ধ্বনি—রসনোচ্চারিত শব্দ, অর্থাৎ মানববাক্য।

১৩। বরাঙ্গ—শ্রেষ্ঠাঙ্গ, অর্থাৎ সুন্দর। ১৮। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব।

চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে !
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে ?"
"এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ !" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম !" আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা ! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পালাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড় ! কহিলা শূরেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস ; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে !" দেখিলা বৈদেহী-
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত ; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা

৪। পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যনন্দন রাবণ। ৮। খর—খরনামক রাক্ষস।

১১। অহি—সর্প। নকুল—নেউল। খর দূষণের বিষদন্তহীন সর্পের সহিত তুলনা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন সর্পের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিলে আর বল থাকে না, সেইরূপ খর দূষণ রামের নিকট পরাজিত হওয়া অবধি পরাক্রমশূন্য হইয়াছে।

ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
উর্দ্ধশ্বাস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।
কত ক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
সিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবনমদে!" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে!" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।—
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে

১৪। কুড়িছে—উপড়াইতেছে, অর্থাৎ তুলিয়া ফেলিতেছে।

১৫। অঞ্জন—কাজল। ১৮। ঘৃণিতাম—ঘৃণা করিতাম।

১৯। গরিমার—গৌরবের। কেশাবলী প্রভৃতির চিকণ বন্ধনাদির দ্বারা কামিগণের মনোহরণাদিপূর্ব্বক নানা সুখভোগ বর্ণনানন্তর "গরিমার পুরস্কার" ইত্যাদি বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, কেশাবলী প্রভৃতি দ্বারা যে স্বর্গতুল্য সুখভোগ করিয়াছি, অবশেষে কি সে সুখভোগ নরকভোগরূপে পরিণত হইল।

স্বনিছে ভীষণ সর্প ; নখ অসি-সম ;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ ; ঝুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে ;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি ; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা ! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায় ?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায় !" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।
আবার কহিলা মায়া ;—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে !
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে !
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে

২। রক্তাক্ত—রক্তমিশ্রিত।
২২। কম্বু—শাঁখ। কবিরা সচরাচর শাঁখের সহিত গ্রীবা অর্থাৎ ঘাড়ের তুলনা দিয়া থাকেন।

গ্রীবাদেশ ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর ! সুক্ষীণ কটি ; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে ।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা ;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে ।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা ।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি ; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব !
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে ।

১—৪ । সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি—স্তনাবরণ, স্তনকে আচ্ছাদন না করিয়া বরং তাহার রুচি অর্থাৎ কান্তির বৃদ্ধি করতঃ কামিগণের কামানল উদ্দীপ্ত করে ।

৪—৮ । এই স্ত্রীলোকদিগের পরিধান-বসন নীলবর্ণ এবং এত পাতলা যে, তদ্দারা উরুদেশের আবরণ দূরে থাকুক, বরং তন্মধ্য দিয়া আপন কান্তিসকল এমন প্রকাশ করিতেছে যে, যেমন বস্ত্রহীনা অপ্সরীদলের কান্তি তাহাদের জলকেলিকালে প্রকাশ পায় ।

১৬ । কিম্বা হে রতিদেবি, এই সকল পুরুষ তোমার মনোরথ মন্মথের তুল্য সুন্দর

তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি?
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে!
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত
লৌহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাষে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে;—

১—৪। পুরুষকুল-দর্শনে এই সকল দুর্দ্ধর্ষা নারীগণের কামরিপু প্রবল হওয়াতে তাহাদের শ্বাসবায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের কণ্ঠস্থিত কুসুমমালার রজঃ অর্থাৎ কুসুমধূলি উড়াইয়া ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই স্ত্রীলোকেরা কামে বিবশা হইল। পুরুষদলও তাহাদের হাব ভাব লাবণ্য দর্শনে একবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল।

৫—৮। বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা, এ স্থলে নারী ও পুরুষদলের বিহঙ্গ বিহঙ্গীর সহিত তুলনা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, রতিকালে তাহাদের যেমন স্থানাস্থান ও সময়াসময়ের বিবেচনা থাকে না, নারী ও পুরুষগণেরও এ স্থলে সেই দশা ঘটিয়া উঠিল।

"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা ;—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে ; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে ; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে ; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কালানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে !"—
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,

। মরু-ভূমে মরীচিকা কেবল তৃষার উৎপাদক মাত্র, কিন্তু তৃষার নিবারণে সে শক্তিহীনা। মাকাল ফলেরও অবিকল সেই ধর্ম্ম, এ সুরূপা স্ত্রীদল ও সুদৃশ্য পুরুষদল বিধাতার দণ্ডবিধানানুসারে উভয়ে উভয়ের মনোরথ সফল করিতে অক্ষম, তন্নিমিত্তই উপরি উক্ত বিবাদ। প্রথম দর্শনে উভয়ের মনে যে অনুরাগ জন্মে, সে অনুরাগ বৃথা হইয়া মহা ক্রোধরূপ ধারণ করে।

১১—১৭। এই অসাধারণ বর্ণনা নীতিশূন্য নহে, প্রথমতঃ পাঠকগণের মনে ইহা অশ্লীল বোধ হইতে পারে, ফলতঃ ইহা তাহা নহে। কবি এ কুপাপের যে দণ্ড এ স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই এতদপেক্ষা সুকৌশলে প্রকাশ করা যায় না। এই নীতিগর্ভ উপদেশবাক্যটি বোধ হয়, সকলেরই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবেক। (যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী) এই বর্ণনাটি নূতন সঙ্কলিত।

তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে ?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"
হাসিয়া কহিলা মায়া, "অসীম এ পুরী,
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ ! পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল ; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা !
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা !
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,

৩। কিশোর—বালক।
১৩। সুসরসী—সুসরোবর।
১৪। বাসন্ত সমীর—বসন্তানিল।
১৮। উৎস—ফুয়ারা।
২০। প্রদানেন—প্রদান করেন।
২১। চর্ব্ব্য—যে বস্তু চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়। চোষ্য—যে বস্তু চুষিয়া খাইতে হয়। লেহ্য—যে বস্তু চাটিয়া খাইতে হয়। পেয়—যে বস্তু পান করিতে হয়।

অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে!
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার ; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক্! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে ঊর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল ; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি ; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে!
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী

১। কামধুক্—স্বর্গ। কাম—ইচ্ছা, অভিলাষ। ধুক্—দোহনকর্ত্তা। অর্থাৎ যেখানে মনোরথ পূর্ণ করেন। ৮। বন্ধ্য—ফলশূন্য, বাঁজা। ১০। তুষার—হিম, বরফ।
১১। দ্রবি—দ্রব করিয়া অর্থাৎ গলাইয়া। ১৬। তড়াগ—সরোবর।
১৯। কেলি—ক্রীড়া, খেলা। ২০। ভেক—বেঙ।
২১। মহোরগবৃন্দ—মহাসর্পসমূহ। অশেষশরীরী—দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট।

শেষ যথা ; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে ;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট! আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে!
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।

নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর ; জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ ;—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি! চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ ;—সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম! কহিলা সুস্বরে
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কানন-পথে চল ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি

১। শেষ—শেষনামক সর্প। অনন্ত নাগ। ১৭। স্বর্ণসৌধ—সুবর্ণ অট্টালিকা।
১৮। কনক-প্রসূন-পূর্ণ—স্বর্ণকুসুম-পরিপূর্ণ। সরসী—সরোবর।

সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কতক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে; কোথায় গরজে
গজেন্দ্র! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।
কহিলা রাঘবে মায়া, "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।

৫। রঙ্গভূমি—যুদ্ধক্ষেত্র। ১১। পতাকাচয়—পতাকাসমূহ।
১৪। বীরকুলসংকীর্ত্তন—বীরকুলের যশোগান।

দেখ শুম্ভে, শূলীশম্ভুনিভ পরাক্রমে ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী ;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে ;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব, "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে ?"
উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে ;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী ; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ ! করে শূল, গজপতিগতি।
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা,—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,

ত্রিপুরারি-অরি—শিবশত্রু।

৯। প্রথম নরান্তক—একজন রাক্ষসের নাম। দ্বিতীয় নরান্তক—নরকুলের অন্তকারী, অর্থাৎ যম। ১০। অন্ত্যেষ্টি—ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি।

রঘুকুলচূড়ামণি ? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে ! কহিলা হাসিয়া
বালি, "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি !
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব !
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায় ! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে ;
অসীম গৌরব তেঁই ! চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ, কৃপা করি,
হে সুরথি, সমসুখী এ-দেশে কি তোমা
সকলে ?" "খনির গর্ভে" উত্তরিলা বালি,
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব ; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে ;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।
রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,

৬। বিমল রয়ে—নির্ম্মল বেগে। ১১। বিহারেন—বিহার করেন।
২৪। পীযূষসলিলা—অমৃতজলা।

জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ রতনে
খচিত আসনাসীন ! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি ! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে !
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত ! আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র ! ধন্য তুমি ! ধরিলা তোমারে
শুভক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী !
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব !
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণ-বার্ত্তা ! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে,—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে ; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি
অনুজ ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি ! কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি ?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে ;

৩। আসনাসীন—আসনোপবিষ্ট। ৫। চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া।

যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি !"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা ; দেবাকৃতি বহু
রথী ; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে !
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।
কহিলা জটায়ু বলী, "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী ! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে, প্রাণীদল।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপৰ্দ্দী ! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি !
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি ; তাহে সরঃ, খচিত কমলে !
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি

১। রিপুদমি—শত্রুদমনকারি। ২। রম্য দেশ—মনোহর স্থান।
৫। কেলিছে—কেলি করিতেছে। মধুকালে—বসন্তকালে।
১৮। কপৰ্দ্দী—শিব। কল—মধুরাস্ফুট শব্দ। ২১। সরঃ—সরোবর।
২৩। বিনতানন্দনাত্মজ—গরুড়পুত্র অর্থাৎ জটায়ু।

রাঘবে, "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি !
হিরণ্ময় ; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী ! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু !"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতীর পদতলে ; সুধিলা আশীষি
দিলীপ, "কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম !" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি ? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা ! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি !
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে ? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে ?"
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,—

৬। সুদক্ষিণা—দিলীপের স্ত্রী।
৭। নিদান—আদিকারণ, মূল।
১১। অগ্রসরি—অগ্রসর হইয়া।
২৩। বন্দ—বন্দনা কর।

"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল ; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী ; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি ; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা ; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে ! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভূ, ধরিলা গরভে !"
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে !
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্ ! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু ; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে

৯। শত্রুঘ্ন—শত্রুনাশক। ২৫। অন্তরীক্ষে—আকাশে।

সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে ; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে ?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর ? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র ? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই ! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা ; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে ; কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে ? এ নগরে বিদিত যদ্যপি

৫। দেবারাধ্য—দেবতাদিগের আরাধনীয়।
৬। প্রসরি—বিস্তার করিয়া, অর্থাৎ বাড়াইয়া। ১৭। আয়াস—ক্লেশ, দুঃখ

ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর ! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি ! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা ! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে ! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ !" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে ; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা ; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র হনূ, আশুগতিগতি ;
প্রের তারে ; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি

২১। আশুগতিপুত্র—পবনপুত্র। আশুগতিগতি—পবনগতি, অর্থাৎ পবনের ন্যায় দ্রুতগামী। ২২। প্রের—প্রেরণ কর, পাঠাও।

তব শরে ; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে ;—
কিন্তু সুখভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব !
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে !
মম পাপহেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
“অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনূমানে ;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে ;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।”
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম ;—বৃথা !
নারিলা স্পর্শিতে পদ ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে ;—
“নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র ! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি ? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।”
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী ;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম ! বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে ?
কহ শীঘ্র ! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি ? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল !
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে ; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে ?"
কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে ;—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র ? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,

১। প্রভাতিল—প্রভাত হইল। বিভাবরী—রাত্রি।

৭। লক্ষি—লক্ষ্য করিয়া। ৮। সচিবশ্রেষ্ঠ—মন্ত্রিপ্রধান। বুধ—পণ্ডিত।

১৮। কর পুটি—করযোড় করিয়া।

২১। দেবাত্মা—দেবতা যাহার আত্মা, অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী।

মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বারমদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে !”
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরথী
লঙ্কেশ,—“বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর ! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ?

৩। হিমান্তে—শীতাবসানে, অর্থাৎ গ্রীষ্মে। ভুজঙ্গ—সর্প।

৬। করিযূথ—হস্তী। যূথ—হস্ত্যাদির দল।

৯। অমর—যাহাদিগের মৃত্যু নাই, অর্থাৎ দেবতাদি। মর—যাহাদিগের মৃত্যু আছে, অর্থাৎ মনুষ্যাদি। ১৩। গ্রাসিলে—গ্রাস করিলে। কুরঙ্গ—মৃগ।

১৬। কর্ব্বুর-গৌরব-রবি—রাক্ষসকুলের গৌরবস্বরূপ সূর্য্য।

১৭। শূলীশম্ভুসম—শূলধারিমহাদেবসদৃশ।

১৮। কুমার—পুত্র অর্থাৎ মেঘনাদ। বাসবজয়ী—ইন্দ্রের জেতা।

১৯। শক্তিধর—কার্ত্তিকেয়।

ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ!" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র হনূ, আশুগতিগতি;
প্রের তারে; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি

২১। আশুগতিপুত্র—পবনপুত্র। আশুগতিগতি—পবনগতি, অর্থাৎ পবনের ন্যায় দ্রুতগামী। ২২। প্রের—প্রেরণ কর, পাঠাও।

তব শরে ; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে ;—
কিন্তু সুখভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব !
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে !
মম পাপহেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনূমানে ;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে ;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম ;—বৃথা !
নারিলা স্পর্শিতে পদ ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে ;—
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক ! ছায়া মাত্র ! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি ? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী ;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।

আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে ?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব ;—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি !—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি !
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।"
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,

৬। পরিহরি—পরিহার, অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া।

৭। সৎক্রিয়া—সৎকার, অর্থাৎ দাহাদি।

৯। বিপক্ষ ইত্যাদি—বীরপুরুষেরা বীর বিপক্ষ হইলেও তাহার সম্মান করিয়া থাকেন

১১। বীরযোনি—বীরপ্রসবিনী, অর্থাৎ যেখানে অনেক বীর আছে।

২১। পয়োনিধি—সমুদ্র।

আনন্দসাগরে মগ্ন ; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নবরস ; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায় ; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল ! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্রে বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী !
কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা ;—
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গিদল সহ ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।"
আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে ?"
প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি !—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;

৮। বার্ত্তাবহ—যে সংবাদ বহন করে, অর্থাৎ দূত।

দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;—
পরমনোরথ আজি পূরাও, সুরথি ।'"
উত্তরিলা রঘুনাথ,—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব ; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে !
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে !
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর ! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে । কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক !" এতেক কহি নীরবিলা বলী ।
নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি ;—
"নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে !
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি !
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি তুমি, রাঘব ! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে !—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে !
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু ;

১৩। প্রহারে—প্রহার করে।

খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে ?”
প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত ! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে।
যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলী,—
“কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী ? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে ;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে ; দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাসম শর ; দিবা-অবসানে,
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্বণে !
কে জিনিল ? কে হারিল ? কহ ত্বরা করি,
সরমে ! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ?

১। খগেন্দ্র—পক্ষিরাজ, গরুড়। ৫। আসারে—বারিধারায়
১৫। হাহাকারে—হাহাকার করে। ২৫। প্রবোধ—সান্ত্বনা।

না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!"
কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে;—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিত! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী! কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে!
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—

৫। রোধিল—রোধ, অর্থাৎ আটক করিল।

১৮। সুবচনী—দেবীবিশেষ। সরমাপক্ষে সুসংবাদদায়িনী

দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে ?
কিন্তু শুন কান দিয়া ! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি।”—কহিলা সরমা
সুবচনী,—“কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি ! সপ্ত দিবা নিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে ;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র ! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা !—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি ! হরকোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?”
কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে ;—
“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,

শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান ! হাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে ! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল !"—"দোষ তব,"—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি ?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে ?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি !
আর কি কহিবে দাসী ?" কাঁদিলা সরমা
শোকে ! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।
খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ;
বাজীরাজী সহ গজ ; রথীবৃন্দ রথে

১১। স্বর্ণব্রততী—স্বর্ণলতা।
১২। রসাল—আম্রবৃক্ষ।
১৭। রাঘববাঞ্ছা—রাঘবের বাঞ্ছাস্বরূপ।
২২। পতাকিকুল—পতাকাধারীর দল।

মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে।
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!
  বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে;—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে!
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে!
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা!
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি

১। ক্বণে—শব্দে। ৬। অসিকোষ—খাপ। সারসন—কোমরবন্ধ
১০। কৃষ্ণ-হয়ে—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে।
১৪। উচ্ছ্বাসিছে—উচ্ছ্বাস, অর্থাৎ নিশ্বাস ছাড়িতেছে।
২২। বৃন্ত—বোঁটা। ২৩। বামাব্রজ—স্ত্রীসমূহ।

পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে !
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল রতনে !
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম !
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা-আদি
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী ;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী !
 বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে !—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান ! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শংখ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র ; সুকবচ ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট ; আর বীরভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া

১১। পেশল—কোমল। উরস—বক্ষঃস্থল। হানি—আঘাত করিয়া।

১৬। প্রতিমাপঞ্জর—দুর্গাদি প্রতিমার ঠাট অর্থাৎ কাটাম। দ্বিতীয় প্রতিমা—দুর্গাদির প্রতিমূর্ত্তি। ১৭। বিসর্জ্জন—জলাশয়ে ক্ষেপণ, অর্থাৎ ভাসান।

২০। ফলক—ঢাল। ২১। সৌরকর—সূর্য্যকিরণ। ২৩। গীতী—গায়ক।

রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।
সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্তো রতি মৃত কাম সহ সহগামী!
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারাকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি ভোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে, কাতারে,

৩। জলবহ—যে জল বহন করে, অর্থাৎ ভারী, ভিস্তি।

৬। শিবিকা—পালকিবিশেষ, অর্থাৎ চৌপালা।

১২। চামরিণী—চামরধারিণী, অর্থাৎ যাহারা চামর ঢুলায়।

১৫। ভাতিত—ভাতি অর্থাৎ দীপ্তি পাইত।

চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে !
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি ;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে ; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে ;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী ;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শংখ ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে !
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ ;—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতূরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে !

৪। উচ্চারয়ে—উচ্চারণ করে। ৫। হবির্ব্বহ—অগ্নি। হোত্রী—হোমকর্ত্তা।
৮। পূত—পবিত্র। ৯। গাঙ্গেয়—গঙ্গাসম্বন্ধী।
১৬। বিশদবস্ত্র—শুভ্র পরিধেয় বস্ত্র।

ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে !
কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃসহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে ! সাবধানে যাও, হে সুরথি !
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে !
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার ! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে !"
দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল ;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখীধ্বজে শিখীধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী,
মৃগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।

৮। পরাপর—আপন পর। ১৩। [হে] শিষ্টাচার—হে ভদ্র।
১৮। স্কন্দ—কার্ত্তিকেয়। ১৯। সেনানী—সেনাপতি। চিত্রিত—নানাবর্ণিত।
২৩। তপনতেজে—সূর্য্যতেজে।

আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে

২। অম্বরে—আকাশে। ৩। দিব্য—স্বর্গীয়।
১৩। বিতরিলা—বিতরণ অর্থাৎ দান করিল।
১৭। জীবলীলাস্থলে—জীবনের লীলার স্থানে অর্থাৎ সংসারে।

লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে ! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব, সখি ? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে !"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে ।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে ।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে

৭। আরোহি—আরোহণ করিয়া। ৯। কুসুমদাম—ফুলমালা। কবরী—কেশপাশ।
১১। বেদী—বেদজ্ঞ। ১৯। শাক্ত—শক্তি-উপাসক। শক্তি—দুর্গা।
২১। অন্তিমে—শেষাবস্থায় অর্থাৎ মরণকালে। ২৪। মহাযাত্রা—মরণযাত্রা।

তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে !
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"
  অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে !
লড়িল মস্তকে জটা ; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা

১২। সান্ত্বনিব—সান্ত্বনা করিব। ১৯। দারুণ—কঠিন, নিষ্ঠুর।
২০। শূলী—মহাদেব। ২২। ভুজঙ্গবৃন্দ—সর্পসমূহ। ২৩। অনল—অগ্নি।
২৪। ত্রিপথগা—ত্রিপথগামিনী অর্থাৎ গঙ্গা।

বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে !
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে !
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে ?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
নহে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায় !" চরণযুগ ধরিলা জননী ।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি ;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে ! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি ! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;—
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী ।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা । সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি ! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে !

১ । স্রোতস্বতী—নদী । ৩ । আতঙ্কে—ভয়ে ।
১৬ । সর্ব্বশুচি—সকলকে যে পবিত্র করে, অর্থাৎ অগ্নি ।
১৮ । ইরম্মদরূপে—বজ্রাগ্নিরূপে । ২৩ । তনুদেশে—শরীরে ।

উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে !
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে !
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে !
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে ॥

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংক্রিয়া নাম
নবমঃ সর্গঃ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

২। পুষ্পাসার—পুষ্পবৃষ্টি। ৯। পাটিকেল—ইট। মঠ—মন্দির।
১৩। বিসর্জ্জি—বিসর্জ্জন করিয়া। প্রতিমা—দুর্গাদির প্রতিমূর্ত্তি।

পাঠভেদ

মাইকেল মধুসূদনের জীবিতকালে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ছয়টি সংস্করণ হয়। তন্মধ্যে আমরা তিনটি সংস্করণ—প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ—দেখিয়াছি। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ দেওয়া হইল; ষষ্ঠ সংস্কণের পাঠই আমরা মূল-রূপে গ্রহণ করিয়াছি।

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
১	৯	বন্দি ও চরণ অরবিন্দ, মন্দমতি	—
	১৪	ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধূ বিঁধিলা নিষাদ,	ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
	১৭	দস্যুবৃত্তি প্রবৃত্ত পাষণ্ড নরাধম	নরকুলে নরাধম আছিল যে নর,
	১৮	আছিল যে নর, এবে, তোমার প্রসাদে	দস্যুবৃত্তি রত, এবে তোমার প্রসাদে,
	২২	বিষবৃক্ষ চন্দনবৃক্ষের শোভা ধরে!	সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
	২৩	হায়, মা, এ হেন পুণ্য কি আছে আমার?	—
	২৪	কিন্তু গুণহীন যে সন্তানগণ মাঝে	—
	৩৭	স্ফটিক গঠিত	—(৬ষ্ঠ সং. "ফটিকে")
	৪৩	বসুধা। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,	—
	৪৬	স্বয়ম্বর গেহে। ক্ষণপ্রভা সম হাসে	—
	৪৭	রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়ন!	রতনসম্ভবা বিভা—নয়ন ঝলসি!
	৪৮	ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিঙ্করী।	সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
	৫১	ধরে ছত্র ছত্রধর, হর কোপানলে না পুড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে!	ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা! হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
	৫৫	শূলপাণি! মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ,	—
	৫৬	পরিমলময় বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি	—
	৫৭	কাকলী লহরী, আহা, মনোহর যথা	কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
	৬৩	পুত্রশোকে বাক্যহীন!	বাক্যহীন পুত্রশোকে!
	৬৪	বসন	—
	৬৫	যথা তরু, সরস শরীরে তীক্ষ্ণশর	যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে
	৯৩	বৃক্ষ	বৃক্ষে
	৯৫	নিরন্তর! সমূলে নির্মূল হব আমি	নিরন্তর! হব আমি নির্মূল সমূলে
	১০২	ভুজগ	—

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
১	১১৭	শুনি, গদাধর ভীমসেন গদাঘাতে	শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
	১২৩	তোমারে বুঝায় হেন সাধ্য কার আছে	হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
	১২৬	বজ্রাঘাতে, ভূধর অধীর কভু নহে	বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
	১৪৯	হুঙ্কার !	—
	১৫০	গর্জ্জন ;	—
	১৫১	সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ; দেখেছি	—
	১৬০	গগন ;	—
	১৬৪	"এই রূপে যুঝিলা সম্বররিপুরূপী	"এই রূপে শক্রমাঝে যুঝিলা স্বদলে
	১৬৬	যুদ্ধে প্রবেশিলা	প্রবেশিলা যুদ্ধে
	১৭১	কাঁদিল	কাঁদিলা
	১৭৯-১৮১	যথা অগ্নিময়চক্ষু হর্য্যক্ষ দুর্জ্জয়, কড়মড়ি ভীষণ দশন, পড়ে লাফি বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রোষে	অগ্নিময়চক্ষু যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
	১৯৬	মনস্তাপে। হরষে বিষাদে লঙ্কাপতি	মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
	২০৪	নয়ন	নয়নে
	২০৬	কনক উদয়াচলে যেন দিনমণি	কনক উদয়াচলে দিনমণি যেন
	২১৩	দেবগৃহ ; বিপণি, রঞ্জিত নানা রাগে,	দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
	২২৬	কিম্বা নক্ষত্রমণ্ডল	নক্ষত্রমণ্ডল কিম্বা
	২৩৭	শশী ! সঙ্গে লক্ষ্মণ, পবনপুত্র হনু,	শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
	২৪০	যথা ঘোর কাননে, কিরাতদল মিলি,	গহন কাননে যথা ব্যাধ দল মিলি,
	২৪৪	রণক্ষেত্র। শকুনী, গৃধিনী, শিবাকুল	রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনী,
	২৪৯	রক্তস্রোতঃ !	—
	২৫৫	তূণ, শর, পরশু, মুদ্গর, ভিন্দিপাল	ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
	২৬১	কৃপীবলবলে ক্ষত,	ক্ষত কৃপীবলবলে,
	২৭৫	তবু, বৎস, মোহমদে মুগ্ধ যে হৃদয়,	তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
	২৭৮	যিনি অন্তর্যামী ;	অন্তর্যামী যিনি ;
	২৮০-২৮১	কিন্তু, দেব, পরের যাতনা দেখি তুমি হও কি হে সুখী ? পিতা পুত্রদুঃখে দুঃখী—	পরের যাতনা কিন্তু দেখি কিহে তুমি হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
	৩০৪	ভীমপরাক্রম !	—
	৩১০	মাধব উরসে,	মাধবের বুকে,
	৩১২	উঠ, বলি ; বীরবলে ভাঙি এ জাঙাল,	উঠ, বলি ; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
১	৩১৯	সভাতলে ; নীরবে বসিলা মহামতি	সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
	৩২০-	শোকাকুল ; পাত্রমিত্র, সভাসদ্ আদি	মহামতি ; পাত্রমিত্র, সভাসদ্ আদি
	৩২৩	বসিল সকলে, হায়, বিষণ্ণবদনে। হেন কালে সহসা ভাসিল চারিদিকে মৃদু রোদন নিনাদ ; তা সহ মিশিয়া	বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে ! হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল রোদন নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
	৩২৬	দেবী চিত্রাঙ্গদা।	—
	৩৩৪	শাবক ! শোকের ঝড় বহিল সভায় !	শাবক ! শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
	৩৫২	অমূল্যরতন ?	—
	৩৫৫	ধন ?"	—
	৩৬৩	বারুইর বরজে সজারু পশি যথা	—
	৩৬৮	বুক ফাটিছে আমার	বুক আমার ফাটিছে
	৩৮৩	ক্রন্দন ? উজ্জ্বল আজি এ বংশ আমার	ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
	৩৮৫	কাঁদ, হে বিধুবদনে,	কাঁদ, ইন্দুনিভাননে,
	৩৯৫	শোভে জলনিধি।	শোভেন জলধি।
	৪০৫	রাক্ষসকুল,	—
	৪০৮-	চলি গেলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,	প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
	৪০৯	ত্যজিয়া কনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া	ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
	৪৩৯	অম্বরে। বাজিল চারিদিকে ঘোর রোলে	অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
	৪৪৩	ভয়ঙ্কর। রাজাদেশে সাজিল রাক্ষস।	রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে !
	৪৬০	বাদ্যবৃন্দ ;	বাদ্যবৃন্দে ;
	৪৮২	গিয়াছেন চলি।"	গিয়াছেন গৃহে।"
	৪৯৭	দেউল।	দেউলে।
	৪৯৮-	শত স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার—	স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
	৪৯৯	বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপ শত	বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
	৫০১	শশীকলা করে !	পূর্ণশশীতেজে !
	৫৬২	গভীর নিক্বণে।	গম্ভীর নিক্বণে।
	৫৬৩	উড়ে কেতু, রতনে খচিত, শত শত	রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
	৫৮৭	মুর-অরি ! রণমদে মত্ত, ওই দেখ	মুরারি ! সমরমদে মত্ত, ওই দেখ
	৫৯৬	ইন্দ্রজিত্	—
	৫৯৯	ভ্রমিছে কুমার,	ভ্রমিছে আমোদে,
	৬০০-	না জানি বাহুবলেন্দ্র বীরবাহু বলী	যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
১	৬০১	হত রণে। যাও তুমি বারুণীর পাশে,	বীরবাহু; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
	৬৩২	নির্ঝর। প্রবেশ দেবী করিয়া প্রাসাদে,	নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ প্রাসাদে,
	৬৪১	শর আয়ত লোচনে!	আয়ত লোচনে শর!
	৬৫১-	ভানুসুতে, যথা রাশবিহারী রাখাল,	ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
	৬৫৩	দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে, মুরলী অধরে, গোপিনীকামিনী সনে, তোর চারুকূলে!	নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে, গোপবধূসঙ্গে রঙ্গে তোর চারুকূলে!
	৬৬৫	রাক্ষসঈশ্বর,	রাক্ষসাধিপতি,
	৬৬৮	কে বধিল বলী	কে বধিল কবে
	৬৬৯	বীরবাহু?	প্রিয়ানুজে?
	৬৭১	প্রচণ্ড শর বর্ষণে বৈরীদল; তবে	বরষি প্রচণ্ড শর বৈরীদলে; তবে
	৬৮৩	কহিলা গভীরে	কহিলা গম্ভীরে
	৬৮৯	সাজিলা বীর-ঋষভ	সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ
	৭১১	সে বাঁধ?	—
	৭১৬	উজলি অম্বর।	অম্বর উজলি!
	৭১৯	কাঁপিল জলধি।	কাঁপিলা জলধি!
	৭৩৬	তবে নিকষানন্দন;—	তবে স্বর্ণলঙ্কাপতি;—
	৭৪১	জলে শিলা ভাসে?	ভাসে শিলা জলে,
	৭৪৩	উত্তর করিলা তবে অসুরারি রিপু;—	উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি রিপু;—
	৭৫৪	তরুবর কিম্বা, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যথা	ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
২	২	ললাটে তারারতন। কুটিল কুমুদ;	ললাটে একটি রত্ন। ফুটিল কুমুদ;
	৭	শর্ব্বরী; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ,	শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
	১২	বিরাম, জলজদল, খেচর, ভূচর,	—
	২০	আইলেন সমীরণ, নন্দন কানন	আইলা সুসমীরণ, নন্দন কানন-
	৩৩	আলো করি সুরপুর,	—
	৪০	উত্তরিলা বাসব; "হে বারীন্দ্রনন্দিনী,	—
	৪১	রাঙা পদযুগ	—
	৪২	সকলেরি বাঞ্ছা, মাতঃ! যার প্রতি তুমি,	—
	৪৪	জনম তার!	—
	৪৭	স্বর্ণলঙ্কাপুরে।	—
	৯৩	সমূলে নির্ম্মূল না হইলে	না হইলে নির্ম্মূল সমূলে

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
২	৯৪	রসাতলে যায় ভব তল !	ভবতল যায় রসাতলে !
	৯৯	দেখিয়া তার	—
	১০১	জিজ্ঞাসিও, অদিতিনন্দন !	—
	১০৬	গেলা নীচগামী,	—
	১০৭	সোনার প্রতিমা, মরি ! পড়িলে বিমল	—
	১০৮	সলিলে, উজলি জল, ডুবে যথা তলে !	—
	১১০	শচীকান্ত নিতান্ত মধুর	—
	১১১	বচনে ; "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি ।	—
	১১২	সহ বহিলে পবন,	—
	১১৫	শুনিয়া পতির বাণী,	—
	১২০	দেবযান ; চমকিয়া জাগিল জগত্	দেবযান ; চমকিয়া জগত জাগিল,
	১২৩-	কূজনে ; ফুটিল পদ্ম ; মুদিল কুমুদ ।	
	১২৫	বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি কুলবধূ, লজ্জাশীলা, আবরিলা কমলবদন !	—
	১২৬	কৈলাসশিখর	—
	১৩০	পীতধড়া যথা !	পীতধড়া যেন !
	১৬২	রণভূমে মেঘনাদ সাথে ?	রণভূমে রাবণির সাথে ?
	১৭৩	কহিলা বাসব ;—	—
	১৮১	আছিল তাহার	—
	২২৫	সহসা পূরিল গন্ধামোদে	গন্ধামোদে সহসা পূরিল
	২৩৩	খড়ি পাতি, করিয়া গণনা,	খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
	২৩৪	হাসিয়া বিজয়া কহে ;	নিবেদিলা হাসি সখী ;
	২৩৬	সিন্দুরে আঁকিয়া	সুসিন্দুরে আঁকি
	২৬৯	বিহারেন সুখে,	—
	২৭৩- ২৭৫	অঙ্গুলিপরশে ! চলি গেলা কামবধূ, দ্রুতগতি মধুমতী, কৈলাস শিখরে । হায়রে, নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী	—
	২৮৯	বিবিধভূষণ,	—
	২৯২	কৌষেয় বসন, রত্নসঙ্কলিত আভা ।	—
	২৯৪	শশীমুখী । ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধরি,	শশীমুখী, ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী ।
	২৯৭	চন্দ্র আনন ;	চন্দ্র-আনন ;
	৩০৮	যোগে মগ্ন এবে দেব ;	—

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
২	৩১৫	ত্যজি বিশ্বভার	বিশ্ব-ভার ত্যজি
	৩২৯	এ মম মিনতি"	এ মিনতি পদে।"
	৩৩৫	ঔষধের গুণ ধরি, জীবননাশক	ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণনাশকারী
	৩৩৬	বিষ যথা বাঁচায় জীবন বিদ্যাবলে!"	বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!"
	৩৪২	বাহির হইবা, কহ, এ মোহিনী বেশে?	বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনীবেশে?
	৩৪৩	জগত, হেরিয়া	জগত হেরিয়া
	৩৪৬	যবে মথিয়া সিন্ধুরে,	—
	৩৪৯	আইলা কেশব।	আইলা শ্রীপতি।
	৩৫০	হেরি ত্রিভুবন,	ত্রিভুবন হেরি,
	৩৫১	কামাকুল, চাহিয়া রহিলা তাঁর পানে!	হারাইলা জ্ঞান সবে এদাসের শরে!
	৩৫৫	কুচযুগ!	—
	৩৬১	চারু অবয়ব	—
	৩৭৮	পালাইল	পলাইল
	৩৮২	নিমগ্ন তপঃসাগরে,	—
	৪২১	কুসুমধনু টংকারি, কুসুম-	কুসুমধনুঃ টঙ্কারি, কুসুম-
	৪৩৩	দেব কি মানব,	—
	৪৩৪	কার হেন সাধ্য	—
	৪৪৩	—কুমুদ, কমল,	—
	৪৪৬	দেবদেব মহাদেবে সহ মহাদেবী।	দেবদেব মহাদেব মহাদেবী সহ।
	৪৪৮	দাঁড়াইয়া বিধুমুখী	দাঁড়াইলা বিধুমুখী
	৪৫৫	উদয় অচলে ভানু দিলে দরশন!	দরশন দিলে ভানু উদয় শিখরে।
	৪৫৮	কহিলেন প্রিয়ম্বদা;	কহিলেন প্রিয়ভাবে;
	৪৬৪	হাসিয়া, হাসিয়া	হাসিয়া হাসিয়া
	৪৭৩	অকম্পশিরচামর;	অকম্পচামর শিরে;
	৪৭৬	ত্যজি রথবর,	—
	৪৮১	করযোড়ে প্রণমি বাসব	করযোড়ে বাসব প্রণমি
	৪৮৫	"মহেশ আদেশে,	"মহেশ-আদেশে,
	৫০১	তূণীর,	—
	৫০৭	ধাঁধিয়া নয়ন!	—
	৫৪৬	বায়ুকুল;	বায়ু-কুলে
	৫৪৮	প্রণমি দেবেন্দ্রপদে, যতনে লইয়া	—
	৫৫৪	বৈরী তব সিন্ধুসনে	বৈরী সিন্ধু তার সনে

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
২	৫৫৬-	তিমির গহ্বরে যথা রুদ্ধ বায়ু যত	ভাঙিলে শৃংখল লম্ফী কেশরী যেমতি,
	৫৫৮	ভীমাকৃতি। কতদূরে শুনিলা পবন	যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত গিরিগর্ভে। কতদূরে শুনিলা পবন
	৫৬৬	তরঙ্গ নিকর	তরঙ্গনিকর
	৫৮৫	ধাঁধিল নয়ন,	—
	৬২২	শান্তিল জলধি ;	শান্তিলা জলধি ;
৩	৪৯	ঝরিল শিশির নীর,	—
	৫৬	এ পরাণে।	—
	৬১	ফুলচয়	—
	১২৩	তুলিল ফলক,	—
	১২৪	নয়ন !	—
	১৫৪	বিভীষণ	—
	২০২	প্রবল পবন বলে পবননন্দন	—
	২১২	মন্দোদরীসহ যত	মন্দোদরী-আদি
	২১৮	রঘুকুলকমলিনী	—
	২২৩	কহিলা গভীরে ;—	—
	২৯৩	উত্তরিল	উত্তরিলা
	৩৩৯	বীরপত্নী তোমার ভর্ত্রিনী	—
	৩৪০	কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি ললনে,	—
	৩৬৬	বারিদ পুঞ্জ !	—
	৩৭৫	অটল ; চলিছে বামাদল মধ্যপথে,	অটল ; চলিছে মধ্যে বামাকুলদলে।
	৩৯০	অব্যর্থ কুসুম শর !	—
	৩৯৮	শূল	—
	৪১৮	তেজঃ !	—
	৪২৪	এ নিগড়,	—
	৪৩৬	সম অটল সমরে !	সদৃশ অটল যুদ্ধে !
	৪৪৮	এ দম্ভ,	—
	৪৫৯	মেঘনাদ ; পিতৃপাপে পুত্রের মরণ।	মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে !
	৪৭৮	কোথায় কে জাগে ? মহাক্লান্ত আজি সবে	কোথায় কে জাগে আজি ? মহাক্লান্ত সবে
	৪৯৫	কুম্ভ আস্ফালিল ;	—

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
৩	৫০৮	দেখি পতঙ্গনিকর	—
	৫১১	কুসুমাসার	—
	৫৩৫	ত্যজিলা বীরভূষণ ; পরিলা দুকূল	—
	৫৩৯-	উরসে, কামের বাসা ; ভালে তারা গাঁথা	
	৫৪০	সিঁথি ; কর্ণে কুণ্ডল ; অলকে মণি-আভা	—
	৬০২	রবিছবিকরস্পর্শে	রবিচ্ছবিকরস্পর্শে
৪	১৩-	বঙ্গভূমি অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,	
	১৬	কবিতারসসরসে, রাজহংসকুল সহ কেলি করি আমি, তুমি না শিখালে ? গাঁথিব নূতন মালা, তুলিয়া যতনে	—
	১৭	তব কাব্যোদ্যান ফুল ;	—
	৪৩	পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,	— (৬ষ্ঠ সং. "দেউলে" নাই)
	৪৮	নীরব !	নীরবে !
	৫৬	রহিয়া রহিয়া দূরে স্বনিছে পবন,	স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
	৫৭	নিশ্বাসে বিলাপী যথা !	উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা !
	৬৩	এ দুঃখ বারতা	—
	৯২	মৈথেলী ;—	মৈথিলী ;—
	১০৫	তোমা রক্ষোরাজ, সতি ?	—
	১১০	এ চোর ? কি মায়া করি,	এ চোর ? কি মায়াবলে
	১২০	বাঁধি নীড়,	— (৬ষ্ঠ সং. "নীড়ে,")
	২০৮	এখন ও, এ বিজন বনে,	—
	২৩৮	ঘটাইল পরে !	ঘটাইল শেষে !
	২৭৬	মাগিনু কুরঙ্গ	—
	২৯৩	রাক্ষস ভ্রময়ে হেথা,	—
	৩৪২	কি গৌরবে ব্রহ্মশাপে কর অবহেলা ?	কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্মশাপে ?
	৩৭৭	লড়ে মড়মড়ে	—
	৩৮৩	দশাননে বৃথা গর্ব্ব তুমি ।"	বৃথা তুমি গর্ব্ব দশাননে ।"
	৪১৫	স্বর্ণরথ হইল অস্থির !	স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে !
	৪২২	প্রেমদীপ ? জানি আমি এই ধর্ম্ম তোর !	প্রেমদীপ ? এই তোর নিত্যকর্ম্ম, জানি !
	৪২৬	নাহি আর তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে !'	আছে কিরে তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে ?
	৪৩৩	মুদিনু নয়ন	— (৬ষ্ঠ সং. "নয়নে")

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
৪	৪৯৭	অলঙ্ঘ্য সাগর	অলঙ্ঘ্য সাগরে
	৬০০	উন্মীলিয়া, দেখ চেয়ে, ইন্দুনিভাননে,	উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দুনিভাননে,
	৬০৬	রাবণ ;'	রাবণ ;—
	৬৫২	এ তব দুঃখশর্ব্বরী !	এ দুঃখশর্ব্বরী তব !
	৬৫৬	যথা ঋতুকুলেশ্বরে !	যথা ভেটেন মধুরে !
৫	১২৯	বিরাজে সৌমিত্রি শূর, সুমিত্রার বেশে	বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
	১৯৯	রাঘবের চিরদাস আমি"। অগ্রসরি	রাঘবের দাস আমি"। আশু অগ্রসরি
	২০৮-	জাহ্নবী কলতরঙ্গা, শারদনিশাতে	জাহ্নবীর ফেণলেখা, শারদনিশাতে
	২০৯	কৌমুদীর রজঃপ্রভা মেঘপুঞ্জে যেন !	কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন !
	২২০	বিরূপাক্ষ, আইস, বৃথা বিলম্ব না সহে !	বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে !
	২৩০	শুনিলা চমকি বীর ঘোর সিংহনাদ !	ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
	২৩৭	আবরিল শশী	আবরিল চাঁদে
	২৪২	উপাড়িলা তরু	—
	২৮৭	অমৃত সতত,	অমৃত উল্লাসে ;
	২৮৮- ২৯১	অমরী, স্থিরযৌবনা ! বরিনু তোমারে	অনন্তবসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ; উরজ কমল যুগ প্রফুল্ল সতত ; না শুখায় সুধারস অধর সরসে ; অমরী আমরা, দেব ! বরিনু তোমারে
	৩০৭	এতেক কহিয়া মহাবাহু	মহাবাহু এতেক কহিয়া
	৩৩৬	সিংহাসনে মহামায়া !	সিংহাসনে মহামায়ে !
	৩৪৬	সাধিতে তোর এ কার্য্য	সাধিতে এ কার্য্য তোর
	৩৬১	গর্ব্বে তোরে ধরিল, লক্ষ্মণ,	গর্ব্বে তোরে, লক্ষ্মণ, ধরিল
	৩৮১	তুমি রবিছবি ;—	তুমি রবিচ্ছবি ;—
	৪০৪	(ফুলদলে শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি)	(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
	৫২৩	জলদপ্রতিমস্বনে স্বনিলা কেশরী।	—
	৫৩৫	জননীর পদে	জননীর পদ
	৫৫৪	মুকুতাহার উরসে নয়ন বর্ষিল	—
৬	৩	রাঘবপঙ্কজরবি ; কিরাত যেমনি,	—
	৪	বনে, ধায় বায়ুগতি	—
	৩৬	সাধিতে তোর এ কার্য্য	সাধিতে এ কার্য্য তোর
	৫৮	স্ববন্ধুবান্ধব—	—
	৫৯	ভাগ্যদোষে সকলে ; আছিল	—

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
৬	৬২	দুর-অদৃষ্ট !	দুর-দৃষ্ট !
	৭১	ডরে সে এ ত্রিভুবনে !	—
	১০৭	স্বর্গীয় বাদিত্র, আহা, শুনিনু গগনে	—
	১৩৪	কত যে সাধিলা সবে,	—
	১৫৬	সখে, এ অরক্ষপুরে,	—
	১৮৭	ফলক ; দ্বিরদরদনির্ম্মিত, কাঞ্চনে	দ্বিরদরদনির্ম্মিত ফলক,—কাঞ্চনে
	১৮৯	শরময়। বামহস্তে	—
	১৯৩	সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে, হায়রে, যেমতি	—
	১৯৫	তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা	—
	২১৪	নিস্তারিণি, দেবদলে !	দেবদলে, নিস্তারিণি !
	২৩৩	অমূল রতন	—
	২৩৪	ভিখারী রামের, রাম অর্পিছে তোমারে,	—
	২৯৫-	মেঘনাদে ? এত দিনে মজিলি, দুর্ম্মতি	রাবণ ! গহন বনে, হেরি দূরে যথা
	২৯৬	রাবণ ! গহন বনে, হেরি দূরে যথা মৃগবরে, চলে হরি, গুল্ম-আবরণে,	মৃগবরে, চলে হরি, গুল্ম-আবরণে,
	৩০০	অদৃশ্য,	—
	৩২০	ভীমমূর্ত্তি, ভীমবীর্য্য, বিগ্রহপ্রয়াসী।	ভীমমূর্ত্তি, ভীমবীর্য্য ; দুর্জ্জয় সংগ্রামে।
	৩৩৭	মণ্ডিত রতনে, আহা, যথা সুরপুরে !—	—
	৩৪৭	তুষার রাশিতে, মরি, প্রভাতে যেমতি	—
	৩৭৯	কোথাও, আমোদি পথ সৌরভে রূপসী,	—
	৪০৪	গলে ফুলমালা।	—
	৪১২	যোগীন্দ্র—কৈলাস, আহা ! তোর উচ্চ চূড়ে !	—
	৪৩৪	পথে সহসা হেরিয়া	—
	৪৪৪	এ অরক্ষপুরে আজি ?	—
	৪৪৭	উচ্চ এ পুর প্রাচীর ;	—
	৪৫০	দেবকুলোদ্ভব	—
	৪৫১	কে আছে রথী এ ভবে,	—
	৪৮০	রক্ষোরিপু তুমি, কিন্তু অতিথি হে এবে।	—
	৫৩৪	কাজ করিব, রক্ষিয়া	—
	৫৪৭	হে বীরকেশরি, কবে সম্ভাষে শৃগালে	—
	৫৭৭	রাঘবপদআশ্রয়ে	রাঘবপদ-আশ্রয়ে

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
৬	৫৯৮	বহে বরষার কালে	বহে বরিষার কালে
	৬১২	যথা প্রহারকে হেরি সম্মুখে কেশরী !	—
	৬৩৯	শিশুকুল আর্ত্তনাদে, আঃ মরি, যেমতি	—
	৬৪৯	দৈত্যকুলদম ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে	—
	৬৯২	উঠ, অরিন্দম !	— (৬ষ্ঠ সং. "অরিন্দমি")
	৭৩৩	পাইনু তোমায় আমি এ অরক্ষপুরে।	—
৭	২	পদ্মপর্ণে সুপ্ত, আহা, পদ্মযোণি যেন,	—
	৩	উন্মীলি নয়ন দেব সুপ্রসন্ন ভাবে,	—
	১২	স্নানি পীনপয়োধরা,	— (৬ষ্ঠ সং. "পীনপয়োধরা")
	৬৮	প্রণমিলা পদে	প্রণমিলে পদে
	১২৬	ব্যঞ্জিল কেহ।	কেহ বিউনিল।
	১৪৮	ভাগ্যহীন ভৃত্য	ভাগ্যহীন ভৃত্যে
	১৮৮	[প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই পংক্তিটি নাই]	
	২৯০	মহত্ যে জন, সদা উদ্ধারে বিপদে !	—
	৩০৭	সেনানী, সুবর্ণরথে চিত্ররথ রথী।	—
	৪৪৩-	চলিছে প্রতাপ অগ্রে, শব্দ তার পরে,	
	৪৪৬	তদন্তু পরাগরাশি ! টলিছে সঘনে	—
	৪৪৯	চির-অরি প্রভঞ্জন মিলিলে আসিয়া।	চির-অরি প্রভঞ্জন মিলিলে সমরে।
	৪৫৫	কাঁদিছে জননী কোলে করি শিশুকুলে,	কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
	৪৫৬	ভয়াকুল ;	—
	৫১৫	বসিবেন আর রমা, এ বিশ্ব আঁধারি ?"	—
	৫২৯	যথা হেরিয়া রাবণে।	—
	৫৩২	শতজলস্রোতঃ নাদে।	শতজলস্রোতোনাদে।
	৫৪১	রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, বাসব যেমতি	—
	৫৪২	স্বরীশ্বর ! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,	—
	৫৭৬	কহিলা গভীরে,—	—
	৫৯৫	দেবতেজঃ ; যাও তুমি সৌদামিনীগতি,	—
	৬৩৩	নাড়িতে দম্ভোলি, হায়, দম্ভোলিনিক্ষেপী !	—
	৬৬৫	পালাইল রড়ে	পালাইলা রড়ে
	৬৮৪	আবার তারার, মূঢ় ? দেবর কে আছে	—
	৭২০	চূর্ণিলি রাক্ষসরত্ন—	হরিলি রাক্ষসরত্ন—
	৭৫৬	চন্দ্রচূড়, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহ !"	—

সর্গ	পংক্তি	১ম সংস্করণ	২য় সংস্করণ
৮	২	রাজেন্দ্র, রাখেন দেব খুলি সযতনে	—
	৪	দিনান্তে দিনরতন তমোহা মিহিরে	—
	২০	লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে নিত্য নিশাকালে,	—
	২২-২৩	তুমি ! আজি রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,	—
	১০৬-১০৮	আপনি কৃতান্তদেব দিবেন কহিয়া,	
		কি উপায়ে রামানুজ জীবন লভিবে,	—
		পূজায় সন্তুষ্ট তারে করিলে নৃমণি।	—
	১১৯	লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; কৃতান্ত আপনি	—
	১৪০	আপনি কৃতান্তদেব দিবেন কহিয়া	—
	১৫৭	কি ভয় তাহার,	—
	২১৬	ঘোরে অবিরাম গতি দ্বারের চৌদিকে !	—
	৩২৩	চিরোজ্জ্বল ! চল, রথি, চল, দেখাইব	—
	৩৪৫	হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে !"	—
	৩৬৭	কর্ম্মদোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব	ভাগ্য-দোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
	৩৬৮	ধর্ম্মরাজে, তেঁই আজি এ কৃতান্তপুরে।"	—
	৪১৩	গরিমার পুরস্কার এই অবশেষে ?"	—
	৪৩১-৪৯৩	[প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এই অংশ নাই]	
	৪৯৭	কিন্তু কোথা ধর্ম্মরাজ ? লইব মাগিয়া	—
	৪৯৯	লহ দাসে দেবধামে, এ মম মিনতি।"	—
	৫০২	সহস্র বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি	—
	৫০৫	করে বাস পতিসহ পতিপরায়ণা	—
	৫১৬	চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যে কিছু যা চাহে,	চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
	৫২১	অবিলম্বে ধর্ম্মরাজে পাইবে, নৃমণি !"	—
	৫৪৪	লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ দক্ষিণ দ্বারে !	—
	৫৫৫	কনক-প্রসূন-প্রসূ ;—	—
	৫৬৫	উজ্জ্বল।"	—
	৫৭৬	বীরকুল সংকীর্ত্তন।	—
	৬৫৪	বিনাশিনু বহুরক্ষঃ ;	—
	৭৩৯	কল, হায়, কে পারে বর্ণিতে কলহটা ?	কল, হায়, কলহটা কে পারে বর্ণিতে ?
৯	৩৮৮	কর্ব্বুর গৌরবরবি	—(৬ষ্ঠ সং. "কর্ব্বুরি")
	৩৯৭	কি বলে বুঝাব তারে ?	কি করে বুঝাব তারে ?

পরিশিষ্ট

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র দ্বিতীয় সংস্করণে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাদটীকায় দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ যোজনা করেন; পরবর্ত্তী সমস্ত সংস্করণে এই টীকা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সংস্করণের পাদটীকায় হেমচন্দ্র-কৃত ব্যাখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার অতিরিক্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সর্গ	পংক্তি	
১	১০৮	উজ্জ্বলিত—উজ্জ্বল (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৭০	বিলাপী—বিলাপকারী।
	২১০	রজঃ—রজত (মধুসূদনের প্রয়োগ)। এইরূপ প্রয়োগ এই কাব্যে বারম্বার করা হইয়াছে।
	২৩২	লুলি—লোল করিয়া, লক্ লক্ করিয়া।
	২৩৮	প্রসরণে—বেষ্টনে।
	২৫২	নিষাদী—গজারোহী; সাদী—অশ্বারোহী।
	২৭১	বীরকুলসাদ—বীরকুলসাধ।
	৩৩১	পদ্মপর্ণ—পদ্মের পাপড়ি; হেমচন্দ্র “পদ্মপত্র” লিখিয়াছেন।
	৪০২	প্রহারকে—প্রহারকারীকে।
	৪৪০	হেষিল—হ্রেষিল; মধুসূদন প্রায় সর্ব্বত্র “হ্রেষা” স্থলে “হেষা” ব্যবহার করিয়াছেন।
	৪৪৭	বারুণী—“বরুণানী”র পরিবর্ত্তে মধুসূদনের প্রয়োগ; ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
	৬৫০	দক্ষ-বালা-দলে—তারাদলে।
	৬৬৫	মহাশোকী—অতিশয় শোকার্ত্ত।
	৬৯৯	তরু-কুলেশ্বরে—আম্রবৃক্ষে।
	৭৭৯	আকাশ-দুহিতা—আকাশ-সম্ভূতা।
২	২	কুমুদী—কুমুদিনী।
	১৪	শশিপ্রিয়া—রাত্রি।
	৬৫	শঙ্কটে—সঙ্কটে।

সর্গ	পংক্তি	
২	১১৩	রুচি—শোভা।
	১২৪	বাসরে—বাসগৃহে, শয়ন-গৃহে।
	১৩০	ধড়া—বস্ত্র, তুলনীয় "ধড়াচূড়া"।
	১৪৪	দম্ভোলি-নিক্ষেপী—বজ্রনিক্ষেপকারী, ইন্দ্র।
	১৫৬	বিশ্বধর শেষ—বিশ্বধারণকারী অনন্ত নাগ।
	১৮২	অমূল—অমূল্য।
	১৮৭	লোভে—লোভ করে।
	১৯৪	কুঞ্জবন-সখী—কুঞ্জবনের সখী অর্থাৎ কুঞ্জবননিবাসিনী।
	২০১	শশাঙ্কধারিণি—(সম্বোধনে) ললাটে শশাঙ্ক বা চন্দ্রকলা থাকে বলিয়া দুর্গা শশাঙ্কধারিণী।
	২৩৩	খড়ি পাতি—খড়ি দিয়া লিখিয়া, অঙ্ক কষিয়া।
	২৩৬	বারি-সংঘটিত-ঘটে—বারিপূর্ণ ঘটে।
	২৯৫	রসানে—স্বর্ণোজ্জ্বলকারী প্রস্তরে বা রসায়ন-বিশেষে।
	৩৬৬	শক্র—ইন্দ্র।
	৩৭৩	তুঙ্গমান্—উচ্চ সানুদেশবিশিষ্ট।
	৩৮০	তপসী—তপস্বী।
	৪১৫	শিলীমুখবৃন্দ—ভ্রমরকুল।
	৪২০	কুসুমেষু—মদন।
	৪৬৪	কিরে—দিব্য, শপথ।
	৪৯৪	বল্লভ—প্রিয়, এখানে পুত্র।
	৫৫৬	লক্ষী—লক্ষপ্রদানকারী।
৩	১৬	মধুর—বসন্তের।
	৬১	অবচয়ি—আহরণ করিয়া।
	৯৫	বোলী—বোল, শব্দ।
	১১১	মুণ্ডমালী—মুণ্ডমালিনী।
	৩১৭	ভর্ত্রিণী—ভর্ত্রী।
	৩৭৫	বামা-কুল-দলে—বামাদলে।

সর্গ	পংক্তি	
৩	৪৪৩	নিস্তারিলে—"নিস্তারিল" সঙ্গত।
	৪৯১	বিভুপাক্ষ—"বিরূপাক্ষ" সঙ্গত।
৪	২৩	রত্নহারা—রত্নময় হার যাহার।
	২৫	নায়কী—নায়িকা (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৬৫	কাদম্বা—কলহংসী।
	২০৫	পঞ্চতন্ত্র—বিবিধ শাস্ত্র।
	৩০৯	নিমিষে—নিমেষে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	৪২৩	অস্ত্রী-দল-অপবাদ—অস্ত্রধারীদের কলঙ্ক অর্থাৎ রাবণ।
	৫৩০	ভৈরবে—ভয়ঙ্কর কোলাহলে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	৫৩৪	লাঘব-গরব—লঘুগর্ব্ব, হীনগর্ব্ব।
	৬৬০	কৌমুদিনী-ধনে—জ্যোৎস্নাকে।
	৬৭২	মহার্হ—মহামূল্য।
৫	৫০	পার্ব্বণে—উৎসবে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	৬১	আদিতেয়—ইন্দ্র।
	৮০	নমুচিসূদন—নমুচির বধকর্ত্তা, ইন্দ্র।
	২৩২	ধাই—ধাইয়া।
	২৪০	ক্ষণ-প্রভা—ক্ষণস্থায়ী দীপ্তি।
	২৬৪	অলঙ্কারে—অলঙ্কারদ্বারা শোভিত করে।
	২৮৯	উরজ—উরোজ, স্তন (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	৩১০	সদ্যোজীবী—ক্ষণস্থায়ী।
	৩৫২	নিকষে—নিকষ অর্থে কষ্টিপাথর; মধুসূদন অসির আবরণ বা খাপ অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।
	৩৬৭	সরস্বতী—দৈববাণী।
	৪০৪	শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে—"শিশির-অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে" সঙ্গত; শিশিররূপ অমৃতের ভোগ ফুলদলকে ছাড়িয়া। শীতল অমৃতময় (মধুপূর্ণ) ফুলদলকে ত্যাগ করিয়া, এরূপ অর্থও হইতে পারে।
	৫০০	বিদাইব—বিদায় দিব।

সর্গ	পংক্তি	
৫	৫১৮	রাক্ষস-দলে—রাক্ষসদলের সঙ্গে।
	৫৪০	কুসুম-বিবৃত—কুসুম-আবৃত।
	৫৯৬	পর্শে—স্পর্শে।
৬	১৩২	অবরোধে—অন্তঃপুরে।
	১৪৬	বাহুবলেন্দ্র—বাহুবলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
	১৪৯-৫০	"ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম অগ্নিরাশি ; নল, নীল ;" স্থলে "ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম ; অগ্নিরাশি নল, নীল ;" হওয়া সঙ্গত।
	১৫৮-৯	আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী—আকাশবাণী।
	১৭৩	অজাগর—অজগর (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৯৭	শৃঙ্গকুলনাদে—শিঙার আওয়াজে।
	২২০	দিবিন্দ্র—স্বর্গরাজ ইন্দ্র।
	৩৭০	প্রমদে—প্রমত্তভাবে।
	৪৩৫	হীনগতি—মন্দগতি।
	৪৬৩	বিদাও—বিদায় দাও।
	৫৬০	প্রগল্‌ভে—নির্লজ্জভাবে।
	৫৮৭	পরঃ পরঃ—"পর পর" সঙ্গত।
	৬:৪	বামেতর—দক্ষিণ।
	৬৯১	উগ্রচণ্ডা—ভয়ঙ্কর।
	৬৯৫	শোকী—শোকার্ত।
৭	১৭	বেদনিল—বেদনাগ্রস্ত করিল।
	৪৮	কাল—ভীষণ।
	১২৭	চেতনিলা—চেতনাসম্পাদন করিল।
	১৪০	পুত্রহানী—পুত্রহন্তা (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৭৫	পতাকীদল—পতাকাধারীরা।
	২০২	পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ—"পাণ্ডুগণ্ডদেশ রক্ষঃ" সঙ্গত।
	২৪৪	দাক্ষিণাত্য—দক্ষিণাপথের অধিবাসী।

সর্গ	পংক্তি	
৭	৩১৭	এ বিরহে—দিক্‌পালগণের বিরহে।
	৩৪১	প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে।
	৩৫৮	পাতালে নাগ, নর নরলোকে— "পাতালে নাগ ; নর নরলোকে" সঙ্গত।
	৪৪২	চতুঃস্কন্ধরূপী—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক, এই চতুরঙ্গে বা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া।
	৬৮৭	পরদারালোভে—"পরদারলোভে" সঙ্গত।
৮	২৩৩	জ্ঞানহর—জ্ঞাননাশক।
	২৭৭	আত্মকুল—প্রেতাত্মাকুল।
	৩১৬	বিচারী—বিচারক।
	৩৭৯	খর—ভীষণ।
	৪০৫	হীরামুক্তা ফলে—"হীরামুক্তা-ফলে" সঙ্গত।
	৪৪২	(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু—"(সূক্ষ্ম অতি), গুরু উরু" সঙ্গত।
	৪৯০	অনির্ব্বেয়—যাহাকে নির্ব্বাপিত করা যায় না।
৯	১৪২	খরসান—তীক্ষ্ণ-শান-দেওয়া।
	২৪৯	গায়কী—গায়িকা।
	২৮৮	কঞ্চুক—গাত্রাবরণ।
	৩০৫	অধিকারী—অধিকারযুক্ত, কর্ম্মচারী।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

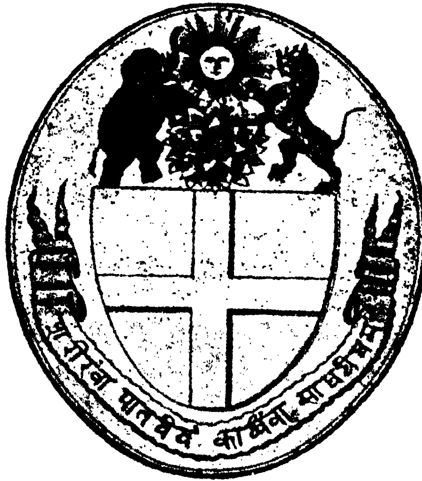
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫০

মূল্য দশ আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪—২৩।৮।৪৩

ভূমিকা

কবি মধুসূদন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বহুবিধ নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রচনা-রীতিও বাংলা দেশে সম্পূর্ণ নূতন; এগুলি সুরে গেয় মহাজন-পদাবলীও নয়, আবার পালায় বিভক্ত কবি বা পাঁচালি-গানও নয়। মধুসূদন স্বয়ং এগুলিকে Ode আখ্যা দিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দ্দশপদী কবিতার মত মধুসূদন বাংলায় এই শ্রেণীর গীতিকবিতারও জন্মদাতা। তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার অবিসম্বাদিত প্রাধান্য এই সকল নূতন রীতির উপর স্থাপিত।

বহু মহাজন রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম-বিরহ লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন; বাংলা-সাহিত্যের আদিমতম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কাব্যকারগণ এই লোভনীয় বিষয়ের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। প্রেমিক কবি মধুসূদনও রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কাব্য-রচনার সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বিচিত্র ছন্দে রাধা-বিরহের গান গাহিয়াছেন। অনেকে ইহার মধ্যে প্রাচীন পদ্ধতির সহিত গরমিল অথবা ইউরোপীয় ভাবের ছায়া দেখিয়াছেন, কিন্তু আসলে এই কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে যে একটি ভাবোন্মত্ত বাঙালী কবি-চিত্তের সংস্পর্শ আছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, মধুসূদন যখন সদ্য-আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখনই এই সঙ্গীত-মুখর মিল-বহুল কাব্যটি রচিত হইয়াছে। কাব্য বা বিষয়ের বৈচিত্র্য-বিচার আমাদের এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার জীবনী ও পত্রাবলী হইতে এই পুস্তক-রচনার কাহিনী যেটুকু পাওয়া যায়, সেইটুকুই এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

অমিত্র ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনার সময়ে মধুসূদন সম্ভবতঃ মুখ বদলাইবার জন্যই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তিনি এই কালে নিধু গুপ্ত, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির গীতি-কাব্য ও জয়দেব-বিদ্যাপতির পদাবলী বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছিলেন। ১৮৬০

খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে আছে :—

I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ। You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

[আমার "মেঘনাদে"র প্রস্তাবনা-অংশ পাঠাইতেছি—তোমার কেমন লাগে অবশ্য জানাইবে। কবিতা সম্বন্ধে ভাল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এখানকার একজন বন্ধু ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ভাল কথা, গীতি-কবিতার একটি ছোট পুস্তিকা ছাপিতে দিয়াছি; আমাদের চিরপুরাতন রাধা ঠাকুরাণী ও তাঁহার বিরহ লইয়া ইহা লিখিত। বইটি ছাপাখানার কবল হইতে মুক্ত হইলেই তোমাকে এক খণ্ড পাঠাইব।]

ঐ বৎসরের জুলাই [?] মাসে রাজনারায়ণকে লিখিত আর একটি পত্রে মধুসূদন বলিতেছেন :—

By the bye রাধার বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I to do with Rhyme.

[আর এক কথা, রাধার বিরহ ছাপা হইতেছে। কেন জানি না, বইটি প্রকাশ করিতে আমার সঙ্কোচ হইতেছে। মিত্রচ্ছন্দের ব্যাপারে আমি কেন থাকি?]

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদন অন্তরের আবেগেই লিখিয়াছিলেন। নূতন পরীক্ষার জন্য নয়। লিখিয়া তাঁহার লজ্জাবোধ হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ মমতা যে ছিল, এরূপও মনে হয় না; যদিও ইহার কিছু দিন পরেই তিনি রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—

Have you received a copy the Odes (Brajangana)? Pray, why then are you silent? Some fellows here pretend to be enchanted with them.

[গীতিকবিতাগুলির (ব্রজাঙ্গনার) এক খণ্ড তোমার হাতে পৌঁছিয়াছে কি? দোহাই তোমার, পাইয়া থাকিলে সে সম্বন্ধে নীরব থাকিও না। এখানকার কেহ কেহ উহা পড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছে এরূপ ভাব দেখাইতেছে।]

ইহাতে আগ্রহের অপেক্ষা কৌতুক বেশি। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) এই মনোভাব স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে ঃ—

I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours.

[মনে হইতেছে, ব্রজের অঙ্গনা বেচারাকে তুমি উপেক্ষাই করিয়াছ। হায় হতভাগা! কবিতা-পাঠের সময় ধর্ম্মের সংস্কার শিকায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তা ছাড়া, শ্রীমতী রাধা মোটের উপর তেমন মন্দ লোক নন। যদি সুরু হইতে এই অধীনের মত একজন চারণ তাঁহার জুটিত, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র ভিন্নরূপ দেখিতে পাইতে। তথাকথিত কবিদের দুষ্ট কল্পনাই তাঁহাকে এরূপ রঙে চিত্রিত করিয়াছে।]

এই পত্র হইতেই বুঝা যায়, মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা বলিতে রাধাকেই বুঝিয়াছেন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রাধা-বিরহের কাব্য।

ব্রজাঙ্গনার প্রকাশ সম্বন্ধে মধুসূদনের চিঠিতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটুকু মাত্র পাওয়া যায়। এই পত্রটিও রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

The "Odes" are out, and I have requested Baboo Baikantanath Dutta (a co-religionist of yours) who is the proprietor of the copy-right, to send you a copy.

[গীতিকবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে (তোমার সমধর্ম্মী) ইহার এক খণ্ড তোমার কাছে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি।]

এই বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্বন্ধে সামান্য খবর 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে আছে। তিনি বলিতেছেন ঃ—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁর টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতলব আঁটিতেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়েই তিনি লাভবান্ হইতে পারেন নাই। যে

কাযেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন; "ব্রজাঙ্গনা" পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া—"ব্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (copyright) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজ-ব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।—পৃ. ৬৭-৬৮।

বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত প্রথম সংস্করণের পুস্তকে একটি "বিজ্ঞাপন" লিখিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞাপনের তারিখ ২৮ আষাঢ়, ১২৬৮; অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ—

ব্রজাঙ্গনা কাব্য। / কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / গোপী-ভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা—" / উদ্ধবের—" পদাঙ্কদূত। / শ্রী আর, এম, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানী / কর্ত্তৃক বাহির মৃজাপুর ১৩ সঙ্খ্যক / ভবনে মুদ্রিত। / ১৮৬১। /

প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপন"টিও হুবহু উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞাপন।

কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়ের কাব্যাদি রচনা করিবার যে প্রকার অদ্ভুতশক্তি, তাহা তৎপ্রণীত অত্যল্পকাল-সম্ভূত "শর্ম্মিষ্ঠা," "পদ্মাবতী" ও "কৃষ্ণকুমারী" নাটক, "একেই কি বলে সভ্যতা?", "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া," অমিত্রাক্ষর "তিলোত্তমাসম্ভব" এবং "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিতেছে; আমি তাহার কি বর্ণন করিব? তিনি শেষোক্ত দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যে বাঙ্গলা ভাষায় একটি নূতন কাব্য রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

তাঁহার অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে যাদৃশ অনুরাগ মিত্রাক্ষরে কিছু সেরূপ নাই বটে; তথাপি তিনি যে প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মিত্রামিত্র উভয়াত্মক অক্ষরেই তদ্রচনার ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে শ্রীমতী রাধিকার প্রেম প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক প্রকার কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ নূতন ছন্দ ও সুমধুর নবভাব পরিপূরিত কবিতা এ পর্য্যন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়।

সদয়হৃদয় কবিবর দত্তজ মহোদয় স্বীয় বদান্যতা ও ঔদার্য্যগুণে এই গ্রন্থ খানির স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া এক কালে আমাকে দান করিয়াছেন। আমি তদীয় দাতৃত্ব ও মহত্বগুণ কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত কবরডাঙ্গা স্থিত শ্রীযুক্ত আর. এম. বসু কোম্পানী দ্বারা এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ করিলাম।

আপাততঃ এই গ্রন্থ খানির 'বিরহ' বিষয়টি ১৮টি প্রস্তাবে প্রথম সর্গে প্রকাশিত হইল; যদি পাঠকমণ্ডলীর নিকটে কাঙ্গালিনী ব্রজাঙ্গনাকে সুমধুরভাষিণীরূপে সমাদৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের শ্রম সাফল্য এবং প্রকাশকের ব্যয়ের সার্থকতা জ্ঞান করত সোৎসুকচিত্তে শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃকভানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সম্মিলন, সম্ভোগাদি বিষয় ক্রমশঃ সর্গান্তর হইতে সর্গান্তরে প্রকটনপূর্ব্বক ব্রজাঙ্গনাকে সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবান্বিতা করিতে যত্নবান্ হইব ইতি।

কলিকাতা
২৮ আষাঢ় ১২৬৮। } শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত

পুনশ্চঃ গ্রন্থের স্বত্বাধিকার রক্ষার জন্য যে রাজ নিয়ম প্রচলিত আছে সেই নিয়মানুসারে এই গ্রন্থ খানি রেজেষ্টরী করিলাম।

"অমিত্রাক্ষর কবিতা রচনাতে অনুরাগ" সত্ত্বেও মধুসূদন এই ছন্দোবদ্ধ গাথাগুলি রচনা করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া তিনি নিজের আবিষ্কৃত (নানা ছন্দের সংমিশ্রণে) ছন্দ-স্তবক-পদ্ধতির পরীক্ষায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ফাঁদিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

> I have made up my mind to write (Deo volente!) three short poems in Blank-verse, and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romatic tale in it,...

> [ভগবান্ যদি বিরূপ না হন, অমিত্রচ্ছন্দে তিনটি ছোট কবিতা এবং পরে মিত্রচ্ছন্দে কিছু লিখিতে মনস্থ করিয়াছি; তোমাদের উপর পয়ার ও ত্রিপদীর বোঝা চাপাইব, এরূপ কল্পনা করিও না। ইতালীয় অট্টাভা রিমার আদর্শে ছন্দ-স্তবক সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই একটি প্রেমের গল্প লিখিতে চাই।]

এই কার্য্য যে তিনি নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের নিকট লিখিত পরবর্ত্তী চিঠিতেই তাহার প্রমাণ আছে ঃ—

How [Here ?] you are, old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem ! All in the course of one year ; and that year only half old !

[বন্ধু, দেখিতেছ ত—একটি বিয়োগান্ত নাটক, একটি গীতিকবিতা-সংগ্রহ এবং খাঁটি মহাকাব্যের আধখানা—সমস্তই এক বছরে ! এক বছর কেন, ছয় মাসে !]

প্রথম সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" এই কাব্যের অন্যান্য সর্গ প্রকাশের উল্লেখ আছে। মধুসূদন রাধা-বিরহ আরও খানিকটা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; দুঃখের বিষয়, তিনটি স্তবকের বেশী তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই অংশও আমরা গ্রন্থশেষে সংযোজন করিলাম।

মধুসূদনের জীবিতকালে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। পাঠভেদ গ্রন্থশেষে দ্রষ্টব্য।

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য "পরিশিষ্টে" প্রদত্ত হইল।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

[১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

[বিরহ]

১

বংশী-ধ্বনি

১

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন !
চাতকী আমি স্বজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন ?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল ;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ !

২

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে !

কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?
যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি ;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে !

৩

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে—
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে ;—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে ;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল-ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী !
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ?
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো স্বজনি ?

৫

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি ;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি ? ধিক্ এ যুকতি !

৬

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন !
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন !
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন ।

২

জলধর

১

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে !
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে !

ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে !

২

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন !
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন !
চপলা চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন !

৩

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা রব করি,
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে, রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দরী !
উড়িতেছে চাতকিনী শূন্য পথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনী—জলদ-কিঙ্করী !

৪

হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর ?
রত্নচূড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর !

৫

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি ;

দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি ;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী ;

৬

নাচিবে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী !
বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর এ তব অধীনী !

৭

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?
মধু কহে হে কামিনী, আশা মহামায়াবিনী !
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি ?

৩

যমুনাতটে

১

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ?

২

তপনতনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে ;
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ?

৩

এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে !
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে !

৪

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন !
আর কি এ সবে সাদ আছে গো রাধার ?

৫

তবে যে সিন্দূরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে !
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে !

৬

বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে,
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী !
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি !
এস গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে !

৭

কি আশ্চর্য্য ! এত করে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি ?
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি ?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি ?

৮

হায় রে তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি !
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি !

৯

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।

১০

হায় রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন ?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন,
নলিনী যেমনি জ্বলে—এত জ্বালা কার ?

১১

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি,
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার।
মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি ?

৪

ময়ূরী

১

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী !
আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?

২

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে !

৩

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধনু— রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর ;
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর !

৪

কিন্তু ভেবে দেখ্ লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে !
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি,
করে, রে শিখিনি !
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী !

৫

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ?

না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুই ও কি দুঃখিনী ?
আহা ! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে ?
মধু কহে, যা কহিলে, সত্য বিনোদিনি !

৫

পৃথিবী

১

হে বসুধে, জগৎজননি !
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে !
যবে দশানন অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে।
তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণি !

২

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী !
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে ?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতুকামিনি !

৩

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে ?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে !
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !

৪

আপনি তো জান গো ধরণি
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি !
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি !
অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত শত !
তাহার বিরহ দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি !

৫

লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী !
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি ?
অনন্ত, জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী !
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী— শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী ?

৬

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে !
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান !

৬

প্রতিধ্বনি

১

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে !

২

কুমুদিনী কায়, মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন !
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন ;

এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ?
স্বজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী !

৩

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি !
পর্ব্বত গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

৪

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি,
মোর শ্যামধনে !
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে !
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি !

৫

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে !
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী !

৬

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন ;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন !
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে !

৭

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল ?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল ?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে ; হাস, হাসে, মাধব-রমণি !

৭

উষা

১

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি !
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি !

২

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি !
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি !
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি !

৩

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া !
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে,
হেরিব কদম্বমূলে রাধা বিনোদিয়া !

৪

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুমকামিনী ;
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে,
রাধা বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি ?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি ?
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী !

৫

ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল কিরণ ;

ফণিনী নিজ কুন্তলে পরে মণি কুতূহলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন !
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন !

৮

কুসুম

১

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ?

২

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী ?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার ; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ?

৩

হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?

আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া !

৪

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জবনে ?
ব্রজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি,
ব্রজগগনে ?
ব্রজ কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজভবনে !

৫

হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রূর, যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে ?
ক্রূর দূত হেন, বধিলে না কেন
বলে কি ছলে ?

৬

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজরতন !
ব্রজবনমধু নিল ব্রজ অরি,
দলি ব্রজবন ?
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদন !

৯

মলয় মারুত

১

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয় পবন !
বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে বিদ্যাধরী যথা
সঙ্গীত সুধায় পূরে নন্দন কানন ;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন !

২

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে
সুপ্রফুল্লনলিনীরে—প্রেমানন্দ মন !
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন !

৩

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ;
তব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার ?
নয়ন আসারে, দেখ, ভাসে সে দুঃখিনী !
যাও যথা পিকবধূ— বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী !

৪

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে !
রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে !

৫

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন !
তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
বজ্রাঘাতে যেও তার করিয়া দলন !

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না দেব কুসুম যুবতী !
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন,
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি !

৭

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা,
ভুলো না, পবন !

কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন!
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন!

৮

উত্তরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে;
আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে নারি,—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে।

১০

বংশীধ্বনি

১

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে?—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?

২

বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে ?

৩

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

৪

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসি—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে !

৫

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?

বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা !

১১

গোধূলি

১

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি !
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !

২

আইল লো তিমির যামিনী ;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী !
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

৩

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে ;

কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন।

৪

হে শিশির, নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার ;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল !

৫

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মূরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ?

৬

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন ?
যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে !

৭

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী !

মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন !

১২

গোবর্দ্ধন গিরি

১

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী :
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী !
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ-
সুশোভিনী ?

২

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি ;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী !
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,

কোথা মম শ্যাম গুণমণি ? মণিহারা
আমি গো ফণিনী !

৩

রাজা তুমি ; বনরাজী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত ;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রঞ্জিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে ;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত ;—
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে ?

৪

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী ;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়িনী ;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী !
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী !
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-
প্রেম-ভিখারিণী !

৫

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—

যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর,
বারণে যেমনি বারণারি,—
ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর ?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ ! কোথা
বংশীধারী ?

৬

হে ধীর ! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে,
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে !
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে !

১৩

সারিকা

১

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতির্বিম্ব—তেমতি তরল !

কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি !

২

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন !

৩

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী ?
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে !

৪

ছাড়ি দেহ বিহঙ্গীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় !
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

৫

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে !
কেনে তবে মিছে তারে রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী ;
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি !

৬

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুলমান ধনে ?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে ?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন !

১৪

কৃষ্ণচূড়া

১

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে !
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী ?

২

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে !
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়ন-জলে ; সেই জল এই দলে
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্ লো কামিনি !

৩

পাইয়া এ কুসুম রতন—শোন্ লো যুবতি,
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি !
দেখিনু রূপের রাশি মধুর অধরে বাশী,
কদমের তলে,
পীত ধড়া স্বর্ণরেখা, নিকষে যেন লো লেখা,
কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে !

৪

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ, লো ললনে ?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায় ?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি ?

১৫

নিকুঞ্জবনে

১

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন !
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন !

২

তুমি জান কত ভাল বাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী ;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জকুল রাজন,
এ দাসীরে কত ভাল বাসিতেন তিনি !
তোমার কুসুমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,
তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা চরণ,
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে প্রমদা শিখিনী ।

৩

সে কালে—জ্বলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন,—

ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন ;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন !

৪

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা ?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন।

৫

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকারমণ ?
কাম-বঁধু যথা মধু তুমি হে শ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন ?

তব পদে বিলাপিনী কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর !
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর !
মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুসূদন !

১৬

সখী

১

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন !
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

২

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন ?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ?

৩

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন।
যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন।

৪

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-
কুমুদ-বাসন !
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন !
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ !

৫

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন !
বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন !
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন !

৬

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন !

দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন !
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন।

৭

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?

১৭

বসন্তে

১

ফুটিল বকুলকুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা, স্বজনি ?
আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব ;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব !

২

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন ?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন !

৩

স্বন, স্বন, স্বনে, শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,
বিহঙ্গমগণে।
কুবলয় পরিমল, নহে এ ; স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন !
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন !

৪

উচ্চ বীচি রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি ;
কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে,
যথা গুণমণি।
সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরল জলে ; চল, ত্বরা করি—
ভুলি গে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি !

৫

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা ; গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে ;
মরমরে পাতাদল ; মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে ;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ?

৬

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে !

৭

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল, ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;—
সুখে মধু শূন্য কুঞ্জে কি কাজ, রমণি ?

১৮

বসন্তে

১

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে !
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে !

২

সখি রে,—
উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে !
এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি
এবে লো রব কি করি ?
প্রাণ কাঁদিছে !
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে !

৩

সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী !
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল,
মঙ্গল ধ্বনি !
চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি !

৪

সখি রে,—
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে !
দুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে ;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে,
ভাবিয়া মনে !
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে ।

৫

সখি রে,—
এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে !
ভালে যে সিন্দূরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু ;—
দেখিব লো দশ ইন্দু
সুনখগণে !
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে !

৬

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে !
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে !

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় সর্গ

[বিহার]

"মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার জন্য "বিহার" নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।..." ('মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত,' ১ম সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩০০, পৃ. ৩৬৩)। প্রথম সর্গের এই কয়েক পংক্তি একখানি পুস্তকের মলাটের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল।—'মধু-স্মৃতি', (১৩২৭), পৃ. ২৯৯-৩০০ দ্রষ্টব্য।

১

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে॥

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেন মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি!
সুধামাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে!

পাঠভেদ

মধুসূদনের জীবিতকালে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। মধুসূদন এই গ্রন্থের স্বত্ব বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে দান করেন (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। স্বত্বাধিকারীর "বিজ্ঞাপনে"র তারিখ হইতে বুঝা যায়, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৮ আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৬।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা "শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত" হয়। ইহারও পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৬। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে; প্রকাশকেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অন্যথায় ইহা প্রথম সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ; দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত ও কয়েকটি বর্ণাশুদ্ধি সংশোধিত হইয়াছে মাত্র।

নিম্নে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ দেওয়া হইল।—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
৮	২১	রেখেছি	দেখেছি
১১	১৩	বিজুলী	বিজলী
১২	১৪	বাসকিরমণি	বাসুকিরমণি
৩১	১৪	দোলা	দোলে
৩২	১৯	মোহিতে মোহন	মোহিত মোহন
৩৫	৩	যাতন	যাতনা
৩৮	২৪	সুখে মধু শুক্ত	সুখে মধুশুক্ত

পরিশিষ্ট

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

ব্রজাঙ্গনা—মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা বলিতে বিশেষভাবে রাধাকে বুঝাইয়াছেন। ভূমিকায় উদ্ধৃত তাঁহার পত্র দ্রষ্টব্য। এই কাব্যের আখ্যাপত্রে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা বিরচিত বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য 'পদাঙ্কদূতম্'-এর প্রথম শ্লোকটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ—

গোপীভর্তু র্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্।
তত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতীসহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম॥

ইহার অর্থ—কোনও পদ্মপলাশলোচনা গোপীনাথের বিরহে অধীর হইয়া পাগলের মত স্খলিতকবরী অবস্থায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মুররিপু [কৃষ্ণ] সেখানে আছেন, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দ্রুত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যমুনা-তীরের মঞ্জু কুঞ্জে গমন করিলেন।

এই বিরহোন্মত্তা রাধিকার দশাভেদ দেখাইয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ১৮টি কবিতা রচিত। বিরহবিধুরা, ভ্রান্তিদূতীসহায়া ও উন্মত্তা, এই তিনটি বিশেষণ ব্রজাঙ্গনার রাধিকার প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

১ : ২। **কমল-কাননে**—কমল-কাননে। এই কাব্যে মধুসূদন বহু স্থলেই সমাসবদ্ধ অথবা যুক্ত পদগুলিকে (compound words) পৃথক্ রাখিয়াছেন, জুড়িয়া দেন নাই অথবা হাইফেন প্রয়োগ করেন নাই। এ যুগের পাঠকদের অর্থবোধের অসুবিধা হইবে বিবেচনায় আমরা কোন কোন স্থলে হাইফেন প্রয়োগ করিয়াছি।

শম্বর-অরি—শম্বরাসুরকে নিধনকারী কাম, মদন।

৩। **কেন**—মধুসূদন প্রথম কবিতায় "কেন" লিখিয়াছেন, এই কাব্যের অন্যত্র "কেনে" প্রয়োগেরই বাহুল্য।

শরমের ফাঁসি—লজ্জার বাঁধন।

ঘন—মেঘ।

৪। ছয় ঋতু বরে যারে—শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ছয়টি ঋতু যাহাকে বরণ করে; পৃথিবী। ঋতুগুলিকে পৃথিবীর স্বামী বলা হয়।

৫। নিশি রূপবতী—নিশি রূপবতী [হয়]।

৬। কালে পিও—যথাকালে পান করিও।

২ : ১। সুগন্ধ-বহ-বাহন—সুগন্ধবহ বায়ু যাহার বাহন অর্থাৎ মেঘ।

ইন্দ্র-চাপ—ইন্দ্রধনু, রামধনু।

৩। জলদ-কিঙ্করী—মেঘের প্রেয়সী চাতকিনী।

৪। রত্নচূড়া—রতন চূড়া।

৫। আখণ্ডল-ধনু—ইন্দ্রধনু।

৩ : ২। তেঁই—সেই কারণে।

কাদম্বিনী—মেঘ।

শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে—পর্ব্বতের স্বর্ণ-পুরীতে অর্থাৎ পাহাড়ে।

সেও রাজার নন্দিনী—রাধাও রাজা বৃকভানুর কন্যা।

৩। তিতিছে—ভিজিছে।

৪। সাদ—সাধ।

৫। গোপিলে—গোপন করিলে।

৮। অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি—যমুনা গঙ্গায় গিয়া মিশিয়াছে এবং গঙ্গার জল সাগরে যাইতেছে, কবি বলিতেছেন, গঙ্গা (হরপ্রিয়া মন্দাকিনী) যেন যমুনার হাতে সাগরকে অর্পণ করিতেছে।

৯। তারাময় হার····· শিরে ধরি—তারা ও চন্দ্রের প্রতিবিম্বপাতে।

১০। যেমনি—যেমন।

৪ : ২। ঘনে—মেঘে।

৩। শক্র-ধনু—ইন্দ্রধনু।

বিজলী কনক দাম—বিজলী-কনক-দাম, বিদ্যুৎরূপ স্বর্ণময় হার।

৫ : ১। বৈদেহী—সীতা।

বাসুকি-রমণি—বাসুকি-রমণী, পৃথিবী।

২। অভাগা—"অভাগী" সঙ্গত পাঠ।

ঋতুকামিনি—ঋতুকামিনী, পৃথিবী।

৩। শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে অগ্নি জ্বলে ; অগ্নির বৈদিক নাম শমীগর্ভ।

জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—"যৌবনতাপে" ছাপার ভুল, দুইটি সংস্করণেই এইরূপ আছে। "যৌবন তাপে" হইবে। অর্থ—উত্তাপে জীবন ও যৌবন, দুই-ই হারাইত।

দুহে—উভয়কে।

৪। ঋতুকুলপতি—বসন্ত।

তাহার বিরহ দুঃখ—তাহার সহিত তোমার বিরহদুঃখ, বসন্তের অভাবে ধরণীর বিরহদুঃখ।

৫। অনন্ত,······বরে—অনন্ত ও সমুদ্র, পৃথিবীর এই দুই পতি।

মধুবিলাসিনী—বসন্তবিলাসিনী।

৬। কালে—যথাকালে।

৬ : ২। কোপে—কুপিত হয়।

উভয়—উভয়ে।

৩। আকাশ-নন্দিনি—আকাশ-নন্দিনী ; শূন্য হইতে সমুত্থিতা প্রতিধ্বনি।

নিরাকারা ভারতি—নিরাকারা ভারতী, প্রতিধ্বনি।

৫। আকাশসম্ভবে—আকাশ-সম্ভবা, প্রতিধ্বনি।

৭। ছল—কৌতুক।

৭ : ১। বরসরোজিনী—মনোহর পদ্ম।

২। আঁধা—অন্ধ।

৪। মুকুতা-কুণ্ডলে—শিশিরবিন্দু দ্বারা।

৮ : ১। যতনে—যত্ন করে।

৬। দলি ব্রজবন—এই পংক্তিতে ছন্দপতনদোষ ঘটিয়াছে। পাঁচ অক্ষর থাকা উচিত ছিল।

৯ : ১। গাহে বিদ্যাধরী যথা—"যথা"র পরে একটি কমা-চিহ্ন বসিলে অর্থসঙ্গতি হয়।

কমলা জিনি—কমলাকে পরাস্ত করিয়াছে যে।

৩। তুল্য—উপযুক্ত।

৫। রাধিকা-বাসন—রাধিকা-বাঞ্ছা।

৬। দেব কুসুম যুবতী—মুদ্রাকরপ্রমাদ। "দেব, কুসুম-যুবতী" হইবে।

৭। কিরে—দিব্য।

করে—করিয়া।

৮। আর কথা—অন্য কথা।

১০ : ১। অমনি—সাহায্য ব্যতিরেকে, আহুতি ছাড়াও।

৪। ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসি—যেন—যেমন; ব্যাধ যেমন ফাঁদ পাতিয়া পাখী ধরে, তেমনই।

মগনে না—ডোবে না।

৫। স্মরণ তার?—স্মরণ তার কি প্রয়োজন?

মধুরাজ—দ্ব্যর্থক, বসন্ত ও শ্রীকৃষ্ণ।

১১ : ৩। ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী—ব্রজের নিষ্কলঙ্ক শশী, শ্রীকৃষ্ণ।

৪। তিতিও না—ভিজাইও না।

৬। মোদিত—গন্ধামোদিত।

কুবলয়—কুমুদী।

১২ : ১। সরঃ-সুশোভিনী—নলিনী অর্থে।

২। রূপে—রূপের বিচারে।

যথা—যেমন।

৩। রজিত—রঞ্জিত।

তরুবলী—তরুশ্রেণী (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৪। সুতারা—তারা-সুশোভিত।

৫। বারণে—হস্তীকে।

বারণারি—সিংহ।

৬। করে—করিয়া।

১৩ : ১। তরল—চঞ্চল, চপল।

কি ভাবে ভাবিনী—কোন্ ভাবে ভাবান্বিতা।

৪। সারি—সারাইয়া।

বেড়ি—শৃঙ্খল।

১৪ : ২। গলে পড়ে—গ'লে প'ড়ে, গলিয়া পড়িয়া।

৩। কুঞ্জ শোভা—কুঞ্জ-শোভা।

৪। যে ধন—প্রেম-ধন।

১৫ : ১। তুমি হে অম্বর—আকাশের সহিত কুঞ্জের তুলনা করা হইয়াছে।

২। হে কুঞ্জকুল রাজন—হে কুঞ্জকুল-রাজন।

২। মোহিত—মুগ্ধ করিত।

রড়ে—দ্রুত গতিতে।

৩। তুলি ঘোমটা—বিকশিত হইয়া।

৪। রবি-দেবে—সূর্য্যদেবকে।

৫। কাম-বঁধু যথা মধু—বসন্ত যেমন মদনের বন্ধু।

পদ্মালয়া—লক্ষ্মী।

১৬ : ৪। বৃন্দাবন-সর-কুমুদ-বাসন—বৃন্দাবনরূপ সরোবরের কুমুদ, তাহার বাসন বা বাঞ্ছিত।

১৭ : ৩। পাই--পাইয়া।

কুবলয়—নলিনী, পদ্ম।

৭। সুধে—শুধায়, প্রশ্ন করে।

১৮ : ১। রমিত—আনন্দিত।

৩। ফুলজালে—পুষ্পস্তবকে।

বীরাঙ্গনা কাব্য

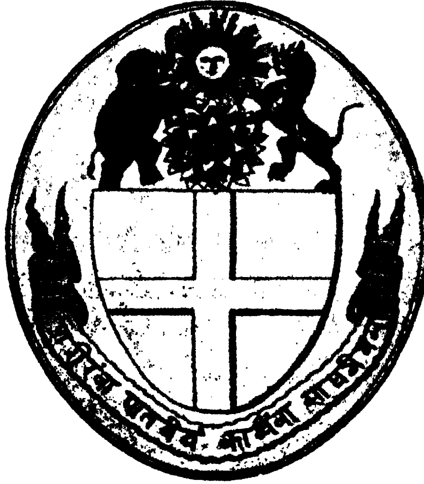
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫০

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৫—২৫।২।১৯৪৪

ভূমিকা

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পর 'মেঘনাদবধ কাব্য' নয় সর্গ রচনা করিয়াও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদনের শেষ কথা বলা হয় নাই; অর্থাৎ ভাষার গাম্ভীর্য্য, যতি ও ছন্দের বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া যে আরও পরিণতির অবকাশ ছিল, মধুসূদনের মনে সেই বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি "সিংহল-বিজয়" নামক কাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত "narrative" বা "আখ্যান-বর্ণনামূলক" কাব্যে অমিত্রচ্ছন্দের পরিণতি প্রদর্শনের সুযোগ না পাইয়াই মধুসূদন তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য "dramatic" বা "নাটকীয়" বিষয়বস্তুর প্রয়োজন মধুসূদন অনুভব করিয়াছিলেন। ইতালীয় কাব্য-সমুদ্রে অবগাহনের কালে তিনি কবি ওভিদ (Publius Ovidius Naso —43 B. C.—17 A. D.) প্রণীত *Heroides* কাব্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন; ওভিদ এই কাব্যের পুরাণ-কাহিনীর নায়িকাদের সম্পূর্ণ নূতন এবং রোমান্টিক মূর্ত্তিতে সজ্জিত করিয়াছিলেন। পত্রাকারে নায়িকাদের চিত্ত-উদ্‌ঘাটনের এই কৌশল পরে রোমান কবিদের মধ্যে কেহ কেহ এবং ইংলণ্ডেও দুই এক জন কবি (যেমন পোপ) অবলম্বন করেন। মধুসূদন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এই পদ্ধতিকেই সবিশেষ উপযোগী জ্ঞান করিয়া 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে খিদিরপুর হইতে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা শেষ হইবার পর রাজনারায়ণই মধুসূদনকে সিংহল-বিজয়ের উপর আর একটি কাব্য লিখিতে অনুরোধ করেন। মধুসূদন সেই সম্পর্কে এই পত্রে লিখিতেছেন—

> Jotindra proposes the battles of the Kaurava and Pandub princes; another friend, the abduction of Usha (উষাহরণ). Now I am for your সিংহলবিজয়; but I have forgotten the story

and do not know in what work to find it ; kindly enlighten me on the subject.

[যতীন্দ্রের ইচ্ছা আমি কৌরব ও পাণ্ডব রাজপুত্রদের যুদ্ধ লইয়া লিখি ; অন্য একজন বন্ধু উদাহরণ লিখিতে বলিতেছেন। কিন্তু আমি তোমার সিংহল-বিজয়ের পক্ষে। তবে গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। জানি না কোন্ বইয়ে তাহা পাওয়া যাইবে, দয়া করিয়া আমাকে এই বিষয়ে জানাও।]

ইহারই অব্যবহিত পরের একটি তারিখহীন চিঠিতে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন :

I have only written 20 or 30 lines of the new Epic [সিংহল-বিজয়]. In fact, I have laid it by,—for a time only, I hope. But within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called 'বীরাঙ্গনা' *i. e.* Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder. Jotindra Mohan Tagore, my printer Issur Chunder Bose, and one or two other friends, are half-mad. But you must judge for yourself. The first series contain (1) Sacuntala to Dusmanta (2) Tara to Some (3) Rukmini to Dwarkanath (4) Kakayee to Dasarath (5) Surpanakha to Lakshman (6) Droupadi to Arjuna (7) Bhanumati to Durjodhana (8) Duhsala to Jayadratha (9) Jana to Niladhwaja (10) Jahnavi to Santanu and (11) Urbasi to Pururavas ; a goodly list, my friend.

[নূতন মহাকাব্যের মাত্র ২০।৩০ পংক্তি লেখা হইয়াছে। আসলে, ইহা স্থগিত রাখিয়াছি ; আশা করি কিছুকাল পরে আবার ধরিতে পারিব। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 'বীরাঙ্গনা' নামে একটি বস্তু কলমের আঁচড়ে খাড়া করিয়াছি ; প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নারীরা তাঁহাদের প্রণয়ী অথবা পতিদের নিকট নায়িকার উপযুক্ত লিপি লিখিতেছেন—ইহাই 'বীরাঙ্গনা'। সব সুদ্ধ একুশটি লিপি হইবার কথা ; আমি এগারটি সম্পূর্ণ করিয়াছি। সবগুলি শেষ করিতে দেরি হইবে বলিয়া এই এগারটি ছাপা হইতেছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আমার প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বসু ও অন্যান্য দুই একজন বন্ধু এগুলি পড়িয়া প্রায় ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। তুমি কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিবে। যে কটি লেখা হইয়াছে, তাহার তালিকা এই (১) দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা (২) সোমের প্রতি তারা (৩) দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী (৪) দশরথের প্রতি কেকয়ী (৫) লক্ষ্মণের

প্রতি সূর্পণখা (৬) অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী (৭) দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী (৮) জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা (৯) নীলধ্বজের প্রতি জনা (১০) শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী (১১) পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী ; তালিকা নেহাৎ ছোট নয়—কি বল ?]

এই এগারটি পত্রই 'বীরাঙ্গনা কাব্য'।

দুঃখের বিষয়, মধুসূদনের আশা আর পূর্ণ হয় নাই—স্থগিত লেখা তিনি আর ধরিতে পারেন নাই। উপরে উল্লিখিত পত্রের এক স্থলে তিনি যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আসিতেছে" ("my poetical career is drawing to a close"), তাহাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। 'চতুর্দ্দশপদী'র বিচ্ছিন্ন সনেটগুলি লেখা ছাড়া তিনি আর বিশেষ কবিকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন নাই।

পরবর্ত্তী পত্রে রাজনারায়ণকে মধুসূদন সদ্যপ্রকাশিত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

> The new poem is just out, and I have ordered a copy to be forwarded to you. You must oblige me by letting me know what you think of it, at your earliest convenience, for I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry....
>
> The poem, you will find, has not been concluded yet—one half of it remains to be written. I don't know when I shall finish it. Perhaps, it will take me months ; perhaps a few weeks. But give me your candid opinion of what has already been achieved, old fellow ! I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow ! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us....

[নূতন কাব্যটি সদ্য বাহির হইয়াছে, তোমাকে একখণ্ড পাঠাইবার জন্য বলিয়াছি। যত শীঘ্র সম্ভব, ইহার সম্বন্ধে তোমার মতামত জানাইয়া আমাকে বাধিত করিবে, কারণ কবিতা-বিষয়ে অনেকের অপেক্ষা তোমার মতকেই আমি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।...

দেখিবে, কাব্যটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—অর্দ্ধেক বাকি আছে। জানি না, কখন শেষ করিতে পারিব। হয়ত অনেক মাস লাগিবে, হয়ত বা দুই চার সপ্তাহেই শেষ হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যাহা করিয়াছি, সে সম্বন্ধে তোমার খোলসা মতামত দাও। আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বিদ্যাসাগরের নামে বইটি উৎসর্গ করিয়াছি। বিশ্বাস কর,

এমন চমৎকার মানুষ হয় না। অনেক দিক্ দিয়া তাঁহাকেই আমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া মনে করি।...]

'বীরাঙ্গনা কাব্য' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৭০। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ :—

বীরাঙ্গনা কাব্য। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। / "লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ—/ —নায্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে।" / সাহিত্যদর্পণঃ। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। /

দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৭৬) ১২৭৩ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ৭৬) ১২৭৫ সালে [১৫ জানুয়ারি ১৮৬৯] প্রকাশিত হয়। এই তিনটি সংস্করণের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ নাই। তৃতীয় সংস্করণ হইতেই 'সাহিত্যদর্পণে'র উদ্ধৃতিটি তুলিয়া দেওয়া হয়।

রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রগুলি যখন লিখিত হয়, সেই সময়ে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' সম্পূর্ণ করিবার বাসনা যে মধুসূদনের ছিল, তাহার অন্য প্রমাণ আছে। তাঁহার ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের স্মারক-লিপিতে আছে :—

It is my intention, God willing, to finish this poem ['বীরাঙ্গনা কাব্য'] in XXI Books. But I must print the XI already finished. The proceeds of the sale of the 1st part must defray the expenses of printing the second. "Born an age too soon"—a time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, book-sellers, painters *et hoc genus omne* and now I am obliged to "shell out."

[ভগবান্ বিরূপ না হইলে এই কাব্যটি একুশ সর্গে সম্পূর্ণ করিব, এইরূপই ইচ্ছা আছে। যে এগারখানি ইতিমধ্যেই শেষ হইয়াছে, সেগুলি আগেই ছাপাইব। প্রথম খণ্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে দ্বিতীয় খণ্ডের ছাপার খরচ চলিবে। আমি আমার যুগের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—সময় আসিবে যখন আমার এই সকল বইয়ের দ্বারা মুদ্রাকর, পুস্তকবিক্রেতা, চিত্রকর এবং ঐ জাতীয় সকলের পকেট পূর্ণ হইবে, কিন্তু আমার এখন শূন্য পকেট।]

"অনা-পত্রিকা" সমাপনান্তে এই স্মারক-লিপিতেই তিনি লিখিয়াছিলেন :—

The epistle of poor জনা must be revised and printed along with the second set. I am very unpoetical just now.

[জনা বেচারীর পত্রটির সংশোধন আবশ্যক ; ইহা দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইবে। আমার মনে এখন বিন্দুমাত্র কাব্যরস নাই।]

কিন্তু দেখা যাইতেছে, শেষ পর্য্যন্ত "জনা-পত্রিকা" প্রথম খণ্ডেই স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ মধুসূদন ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসু 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' পুস্তকে (৫য় সং., পৃ. ৫১২) লিখিয়াছেন—

ওভিদের পত্রাবলীর ন্যায় বীরাঙ্গনাও একবিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ করিবার জন্য মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল। সমালোচিত একাদশখানি পত্রিকা ব্যতীত আরও পাঁচখানি পত্রিকা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই পাঁচটি অসম্পূর্ণ পত্রিকা যোগীন্দ্রবাবু মুদ্রিত করিয়াছেন (পৃ. ৫১২-১৬)। আমরা বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্ট-অংশে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

'মধু-স্মৃতি'-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহার পুস্তকের ৩৩১ পৃষ্ঠায় ছয়খানি অসম্পূর্ণ পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ নং পত্রিকা "ভীমের প্রতি দ্রৌপদী"র উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই অসম্পূর্ণ কবিতাটি নগেন্দ্রবাবু প্রকাশ করেন নাই।

বীরাঙ্গনা কাব্য

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ হইতে]

মঙ্গলাচরণ।

বঙ্গকুলচূড়

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম

এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে

স্থাপিত করিয়া,

কাব্যকার

ইহা

উক্ত মহানুভবের নিকট

যথোচিত সম্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল।

ইতি।

১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।

বীরাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনক জননী কর্ত্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়াপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসংকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত, স্বরাজ্যে গমনানন্তর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানা প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে;
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে,
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে;
কহি—'হ্লাদে দেখ, সই, এত দিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!

ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!'
নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা;
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে!
ক্রতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ; চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।
দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা;
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ; মরমরে পাতাকুল নাচি;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।
সুধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে;—'রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-সুধা?'
কহি পিকে,—'কেন তুমি, পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?
মদনের দাস মধু; মধুর অধীনে
তুমি; সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে?'
অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃদু স্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে!
শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি,—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।

কহি পত্রে,—'শোন্, পত্র ;—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুখাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে ;—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি ?'
মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে ;
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম ! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ ! উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে !
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে !
ডাকি উচ্চে অলিরাজে ; কহি,—'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !'
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত । কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ?
কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র ; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা ! পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে ?
কভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে ;—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,

ফেল রাজ-পদ-তলে যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি !'
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে ;—
'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
যথায় জীবিতনাথ ! হায়, মরি আমি
বিরহে ! শৈশবে তোরে পালিনু যতনে ;
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি !'
আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া,
নরেশ্বর ? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখ-কথা ! এ দুজন যদি
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি ; কেন না
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে !—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে !
ফাটি অন্তরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে !
আর আর স্থল যত,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে ! যে তরুর মূলে
গান্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্‌, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে !—
হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে ?
এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে ?

এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী,
প্রাণনাথ ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃষ্বসা,—মনঃ তাঁর রত তপজপে ;
তা না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে ! নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব ! মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ ; নাহি অন্নে রুচি ;
না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে !
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে !
অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে !
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা !
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা কারে ?
দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি, কব তা কেমনে ?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে ;
ফুলশয্যা ; বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী ;
কেহ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা-সদনে যেন ! শুনি বীণা-ধ্বনি ;
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে—

(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি !
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণসিংহাসনে !
শিরোপরি রাজছত্র ; রাজদণ্ড হাতে,
মণ্ডিত অমূল-রত্নে ; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে !
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে ?
জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে
কুল, মান ধনে তুমি, রাজকুলপতি !
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে,—
এ চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !
চির-অভাগিনী আমি ! জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে ?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ?
এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,

নরাধিপ ? শুনিয়াছি রথীশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে ;
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা কুলের বালা আমি—সুখ মম !
  আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে ;
কি কব তাঁহারে, নাথ, কহ, তা দাসীরে ?
নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বল্যে
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে ?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে !
  বনচর চর, নাথ ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম
প্রথম সর্গ ।

দ্বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না; ও সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি!—
কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে! হস্তদাসী সদা
তুই; মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা!
হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি!—
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে!
এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!

কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ !—তারানাথ ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে !
এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা ? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত ; কিন্তু—ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে !
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে ?
এস তবে, প্রাণসখে ! তারানাথ তুমি ;
জুড়াও তারার জ্বালা ! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি ?
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে ?
যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে !—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে !
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ;
বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজী,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !

চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায় ! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে !
হায় রে, অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি !
 বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে ; গৃহকর্ম্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা !
কি ছার নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা ?
কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী ?
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি ! নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি !
 গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন ; অহরহঃ, বিরহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে !
 গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে !

আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি !
গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত ; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে ?
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু
তাম্বূল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে ?
হায় রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে ;
কোমল কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব,
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী !
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ?
পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম !"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ;—
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে
রাখিত তোমার জন্যে ! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে !
কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী !—
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ?

কহিত সে চম্পকেরে,—“বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও কর-কমলে, সখা, কহিস্ তাঁহারে,—
‘এ বর বরণ মম কালি অভিমানে
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে !’”
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে !—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে !

শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তার ? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি ! নাহি জ্ঞান ; না জানি কি লিখি !

ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে !
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি,
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে !
প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে ;—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,—‘হে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী ?
তবে কেন,—’ কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা !
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে !

তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ;

গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে !
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবা নিশি ! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক্, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে ? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী !—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?
  ক্ষম, সখে !—পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব কারাগারে !
এস তুমি ; এস শীঘ্র ! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে !
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে !
  কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্ব জনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা ! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাময় ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ ? আরম্ভি সম্বরে

সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে !
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি !
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি !
   আর কি লিখিবে দাসী ? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষম ভ্রম ; ক্ষম দোষ ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল
লেখনী ? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে।
   লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে !
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু ! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি !
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ ! কি আর কহিব ?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-চরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।]

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব ;—
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে !
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে :
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী :
কাঁপে হিয়া থরথরে ! না জানি কি করি :
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ-কাহিনী !
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু ! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে !
নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তারে ;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে

বরভাবে! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি; কিন্তু কহি, শুন,
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগত-কর্ণে সুধার লহরী!
কে যে তিনি? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে;
তুলিয়া কুসুম-রাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া।
গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।—
রাজদ্বেষে পিতামাতা ছিলা বন্দীভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে!
খনিগর্ভে ফলে মণি; মুক্তা শুক্তিধামে!
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে
শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা! গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ; নদ নদী কলকলকলে
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি;
কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর নিনাদে!
নাচিল অপ্সরা স্বর্গে; মর্ত্ত্যে নর নারী!
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে!
বৃষ্টিলা কুসুম দেব; পাইল দরিদ্র
রতন; জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন!
পূরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে।
জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে,
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহা যত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি

আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে !
আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী
পুত্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত
খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে ?
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পূতনারে ? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি,
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে ?
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি,
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে ?
আর আর কীর্ত্তি যত বিদিত জগতে ?
যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দলে লয়ে
রসরাজ ; মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে !
বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু ; যমুনা-পুলিনে !
এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী। আর কব কত ?
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে !
না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে !
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখি-পুচ্ছ শিরে ;
ত্রিভঙ্গ ; সুগল-দেশে বরগুঞ্জমালা ;

মধুর অধরে বাঁশী ; বাস পীত ধড়া ;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে—
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম ! মোক্ষ-ধাম ভবে !
যত বার হেরি, দেব, আকাশ-মণ্ডলে,
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে ;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে ;—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে !
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি,—'প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে !'
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে !
নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি !
মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি ; বেণুর সুরবে
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে !
কহি শিখীবরে,—'ধন্য তুই পক্ষীকুলে,
শিখণ্ডি ! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জ্জটি !'—
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে ?
শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে !
কি লজ্জা ! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি !
কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী ?

স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে
কায় মনঃ ; অন্য জনে—ক্ষম, গুণনিধি !—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে !
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ?

আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,
গদাধর ! রূপ গুণ থাকিত যদ্যপি
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারি,
আইস ; বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে !'
কিন্তু নাহি রূপ গুণ ; কোন্ মুখ দিয়া
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা !
দীন আমি ; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি ;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যাঁর দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে !

রুক্ম নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি ;
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী ;
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা ! চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবা নিশি ;—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে !
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে !

কি ছলে ভুলাই মনঃ ; কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি !

বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে ;
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,

গুণনিধি! কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে!
পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ুর ময়ূরী
কুঞ্জবনে; অলিকুল গুঞ্জরে সতত;
কুহরে কোকিল ডালে; ফোটে ফুলরাজী।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে!
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া!
কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে!
আছে বহু গাভী গোষ্ঠে; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি!
যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা;
যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি
শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে;—কত যে কি করি,
হায়, পাগলিনী আমি! কি কাজ কহিয়া?
আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিত; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী,
বধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে!
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি?
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে রুক্মিণীপত্রিকা নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদপ্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ী দেবী মন্থরা নাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া, নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে !
কহ তুমি ;—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শংখ, ঘণ্টা ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?

নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
কহ, শুনি, হে রাজন্ ; এ বয়েসে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?
  হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—‘অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পতি !
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !’
  অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চূণ কালি গালে
খেদাও গহন বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে ।
  না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !

নহে গুরু ঊরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব ! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধা-হীন অধর ! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে !
কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে !
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?

পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?
তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী ! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্ব জনে !
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি

অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা শিখাইব পল্লী-বাল-দলে।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি?
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি!)—
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি!
পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।
চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী;
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকয়ীপত্রিকা নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা

[যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি?
ফাটে বুক জটাজুট হেরি তব শিরে,
মঞ্জুকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে!
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে
তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি!
সুবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি,
কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে!
হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,—
কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে

একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে ?
তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র ; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে !
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে !
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিব তব পদে, শূর ! চামুণ্ডা আপনি,
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা হাতে,
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস !—যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র ;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ ; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন-জালে !
মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে।
প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী !)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব ? অনিমিষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে !
আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব
শয্যা তব ! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,

নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী।
সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে আমার বসতি—
মুক্তাময় মাঝ তার; সোপান খচিত
মরকতে; স্তম্ভে হীরা; পদ্মরাগ মণি;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে!
সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
দিবানিশি; গায় পাখী সুমধুর স্বরে;
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল! শত শত কুসুম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে!
খেলে উৎস; চলে জল কলকল কলে!
কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে!
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে;
নহে কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ; ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে;

গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে !
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু ?—বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা ; নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে। দেখ চেয়ে ; ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী !—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায় ! সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্য্যের পানে !—
কি আর কহিব তার ? যত ক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ ; থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী !
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি !
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা !
কিন্তু বৃথা কহি কথা ! পড়িও, নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে !
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে ; বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে ;
তুষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে !
লয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে ;

সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি;
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে!

যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ, ভগিনী তাঁর দাসী; লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা।
কত যে বয়েস তার; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি!
আইস মলয়-রূপে; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!
আইস ভ্রমর-রূপে; না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে! কি আর কহিব?
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে! এস, সখে, তুমি;—
এই নিবেদন করে সূর্পণখা পদে।

শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূর লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে,
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি,
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি,
তাঁহার; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য! মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি! তা না হলে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে?

দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে!
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে।
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষঃ-কুল-পতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা; দাসা-ভাবে সেবিবে এ দাসী!
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর; আর কথা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে।
ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে? আসি ত্বরা করি,
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে সূর্পণখাপত্রিকা নাম
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীরবর অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে?
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা-মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী; সু-উরু রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী!
উর্ব্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে!
নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা
চারুনেত্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা;
সুলোচনা সুলোচনা; কেহ গায় সুখে;
কেহ নাচে,—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে!
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে!
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি; নিত্য রসবতী

সুরবালা ;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা ?
  নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য ! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি
সাজান সে বনরাজী বিরাজি সে বনে
নিরন্তর ; নিরন্তর গায় পাখী শাখে ;
না শুখায় ফুলকুল ; মণি মুক্তা হীরা
স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত !
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি
গন্ধামোদে পূরি দেশ । কিন্তু এ বর্ণনে
কি কাজ ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি !
স্বশরীরে স্বর্গভোগ ! কার ভাগ্য হেন
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভব-মণ্ডলে ?
ধন্য নর-কুলে তুমি ! ধন্য পুণ্য তব !
  পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে,
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্ব্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে !
  হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম !
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে কবে মোরে ? সুধিব কাহারে ?
রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী,

তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা! অবিরল লুটে
পরিমল! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত,
(কি লজ্জা!) অধর-মধু পান করে সুখে!
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি! কারে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম? কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
শুন তুমি, প্রাণকান্ত! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে;
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে!
সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
কিরীটি? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন!
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।
যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি?
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে?
যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে
রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে! সখীদলে লয়ে

কত যে খেলিনু খেলা, কহিব কেমনে ?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
পূজিতাম শিবধনুঃ ! কহিতাম সাধে,—
'ঋষিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি !) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে !
তা হলে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি !'
শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে
রাজহংসে ; দিয়া তারে আহার, পরায়ে
সুবর্ণ ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—
'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
হস্তিনা ;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্য পথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে ; তাঁর পদে কহিও, দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে !'
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া।
হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি ;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
পুত্রবধূ তাঁর আমি ; বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে !
জল-দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি,
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি !
মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে !'
আর কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে

জনরব,—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী'—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে ?
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে !
প্রার্থিনু রতিরে পূজি,—'হর-কোপানলে,
হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব,
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি !'
পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক, পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে !
সাধিনু মাটিরে ফাটি হইতে দুখানি !
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু, 'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি-সদৃশ,
হে লক্ষ্য ! জ্বলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণ-পতি জতুগৃহে জ্বলিলা যেমতি !
না চাহি বাঁচিতে আর ! বাঁচিব কি সাধে ?'
উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত।'—
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে।
ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে,
রথীশ্বর ? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ্ণ শর ! সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন !) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি !
ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে !'
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি

অভাগীর ভাগ্য-দোষে ! তা হলে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী ?
কিন্তু বৃথা এ বিলাপ !—হুহুঙ্কারি রোষে,
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে ;
অম্বুরাশি-নাদ সম কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ম্বরে ;—কি কথা কহিয়া
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে ?
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী ? আসন্ন কালে সে সুকথাগুলি
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে !
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর স্বরে ;—
'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি !
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি,
চন্দ্রমুখি ! যত ক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে শিরোমণি ?
আমি পার্থ !'—ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে
অনর্গল অশ্রুজল এ লিপি ! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন !—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে !
আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী !—* *
* * এত দূর লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত। বসি তরু-মূলে,
হায় রে, তিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে !
কে মুছিল চক্ষুঃ-জল ? কে মুছিবে কহ ?
কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে ?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে ;

কিম্বা পান করি বিষ ; কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব
হেরিতে ও পদযুগ,—সান্ত্বনি পরাণে,
ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে !
অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায় ! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি আসি দেখা দিবে এ কাননে ?
কহ ত্রিদিবের বার্ত্তা। কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত ; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে !
শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী ;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পার হে যদি সুর-বালা-দলে,
এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি,
পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে
ক্ষণ কাল ! জুড়াইব নয়ন সুমতি
ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদে ;
অপ্সরা-বল্লভ তুমি ; নর-নারী দাসী ;
তা বল্যে করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে !
স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে ; পরে না কি রজত চরণে ?
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রত সদা ধর্ম্মরাজ-ঋষি ;
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে

শাস্ত্রালাপে। মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম ; অনুজ-দ্বয়, মহা-ভক্তিভাবে,
সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে ; যথা সাধ্য, দাসী
নির্ব্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য্য যত।
কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে!
স্মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নিশি!
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী,
পূর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে!
পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি!
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে ; নাশিবে কৌরবে!
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে ;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে!
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে।
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি!
কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ, সুরপুরে,
অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি? এই সুর-দলে
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুংকারে,
দমিলা খাণ্ডব-রণে! জিনিলা একাকী
লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে।
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে! এ ছলনা, কহ, কি কারণে?
এস ফিরি, নররত্ন! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী?

কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ !
আর কি অধিক কব ? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে !
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী ; পূর্ব্ব পুণ্য-বলে
স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর ! তেজস্বী সুশিশু
দিবামুখে রবি যেন ! বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত ! দয়া করি বহিবেন তিনি,
মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে।
যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি।
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।
কি কহিনু, নরোত্তম ? কি কাজ উত্তরে ?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দ্রৌপদী-পত্রিকা নাম
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্য্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে!
নাহি নিদ্রা; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে!
না পারি দেখিতে চখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোদ্যানে;
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে!
শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি,
কাঁপে হিয়া থরথরে! যাই পুনঃ ফিরি।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি!
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী!
মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি শাশুড়ীর পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা দুখানি!
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে!
নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী;

কাঁদে কুরু-বধূ যত ! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি, কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু !
দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে ।
   কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে !—
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে ! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষবিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে !
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্ম্মতি,
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে !
   ধর্ম্মশীল কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ-সম
কে আছে, কহ তা, শুনি ? দেখ ভীমসেনে,
ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্ব্বার সমরে !
দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী !
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমতি,
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি ?
মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী !
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি ?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা-জলে ?
অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি ?
অম্বু-বিম্ব, নীরবৃন্দ ফুলদূর্ব্বাদলে
নহে মুক্তাফল, দেব ! কি আর কহিব ?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে ?
   এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি ! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,

চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে
ভাসে লোক ; তুমি যার পরমারি, রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে !
হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম,
আনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে ?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি !
কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর,
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে ;
তোমা সহ কুরুসৈন্যে দলিল একাকী
মৎস্যদেশে ; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে ?
হায়, বৃথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে ?
সূতপুত্র সখা তব ? কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপতি ?
জানি আমি ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য গুরু।
স্নেহপ্রবাহিণী কিন্তু এ দোঁহার বহে
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত, কহিনু তোমারে !
যদিও না হয় তাহা ; তবুও কেমনে,
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ?—
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী

একাকী এ বীরদ্বয়ে! সৃজিলা কি, তুমি,
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনীরে
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে?
শুন, নাথ; নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি; দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে!
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে
গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম। ইরম্মদ-তেজা
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে!
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি!
গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল মেঘ যেন!
ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া
কালাগ্নি। কি কব, দেব, কিরীটের আভা?
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে!
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য-পানে
ধায় রথবর বেগে! পালায় চৌদিকে
কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কূজনি
ভীতচিত; মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া!
কি কব ভীমের কথা? মদকল-করী-
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে!
জবাযুগ-সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা।
মার, মার শব্দ মুখে! ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা!
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে
ধরিলা দুরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী।

কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—
সর্ব্ব-অন্তকারী যিনি ! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে ! নর-নারী-স্তন-দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে ?
বাড়িতে লাগিল লিপি ; তবুও কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু ;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি ;
আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে
এ কুহক ! গত রাত্রে বসি একাকিনী
শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু ! সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে
দশ দিশ ; পূর্ণচন্দ্র-আভা জিনি আভা
উজ্জ্বলিল চারি দিক ; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে !
চমকি চরণযুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়নজল, কহিলা কাতরে
বিধুমুখী,—'বৃথা খেদ, কুরুকুলবধূ,
কেন তুমি কর আর ? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির বাঁধন, হায়, এ ভবমণ্ডলে ?
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র !'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি !
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে ;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে ; হতগতি অশ্ব : রথাবলী
ভগ্ন ; শত শত শব ! কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে !
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি !

আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনু ;—দাঁড়ায়ে নিকটে,
আস্ফালিছে অসি অরি-মস্তক ছেদিতে।
আর এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূশয্যায় ! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি
রথচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ ; আকাশে
আভাহীন ভানুদেব,—মহাশোকে যেন !
অদূরে দেখিনু হ্রদ ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন-উরু ! কাঁদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া !
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে ?

  এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি !
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী।
কি অভাব তব, কহ ? তোষ পঞ্চ জনে ;
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে ; তোষ অভাগীরে ;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানুমতী-পত্রিকা নাম
সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি!
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া ;—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা! কহিলা সুমতি—
(না জানি পূর্ব্বের কথা ; ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে ;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে!
প্রাণপণে যোঝে যোধ ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু!' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয়। নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখপানে রহিলা চাহিয়া।
'দেখ, কুরুকুলনাথ,'—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্তরথী! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে!

পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ;
সভয়ে হেষিছে অশ্ব ! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে !—
মজিল কৌরব আজি আৰ্জ্জুনির রণে !'
  কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা ; কাঁদিয়া মুছিনু
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা ;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড টংকার, প্রভু ! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ ! কোন রথী গুণসহ কাটে
ধনু ; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ ; মরিল অশ্ব ; মরিল সারথি !
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে !'—
  নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী ;—'আহা ! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে !
অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আৰ্জ্জুনি ! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে !
নিরানন্দে ধৰ্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে।'
  হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা ; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে,
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি !

পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু !
ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনী
অধীর বিষম শোকে ! গরজে গম্ভীরে
হনূ স্বর্ণরথচূড়ে। পড়িছে ভূতলে
খেচর ; ভূচরকুল পালাইছে দূরে !
ঝকঝকে দিব্য বর্ম্ম ; খেলিছে কিরীটে
চপলা ; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে !
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু ; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে !
মুহুর্ম্মুহুঃ ভীমবাহু টংকারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাস ! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ;—
'কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত ;
তুমি, হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;
তুমি, স্বর্গ, শুন ; তুমি, পাতাল, পাতালে ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে ! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি !
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে !'—
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু ! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে।
কহ এ দাসীরে, নাথ ; কহ সত্য করি ;
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি ? পর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে

তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ ? কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে ?
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে !
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি !
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে !
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে !

কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী ? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনী রুষিলে ?

হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে
তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে !
নাদিল কাতরে শিবা ; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত ! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে !
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল !
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির রাহুগ্রাসে !
বীর্য্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে !
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে ?

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি !

ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনু,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে! কি কাজ রণে তোমার? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে?
তবে যদি কুরুরাজে ভাল বাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি!
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব?—আর কি কহিব?
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে?
তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা!) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ? দেখাইল তাঁরে
উরু? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি?
ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী!
এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি!
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি! কে না জানে, কহ,

মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি ?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ
রিপু ; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব দাহনে ?
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্বাধিপতি ?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর কালে ?
স্মর, প্রভু ! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুরুসৈন্য নেতা যত পার্থের প্রতাপে ?
এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ?
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?
ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি ;—মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি !
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে !
জানি আমি কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী !—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে ;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ; অশ্বত্থামা শূরে ;
কৃপাচার্য্যে ; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি !
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি ?
কে সে পার্থ ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায় ?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !

মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে ;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে !
  ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডু কুলে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দুঃশলা-পত্রিকা নাম
অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী

[জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে! এ চিরবিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে!
হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে
কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে
যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,
করিয়া মিনতি স্তুতি নিষ্কৃতির আশে।
দিনু বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।'
বরিনু তোমারে সাধে, নরবর তুমি,
কৌরব! ঔরসে তব ধরিনু উদরে
অষ্ট শিশু,—অষ্ট বসু তারা, নরমণি!

ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ !
কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে !
সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে ।
অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে ;
দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্ ! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী
উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;—
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে,
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে !
পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু । নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি । অখিল জগতে,
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে !
মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা ;
নদপতি সিন্ধুনদ ; বন-কুলপতি
খাণ্ডব ; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ ! আর কব কত ?
আপনি বাগ্‌দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা ; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা ;
যমসম বল ভুজে ! গহন বিপিনে
যথা সর্ব্বভুক্ বহ্নি, দুর্ব্বার সমরে !
তব পুণ্যবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি !
স্নেহের সরসে পদ্ম ! আশার আকাশে
পূর্ণশশী ! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি ! কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি : অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি ।

পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।
অসীম মহিমা তব; কুল মান ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে!
তরুণ যৌবন তব;—যাও ফিরি দেশে;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী!
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য সুখে!
পাল প্রজা; দম রিপু; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সৎক্রিয়া যতনে!
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি; প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী!
কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্ব্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে!
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে!
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যাঁর দেবব্রত রথী!
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি! অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জাহ্নবীপত্রিকা নাম
নবমঃ সর্গঃ।

দশম সর্গ

পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশী নাম ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি !—
গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক ; বারুণী
সাজিল মেনকা ; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি ! দেবদল এই সভাতলে ;
বসিয়া কেশব ওই ! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরুরবা প্রতি !'—হাসিলা কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত ;
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে !
সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে !
শুন, নরকুলনাথ ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে ?—
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে !
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে

স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী ; ও চরণে রত
এ মনঃ !—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি !
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি ।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর ; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর ! যদি কৃপা কর,
তাও কহ ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ?
শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে
হেমকূটে ! এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা ! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে !
সহসা কাঁপিল গিরি ! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সম !
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,'—
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে !
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে !
পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী মানবীর বাঞ্ছা ! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন !
রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি ;
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে.

দিনান্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি
কমল ! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে !
চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা : রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া ; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে
মোহান্তে ! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে !'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা ! নরকুল ধন্য তব গুণে !
এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পমান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে ?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা !
সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে !
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি !
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা ? শুন, রাজা ! তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা

রসালে, রসালে যরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা ! রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে !
কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ ; সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে !
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে !
উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব ?
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি ! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া !
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে।
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে !
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমার কহেন—'তুই হবি ফলবতী !'
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে

পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ !—নিবেদনমিতি !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উর্ব্বশীপত্রিকা নাম
দশমঃ সর্গঃ।

একাদশ সর্গ

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাঁহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হেষে অশ্ব ; গর্জ্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ;—কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু ! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে !
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে !
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে !
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ, মহেষ্বাস, তারে ! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে !
জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—

কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।
  হায়, পাগলিনা জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
  কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?
কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি?
না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?
  নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে;—এ কি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে

(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে ? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে ?
এক মাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে ! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি ?
নরনারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে !
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আঃ মরি, কি সতী !
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ ! পৌরব-সরসে
নলিনী ! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া ! ধিক্ ! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা !
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী ?
জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি

স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল!
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে!
কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি ;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা যত্ন সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি?
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি

চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে !
ক্ষত্র-কুলবালা আমি ; ক্ষত্র-কুল-বধূ ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি ?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে ! যাচি চির বিদায় ও পদে !
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?" বলি !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জনাপত্রিকা নাম
একাদশঃ সর্গঃ ।

পরিশিষ্ট

বীরাঙ্গনা কাব্য ২১ খানি পত্রিকা বা সর্গে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল। ১১ খানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার পর তিনি আরও কয়েকটি পত্রিকা রচনায় হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নৃমণি! তুমি এ বারতা পেয়ে
দূতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হ'তে। পতি তুমি; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর! আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাত বার বেড়ি
আঁধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে— আক্ষেপ না করি;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে!

* * * *

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারু চন্দ্র; তারা-বৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে

বাসুকির ফণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
হে উৎস গিরি-দুহিতা জননা মা তুমি ;
নদ, নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনা অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে ;
স্নেহহীন এ কি কথা ? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে ? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

অনিরুদ্ধের প্রতি উষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
উষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
যদুবর ! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে।
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে !
অকূল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে ! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনারে !
কি কহিনু ? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী

হরষে, সরষে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা ; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। উষার হৃদয়ে
আশালতা আজি উষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?

কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধানা রমা, কহ তা রমারে।
না পশে এ দেশে নাথ, রবিকররাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি ;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর ; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই ; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়! না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।

নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

বীরাঙ্গনা—এই শব্দ মধুসূদন মাত্র নায়িকা অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র উপক্রমে এই কাব্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—

বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;

এই সম্পর্কে ভূমিকায় উদ্ধৃত মধুসূদনের পত্র দ্রষ্টব্য।

১ : ৭। মদকল—মত্ততার জন্য মধুর অস্ফুট শব্দকারী।
২২। প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
৩৩। মধু—বসন্ত।
৫৩। শিলীমুখ—ভ্রমর।
৬২। গীতিকা—গান, ছন্দোবদ্ধ লিপি।
৮৫। অন্তরিত—অন্তর্গত, মনোগত।
১১৪। দ্বিরদ—দুইটি দাঁত যাহার, হস্তী।
১২৬। অমূল—অমূল্য।
১৩৮। কলাধরে—চন্দ্রে।
১৫৯। পরাণ—"পরাণে" সঙ্গত প্রয়োগ হইত।
১৬০। চর—দূত, এখানে পত্রবাহক।

২ : ২৬। ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে—হে বৃথা চিন্তা, তোরে ধিক্।
৪৯। মৃগমদে—কস্তুরীকে।
৫২। মধুরে—মধুকে, বসন্তকে
৬০। মুরজ—মৃদঙ্গ।
তুম্বকী—একতারা।
৮৯। অবচয়ি—চয়ন করিয়া।

৩ : ৭৮। বালে—বালককে।
৭২। কাল নাগ—যম সদৃশ অর্থাৎ ভীষণ সর্প।
৫৫। জলাসার—জলধারা, বৃষ্টিধারা।
৭২। বরগুঞ্জমালা—সুন্দর কুঁচের মালা।
৭৩। পীত ধড়া—পীত বসন।
৭৪। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ চিহ্ন, বিষ্ণুর চরণের চিহ্ন।

৮৮। শিখণ্ডি (সম্বোধনে)—শিখণ্ডী, ময়ূর।
শিখণ্ড—ময়ূরপুচ্ছ।
মণ্ডে—মণ্ডিত করে।
১০৭। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়।

৪ : ১২। পুরনারী-ব্রজ—পুরনারীগণ।
১৪। গায়কী—গায়িকা (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
২০। ঝাঁঝরি—কাঁসর-জাতীয় বাদ্যবিশেষ।
৬৬। পথী—পথিক (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
৮৯। বিতংস—পাখী ইত্যাদি ধরিবার ফাঁদ, জাল বা রজ্জু।
১২২। পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে—ভরতকে, পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতেও দুর্ভাগা ভরত মাতৃপিতৃহীনের তুল্য।

৫ : ৬। মঞ্জুকেশি (সম্বোধনে)—সুকেশী।
১৩। বঞ্জুল—বেত।
মঞ্জুলে—কুঞ্জে। "বঞ্জুল-মঞ্জুলে" পাঠ সঙ্গত।
৩২। ভীমখণ্ডা—ভীষণ খাঁড়া।
৩৮। মণিযোনি—মণির উৎপত্তিস্থল।
৪৪। কামরূপা—স্বেচ্ছাক্রমে রূপধারিণী।
৫১। মাঝ—মেঝে।
১৩১। সম—যোগ্য।

৬ : ৯। দিবে—স্বর্গে।
৮২। বৈদর্ভীর—বিদর্ভরাজকন্যার, দময়ন্তীর।
৯২-৯৩। বাহন যাঁহার···তাঁর আমি—মেঘকুলপতি যে ইন্দ্রের বাহন, আমি তাঁহার পুত্রবধূ।
১৪৬। আঁধা—অন্ধ।
১৬৬। কামদা—অভীষ্টদাত্রী।
১৬৯। কামধুকে—কামদাত্রী অর্থাৎ অভীষ্টদাত্রী অমরাবতীকে।
১৯২। মহেষাস—মহাধনুর্দ্ধর।
২০৯। ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—ভ্রাতা চারি জনকে হওয়া উচিত ছিল।

৭ : ৩৪। প্রহরী—প্রহরণধারী।
৪২। নীরবৃন্দ—"নীরবিন্দু" হওয়া উচিত ছিল।

৪৫। ক্ষমা দেহ—ক্ষান্ত হও।

৫৭। আনায়—জাল।

৬৩। রাধেয়—রাধাপুত্র, কর্ণ।

৬৬। সূতপুত্র—সারথিপুত্র, কর্ণ।

৭৬। জিষ্ণু—বিজয়ী, অর্জ্জুন।

৮৫। বায়ুজ ধ্বজে—অর্জ্জুনের রথে বায়ুজের (বায়ুপুত্র হনূর) মূর্ত্তি অঙ্কিত বলিয়া বায়ুজ ধ্বজে, কপিধ্বজ রথে।

৯৬। উন্মদ—মত্ত।

১২৭। মশান—শ্মশান শব্দের অপভ্রংশ।

১৩৯। কেন এ কুস্বপ্ন, দেব,—"কেন এ কুস্বপ্ন দেব" হওয়া উচিত।

৮: ১৭। দূরদর্শী—হস্তিনায় বসিয়া কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গন দেখিতেছিলেন যিনি, সঞ্জয়।

৫৪-৫৫। পাণ্ডু-গণ্ড···কোপে—হে নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে (কুরুরা তো বটেই, এমন কি) পাণ্ডবেরাও ত্রাসে পাণ্ডু-গণ্ড।

৭৩। পূর্ব্বকথা—জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণের কথা।

৯৭। পৌরব-পঙ্কজ-রবি—পৌরবরূপ পদ্মসমূহের রবি, ভীষ্ম।

৯৮। বীর্য্যাঙ্কুর—যাহার বীরত্ব স্ফুটনোন্মুখ।

১৪৩। মণিভদ্রে—পুত্র সুরথে (কবিকল্পিত নাম)।

৯: ১৬। সাধে - ইচ্ছায়।

১৯। সরোরুহ—পদ্ম।

১০: ৪। অম্ভোজা—জলজা, সমুদ্র হইতে উত্থিতা লক্ষ্মী।

৪৬। মীলিল—উন্মীলিল, মেলিল।

৪৭। কমলাকান্তে—(মুদ্রাকর-প্রমাদ) কমল-কান্তে—সূর্য্যে।

৫৩। বিচ্যমান—সংযুক্ত।

৫৬। প্রসাদে—হর্ষে, আনন্দে।

৮৩। উর্ব্বীধামে—পৃথিবীধামে।

১১: ২। হেবে—হ্রেষে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৬। প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে।

৩৬। চর্ম্ম—ঢাল।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

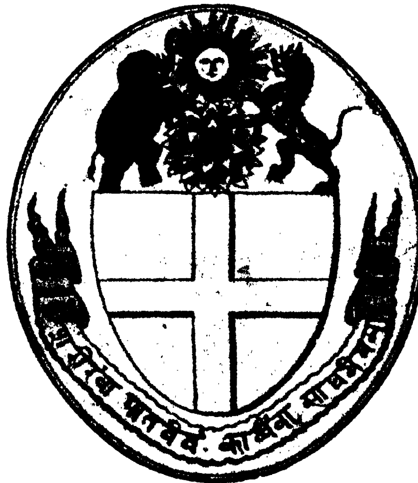
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৪৯

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪·১—১৫।২।১৯৪৩

ভূমিকা

যদি নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের দিক্ দিয়া প্রতিভার বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শুধু ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বা অমিত্রাক্ষর ছন্দই নয়, মধুসূদন বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গীতি-কবিতা, মহাকাব্য, প্রহসন ও নাটকেরও আদি-প্রবর্ত্তক। ইতালীয় কবিদের "Heroic Epistles"-এর ধরণে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' পত্রচ্ছলে কাব্যরচনার যে রীতি মধুসূদন অনুসরণ করিয়াছেন, বাংলা ভাষায় তাহাও নূতন; 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তিনি রাধাকৃষ্ণের বৈষ্ণবি প্রেমকে সম্পূর্ণ নূতন আধুনিক রূপ দিয়াছেন। ফরাসী কবি La Fontaine-এর ধরণে রচিত "রসাল ও স্বর্ণলতিকা"-জাতীয় "নীতিগর্ভ কাব্যে"র বাংলা দেশে তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার 'হেক্‌টর-বধ' বাংলা-গদ্যের একটি নূতন বিশিষ্ট রূপ।

বাংলা কাব্যে সনেটও মধুসূদনের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার; "চতুর্দ্দশপদী" নামও তাঁহারই দেওয়া। তাঁহার জীবন-চরিতগুলি হইতে এ বিষয়ে যতটুকু তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দুই সর্গ রচনা সমাপ্ত হইয়াছে, কবি তৃতীয় সর্গে হাত দিয়াছেন; 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনাও সমাপ্ত হইয়াছে (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০)। এই সময়ে এক রবিবারে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

...I want to introduce the sonnet into our language and, some morning ago, made the following :—[আমি আমাদের মাতৃভাষায় সনেটের প্রবর্ত্তন করিতে চাই, এবং কয়েক দিন আগে এক সকালে এইটি রচনা করিয়াছি :—]

কবি-মাতৃভাষা।

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য-রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,

অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে? *

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

[এ বিষয়ে তোমার কি মত, বন্ধু! আমি মনে করি, যদি প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা ইহার অনুশীলন করেন তাহা হইলে আমাদের সনেট এক দিন ইতালীয় সনেটের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবে।]

এই পত্র হইতেই জানা যায়, মধুসূদন এই সময়ে ইতালীয় ভাষার চর্চ্চা করিতেছিলেন; কবি তাসোর (Tasso) মূল কাব্য পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক দিন সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা স্থগিত থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন 'ক্যাণ্ডিয়া' জাহাজ-যোগে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের "ভরসেল্‌স"-এ (Versailles) অবস্থানকালে আবার তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঐ বৎসরের ২৬ জানুয়ারি তারিখে তিনি গৌরদাস বসাককে যে পত্র লেখেন, তাহাতে আছে—

You again date your letter from "Bagirhat." Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river? I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some

* এই প্রথম সনেটটিই পরবর্ত্তী কালে সুবিখ্যাত "বঙ্গভাষা" (৩ নং) কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। মাত্র চারি বৎসরে মধুসূদনের ভাষার ও ভাবের প্রসার লক্ষ্য করিবার মত।

"sonnets" after his manner. There is one addressed to this very river কবতক। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jatindra and Rajnarain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশ-পদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *elegant* compliment paid to him. There's variety for you, my friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up.

[তোমার পত্রের শিরোনামায় পুনরায় বাগেরহাটের উল্লেখ দেখিতেছি। আমার জন্মভূমির নদীর তীরে যে বাগেরহাট, এ বাগেরহাট কি সেই? আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কাব্য পাঠ করিতেছিলাম—তাঁহার ধরণে কয়েকটি সনেট লিখিয়া ফেলিয়াছি। এই কবতক্ষকে সম্বোধন করিয়াই একটি সনেট লিখিত। ঐটি এবং সঙ্গে আর একটি সনেট পাঠাইলাম; শেষেরটির অনুবাদ কয়েক জন ইউরোপীয় বন্ধুকে শুনাইয়াছিলাম, তাঁহাদের ওটি অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। ভরসা করিয়া বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে। দোহাই তোমার, এগুলির নকল যতীন্দ্র ও রাজনারায়ণকে পাঠাইবে এবং তাঁহাদের মতামত আমাকে জানাইবে। আমাদের ভাষায় চতুর্দ্দশ-পদী কবিতা যে ভাল ভাবেই চলিবে, এ কথা বলিবার সাহস আমার আছে। শীঘ্রই এক খণ্ড পুস্তকে এগুলি প্রকাশ করিবার মতলব আছে। তিন নম্বরের একটি কবিতাও পাঠাইতেছি; মৃত্যুর পরে আজ পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্র রায়কে এমন মার্জ্জিত প্রশংসাবাদ কেহ করে নাই—এ আত্মপ্রশংসা আমার প্রাপ্য। এগুলি বন্ধু, তোমার কাছে নূতন ঠেকিবে। আমার ইচ্ছা রাজেন্দ্রও এগুলি দেখেন, তাঁহার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে। এই নূতন পদ্ধতির কাব্য সম্বন্ধে তোমাদের সকলের মতামত আমাকে জানাইবে। ভাই, আমার নিজের বিশ্বাস, আমাদের ভাষা অতি মনোহারী, প্রতিভাশালী ব্যক্তির হাতে ইহা মার্জ্জিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে মাত্র।]

গৌরদাস বসাক মধুসূদন-প্রেরিত সনেটগুলি তাঁহার নির্দ্দেশমত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। ২১ মার্চ (১৮৬৫) তারিখে

গৌরদাসবাবুকে লেখা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, মধুসূদন তাঁহার পত্রে তিনটির উল্লেখ করিলেও মোট চারিটি সনেট পাঠাইয়াছিলেন। সনেট চারিটি যথাক্রমে এইরূপ—অন্নপূর্ণার ঝাঁপি (৫ নং), জয়দেব (৮ নং), সায়ংকাল (২১ নং), কবতক্ষ নদ (৩৪ নং)। যতীন্দ্রমোহনের পত্র অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি :—

I have perused the four sonnets with attention and I should think they are fully worthy of our poet's pen. Of the four I give greater preference to two. I mean the one addressed to Jaidev and the other describing Evening. The ideas of the latter tho' perhaps not quite original are wholly new in the Bengallee and his adaptations are so peculiarly happy that they almost deserve the credit of originality. Our poet takes nothing but what he is sure to improve, and ideas and sentiments however foreign assume a natural grace and beauty when they pass thro' his crucible. The third sonnet is full of tender feelings but I think it has not the simplicity and ease which characterize the other two. As desired I have handed over all the four sonnets together with Michael's letter to our friend Rajender and I dare say he will be glad to give them a place in his Periodical.

[সনেট চারিটি আমি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি এবং আমার বিবেচনায় সেগুলি আমাদের কবির লেখনীর সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রাখিয়াছে। চারিটির মধ্যে দুইটি আমার বেশী ভাল লাগিয়াছে—জয়দেবকে সম্বোধন করিয়া লিখিত সনেটটি এবং সায়ংকালের বর্ণনা সম্বলিত সনেটটি। শেষেরটির ভাব যদিও সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, তথাপি বাংলা ভাষায় একেবারে নূতন ; এবং মধুসূদন এমন আশ্চর্য্য চমৎকার ভাবে মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন যে, কবিতাটি প্রায় মৌলিক কবিতার গৌরব লাভ করিয়াছে। আমাদের কবি যেখান হইতে যাহাই গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহার হাতে গৃহীত বস্তু উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং ভাব ও অনুভূতি যত বিদেশী হউক, তাঁহার রচনা-কটাহে পড়িলে সকলই স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করে। তৃতীয় সনেটটি যদিও কমনীয় ভাবে ভরা, তথাপি আমার মনে হয়, এটি অন্য দুইটির মত সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠে নাই। আপনার নির্দ্দেশ-মত আমি সনেট চারিটি মাইকেলের পত্র সহ আমাদের বন্ধু রাজেন্দ্রকে দিয়াছি ; ভরসা ক'র, তিনি খুশী হইয়াই তাঁহার পত্রিকায় সেগুলিকে স্থান দিবেন।]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ'* পত্রিকায় (১৯২১ সংবৎ, ২ পর্ব্ব, ২১ খণ্ড, পৃ. ১৩৬) তন্মধ্যে দুইটি সনেট মুদ্রিত করেন—"কবতক্ষ নদ" ও "সায়ঙ্কাল"। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

চতুর্দ্দশপদী কবিতা।

নিম্নস্থ চতুর্দ্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্ম্মিষ্ঠা তিলোত্তমা মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙ্গালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত। অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহাকর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্ত্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।

অতি অল্প কালের মধ্যে মধুসূদন "ভরসেল্‌স" নগরে বসিয়াই শতাধিক সনেট রচনা করেন এবং তাঁহার প্রকাশক কলিকাতার ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীকে সেগুলি পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে আরও কয়েকটি অসমাপ্ত কাব্য ছিল। প্রকাশক এগুলি সমস্তই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণ পুস্তকের আখ্যাপত্র এইরূপ ছিল—

চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলি। / শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত / প্রণীত। /† কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে / মুদ্রিত। / সন ১২৭৩ সাল, ইংরাজী ১৮৬৬। /

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৲+১২২। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের তিনটি ভাগ ছিল—(১) উপক্রম, (২) চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি, (৩) অসমাপ্ত কাব্যাবলি। "উপক্রম" ভাগে লিথো প্রেসে ছাপা মধুসূদনের

* নগেন্দ্রনাথ সোম ভ্রমক্রমে 'মধু-স্মৃতি'তে (পৃ. ৩৯৬) 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র নাম করিয়াছেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

† আখ্যাপত্রের এইখানে যে সীলটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি বর্ত্তমান সংস্করণের আখ্যাপত্রেও দেওয়া হইল।

স্বহস্তাক্ষরে দুইটি সনেট (বর্ত্তমান সংস্করণের ১-২); "চতুর্দশপদী কবিতাবলি" অংশে ১০০টি সনেট (বর্ত্তমান সংস্করণের ৩-১০২) এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি"তে নিম্নলিখিত খণ্ডিত কবিতাগুলি ছিল: ১। সুভদ্রা-হরণ। ২। তিলোত্তমা-সম্ভব। ৩। নীতিগর্ভ কাব্য—(ক) ময়ূর ও গৌরী, (খ) কাক ও শৃগালী, (গ) রসাল ও স্বর্ণলতিকা। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে "উপক্রম" ও "চতুর্দশপদী কবিতাবলি" অংশ একত্র হইয়াছে এবং "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী'তে এই পরিত্যক্ত অংশ "বিবিধ—কাব্য" খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" সম্বন্ধে প্রকাশকের (ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং) মন্তব্য "পাঠভেদ" অংশে দ্রষ্টব্য।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের শেষ কাব্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত মনের কাব্য। চৌদ্দ পংক্তি এবং চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার স্বভাবতঃ উচ্ছ্বাসপ্রবণ মন অনেকখানি সংযত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সনেটের কঠোর ও দৃঢ় গঠন-গুণে অল্প পরিধির মধ্যে একটি ভাবকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য কবিকে ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ থাকিতে হইয়াছে। মিলের বন্ধনও ভাষা-গঠনে সবিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ফলে মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদীর অনেক পংক্তি আজ প্রবাদবাক্য হইতে পারিয়াছে। এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সম্মুখে স্বদেশীয় কোনও আদর্শ ছিল না; ভাঙাগড়ার কাজ তাঁহাকে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি ও দুঃসাহস মত করিতে হইয়াছে।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে আর একটি লক্ষণীয় বিষয়—মধুসূদনের অপূর্ব্ব দেশপ্রেম। ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া মাতৃভূমি বাংলা দেশের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভালবাসা এই সনেট কয়টিতে ওতঃপ্রোত হইয়া আছে। এই প্রেমের তুলনা বাংলা-সাহিত্যেও দুর্লভ। এই পুস্তকের ১০২টি সনেটের মধ্যে বৈদেশিক ব্যক্তি ও বিষয় লইয়া লিখিত (৪৩, ৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৫ নং) ৫টিকে বাদ দিলে বাকী প্রায় সকলগুলিই

বিষয় এবং স্বদেশীয় প্রকৃতির বর্ণনাসম্বলিত। এগুলিতে মধুসূদনের অসামান্য কবি-হৃদয়ের পরিচয় নিহিত আছে। শুধু প্রকৃতি-বর্ণনাই নয়, তাঁহার সমগ্র জীবনের রূঢ় বাস্তব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নানা আকারে এগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষকে, বাংলা দেশকে, ভারতের এবং বঙ্গদেশের কবি ও মনস্বী ব্যক্তিগণকে তিনি কত শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার প্রকাশেই 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' সমৃদ্ধ নয়—দেশের "বউ কথা কও" পাখী, "বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির", "শ্মশান", "কোজাগর লক্ষ্মীপূজা" প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও বিষয়ের স্মৃতিও তাঁহার কল্পনাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার প্রত্যেকটিই সুদূর প্রবাসে ফ্রান্সের একটি প্রসিদ্ধ নগরে বসিয়া লেখা—সেখানে তাঁহার আশেপাশে চতুর্দ্দিকে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবাধ বিস্তার এবং বিপুল সমৃদ্ধির চমকপ্রদ প্রকাশ! ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি নিজের চিরজীবনের গভীর আকর্ষণ ও ঐকান্তিক প্রবণতা সত্ত্বেও তিনি সেই সভ্যতার মাঝখানে বসিয়া দেশের নদী, নদীতীরের বটবৃক্ষ, ঈশ্বরী পাটনী এবং অন্নপূর্ণার ঝাঁপিটিকে ভুলিতে পারেন নাই। মধুসূদনের কবি-জীবনের অসাধারণ মহত্ত্ব এইখানে। 'জীবন-চরিত'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন—

> মধুসূদনের কবিশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা পাঠ করা আবশ্যক, মধুসূদনকে জানিতে হইলে, তেমনই তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন।—৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৮৩।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হইলে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্য-সন্দর্ভে' (৩ পর্ব্ব, ৩৪ খণ্ড, পৃ. ১৬০) তাহার যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কবিতাগুলিতে স্বাজাতিকতা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখিয়া সেকালে মধুসূদনের বাল্যসহপাঠীরাও কিরূপ বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন, তাহার আভাস আছে। সেই দুষ্প্রাপ্য আলোচনাটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> যে সকল ব্যক্তি "ওলো লো মালিনীর" রুণুঝুনু শব্দঝঙ্কারে মুগ্ধ হন ও অনুপ্রাসই কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নূতন গ্রন্থ খানি কোন মতে

সমাদৃত হইবে না। পরন্তু যাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ, অলৌকিক কল্পনা শক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন, যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে কবিতার মূলই সদ্ভাব, এবং তদভাবে সহস্র অনুপ্রাসও চিত্তের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পারে না, যাঁহারা রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দত্তজার এই নূতন গ্রন্থ অবশ্যই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে। এই গ্রন্থরূপ উপহার প্রাপ্তিতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, যেহেতু ইহার দৃষ্টে আমাদিগের এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে নব্য যুবকগণ অনেকেই ইংরাজির নবানুরাগে মত্ত হইয়া বাঙ্গালীর অবহেলা করিলেও আমাদিগের প্রকৃত সদ্বিদ্বানেরা মাতৃভাষার কদাপি অবহেলা করিবেন না, এবং তাঁহাদের প্রযত্নে তাহা চিরকাল সালঙ্কৃতা ও সমাদৃতা থাকিবেক। শ্রীযুক্ত দত্তজ ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রবীণ। ইংরাজী লাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় তেঁহ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্ভিন্ন করাসী ইতালীয় ও জর্মণ ভাষা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ। তেঁহ দেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া তাহার বিসর্জনপূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রহণ করেন, ও ইউরোপীয় রমণীর পাণিপীড়ন করেন; অধিকন্তু প্রাপ্তযৌবনে তিনি বিষয়ানুরোধে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশে বহুকাল যাপন করেন, পরে ইউরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়নার্থে কএক বৎসরাবধি স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিভিন্ন বর্ষে দিনপাত করিতেছেন, তত্রাপি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তিনি মাতৃভাষা বিস্মৃত হয়েন নাই; প্রত্যুত ফ্রান্‌স দেশের বার্সেল্‌স্ নগরে মাতৃভাষাতেই আপন গূঢ় ভাবসকল সঙ্কীর্ত্তিত করিতেছেন, এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহারই কএকটী গীত সমাহৃত হইয়াছে। মাতৃভাষার বলবত্তা-বিষয়ে এতদপেক্ষায় প্রবল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া ভার। পরন্তু ইহাও স্মর্ত্তব্য যে দত্তজ বাল্যকালে বাঙ্গালীভাষা শিক্ষায় তাদৃশ বিশেষ অনুধাবন করেন নাই, ও কার্য্যরোধে যৌবনের মুখ্যাংশ ইংরাজীর অনুশীলনে বিনিয়োগ করেন, তথা প্রবাসে বাস, তথাকার প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালী নহে, ও গৃহ মধ্যে ইংরাজী সহধর্ম্মিণী থাকায় পুত্র কলত্রের সহিতও বাঙ্গালী ভাষায় কথোপকথন করিতে হয় না, তথাপি বাঙ্গালী কবিতা-রচনে তাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তাদৃশ আর কাহার দৃষ্ট হয় নাই; এ ঘটনা প্রকৃত আধিদৈবিক শক্তি না থাকিলে কদাপি সম্ভবে না। ফলে অধুনা বাঙ্গালী কবির মধ্যে দত্তজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ কথা বলিলে, বোধ হয়, কেহই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না। যাঁহারা দত্তজার মেঘনাদ বধ, তিলোত্তমাসম্ভব, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন ও তদ্‌গ্রন্থের রসানুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক রাখে না অন্তের নিমিত্ত আমরা প্রস্তাবিত কবিতাবলির উল্লেখ করিলাম তৎ পাঠে অনেকে আমাদিগের সহিত এক মত হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকে "প্রকাশক-দিগের বিজ্ঞাপনে" কয়েকটি কবিতার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এ যুগের পাঠক তাহা পড়িলে কৌতুক বোধ করিবেন। আমরা কৌতূহলী পাঠকদের অবগতির জন্য এই অংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

চতুর্দ্দশপদীর ৮০ সংখ্যক কবিতাটী [বর্ত্তমান সংস্করণে ৮২] গ্রন্থকার ইটালীর অধিপতি ভিক্টর ইমানুয়েলকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন। ইটালীশ্বর স্বীয় প্রধান মন্ত্রীকে দিয়া দত্তজ মহাশয়কে এক প্রশংসাসূচক উত্তর লিখিয়া পাঠান। এই কবিতা ইটালীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি দান্তের উপর লিখিত হয়। ইনি ফ্লরেন্স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩০০ খৃঃ অব্দে উক্ত নগরের একজন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিরোধে লিপ্ত থাকাতে তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হন। নির্ব্বাসিতাবস্থায় দি কমেডিয়ান নামে জগদ্বিখ্যাত কাব্য ইটালি ভাষায় রচনা করেন। এই কাব্যে স্বর্গ ও নরকের বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। এরূপ অনুমান করা হয় যে, কবিগুরু দান্তে ভার্জিলের সমভিব্যাহারে নরকে প্রবেশ করিয়া পাপিদিগের যন্ত্রণা ভোগ বর্ণনা করেন। তিনি লাটিন ভাষায় আর কতকগুলি কাব্য লিখিয়া আপন যশঃ আরো বিস্তীর্ণ করেন। ১৮৩০ সালে ফ্লরেন্স নগরে তাঁহার স্মরণার্থে একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়।

৮১ সংখ্যক [ম. গ্র—৮৩] কবিতাটী পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকরকে লিখিত হয়। ইনি জর্ম্মাণি দেশ-নিবাসী সংস্কৃত ভাষায় এক জন মহাপণ্ডিত এবং বোডিন কালেজে উক্ত ভাষার প্রধান অধ্যাপক; কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সংশোধনপূর্ব্বক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ সুবিখ্যাত উইলসন্ সাহেবকৃত সংস্কৃত অভিধানের সংশোধন ও পুনর্মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় দশ বৎসর হইল এই কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন, অদ্যাপিও স্বরবর্ণের আদ্যক্ষর "অ" শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে অধুনা সংস্কৃত ভাষার উন্নতি-সাধন বিষয়ক "সংস্কৃত টেক্সট সোসাইটী" নামে যে এক সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে ইনি তাহারও একজন প্রধান সম্পাদক।

৮২ সংখ্যক [ম. গ্র—৮৪] কবিতাটী আল্‌ফ্রেড্ টেনিসনের উপর লিখিত। ইনি ইংলণ্ড দেশীয় ইদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। ইনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

ভিক্টর হুগো ফ্রান্সদেশীয় ইদানীন্তন অতি প্রসিদ্ধ কবি। ১৮০২ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, পরে অনেক গুলি কাব্য, নাটক এবং উপন্যাস লিখিয়া এই জগন্মণ্ডলে বিস্তর যশঃ বিস্তার করিয়াছেন।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হইবার পরেও মধুসূদন কয়েকটি সনেট রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়ার সংবাদে একটি, পরেশনাথ পাহাড়ের উপর একটি, "পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি" একটি, "কবির ধর্ম্মপুত্র" একটি, "পঞ্চকোট গিরি" একটি, "পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী" একটি এবং ঢাকা নগরীর উপর একটি—মোট এই সাতটি সনেট বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও অন্যান্য উৎস হইতে 'মধু-স্মৃতি'-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহার পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। এই কবিতাগুলি আমাদের "বিবিধ—কাব্য" খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

কবিতাগুলির দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

মধুসূদনের জীবিতকালে প্রকাশিত দুইটি সংস্করণেই মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ দুই এক স্থলে ছন্দপতন ও অর্থ-অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, পরিশিষ্টে সেগুলিও প্রদর্শিত হইল।

নির্ঘণ্ট পত্র

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

১

উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে ;—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে ;—
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !—

২

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—

সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে॥

ফরাসীস দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৩

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
“ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,

এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

৪

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে !
কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

৫

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে॥

৬

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)

সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ ॥

৭

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা !—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি !
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি !

৮

জয়দেব

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘ
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে !
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,-
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,-
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে ! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী ?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি ম

৯

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায় ; অমৃত রসে রসনা সিকতি,

আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিলা করে!—
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি?
মিথ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে!

১০

মেঘদূত

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল;
তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি;—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ স্মরি!
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি!

১১

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে।
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মূরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্ব্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীম স্বনে
বারি-ধারা-রূপ বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
তা সকলে, বীর তুমি; কারে ডর রণে?
এ দূর গমনে যদি হও ক্লান্ত কভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রভু,
খগেন্দ্রে উপেন্দ্র-সম, তুমি সে বাহনে!—
কৌস্তুভের রূপে পরো—তড়িত-রতনে॥

১২

"বউ কথা কও"

কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে?—
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?

বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে ?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি ;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী ;
"ক্ষম, প্রিয়ে," এই বলি পড় গিয়া পায়ে !—
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে ॥

১৩

পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মূরতি ;—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে !

১৪

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে !
কামের নিকুঞ্জ এই ! কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে !
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে !
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে !

১৫

যশের মন্দির

সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে ! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে !
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে

বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি ; "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে ?
যশের মন্দির ওই ; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে !"

১৬

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !

১৭

দেব-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে ;
ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে !
দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে,—
আসিছেন সবে হেথা— এই দোলাসনে—
পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে !
স্বর্গীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি ?
কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে !
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি !

১৮

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে ;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে

সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে !
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে !—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ?

১৯

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার !
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন !—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে ।—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে ! হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি !
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি ।

২০

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে ;
শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ ;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল ! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে !—
কি আনন্দ ! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে ?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি ?

২১

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে !—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী ?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে

বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে !
সাজাইবে গজ, বাজী ; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে ; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে !
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে !—এ বাজী করি রে
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে !

২২

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী ?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ন মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে !

২৩

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি !—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে,
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে ?
এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি !
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্ম্মতি।
হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি ?

২৪

নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে ; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে।
ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে

মলয় ; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে ; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে !
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে !

২৫

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে ?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে,—সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে ?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি !
রাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে ; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে !

২৬

কুসুমে কীট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি,
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে —
এ বিষম যমদূত ? কাঁদে মনে করি
পরাণ যাতনা তব ; কত যে কি তাপে
পোড়ায় দুরন্ত তোমা, বিষদন্তে হরি
বিরাম দিবস নিশি ! মৃদে কি বিলাপে
এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে ?
বিষাদে মলয় কি লো, কহ, সুবদনে,
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে ?
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে ?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে !

২৭

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি !
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু ! যবে বসুধারে

দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে ;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে !
দেব নহ ; কিন্তু গুণে দেবতার মত

২৮

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি ?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি ;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে ! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে ?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ। নদকুল, কহ, কলকলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে।

২৯

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি,
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি ;—
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী !
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে ;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী ;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে ;—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁর পদতলে !

৩০

সীতাদেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি ! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে !

কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে ?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস ? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে !
রাহু-গ্রাহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে !
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে !

৩১

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উতরিনু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন !
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি ; উন্মীলি নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বাহুবলে ;
দেখিনু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে ! আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন—
তেজস্বী । উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাণ্ডীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি ।
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি ।

৩২

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্ব্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে ;
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি,
মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে !
যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
সদা সদ্যঃ ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে ;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ;
বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে ;
লও দাসে ; আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে ।

৩৩

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,

ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি !—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে ?
কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে ?—
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে !

৩৪

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে ।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে !

৩৫

ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"

অন্নদামঙ্গল।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী ?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী ?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময় ! এ নব যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে ;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি !

৩৬

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ ; যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে !—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে

গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে !
মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে ?—
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে *
নির্দ্দয় ; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি !
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি !—
ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি !

* ফরাসীস্ দেশে।

৩৭

প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন !
বাহু-রূপে দুই রথী, দুর্জ্জয় সমরে,
বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ;—
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ।
সুহাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন ;
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে ;
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব্ব চরাচরে !
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সুমতি !
পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে ;

জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি ;—
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে !
স্বর্ণস্রোতোরূপে লহু, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে !

৩৮

কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি !
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পূরি বেণুরবে দেশ ! কিম্বা, শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি ;
কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি ।—
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি !

৩৯

রাশি-চক্র

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িলা তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য পথে শূন্যে, রবি, দিনপতি !
মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি !
আসে এ বিরামালয়ে সেবিতে চরণে
গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ, রাজাসন-তলে
পূজে রাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর,
হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে,
কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর।

৪০

সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে !
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?

ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর ! দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবান্‌তর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুষি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে !

৪১

মধুকর

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে !—
ফুল-কুল-বধূ-দলে সাধিস্‌ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,
তুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই ? ক মোরে, কি সাদে
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্‌ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে,
সুধামৃত ? এ আয়াসে কি সুফল ফলে ?
কৃপণের ভাগ্য তোর ! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিকলে
বৃথা অর্থ ; বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি !
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি !

৪২

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে ?
কোন্ জন ? কোন্ কালে ? জিজ্ঞাসিব কারে ?
কহ মোরে, কহ তুমি কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে !
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে ?
বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে ?
গুঁড়া-হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর ; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে ?—
কোথা সে ? কোথা বা নাম ? ধন ? লো ললনে ?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে !

৪৩

ভরসেল্‌স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে ?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল ? হরিল কে সে নরাপ্সরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ সুখ-সদনে,

মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতূহলে ?
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে,
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
পূজিত সে রাজপদ ?   কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবি-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে ?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি ?   তোর হাতে হত।
রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সে মত।

৪৪

কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি।
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে !   ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন !
হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মৃগরাজ-গতি,
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ।
বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্য্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন !
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে ;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্লভ এ বর !—
কি লাজ, অর্জ্জুন, কহ, হারিলে এ রণে ?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর !

৪৫

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী ;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে ;—
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে ;—
এই রূপে ইহ লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে
পায় পরে পর-লোকে, ধরমের বলে ।
হে ধর্ম্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে ?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরি
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে ?
দু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি ?

৪৬

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু ! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে ।

তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে !
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে ;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ;
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

৪৭

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে !
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি।

৪৮

করুণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে; বিজন দেশ; হৈল দেব-বাণী;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে!"

৪৯

সীতা—বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে;—
উজলিল বন-রাজী কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে;—

"ত্যজিলা কি, রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
চির জন্যে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে,
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী; ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত পাষাণে!

৫০

কত ক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে?
হায়, অভাগিনী সীতা! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে
দেবর! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি!—
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে!
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি!"—
মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে।

৫১

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে !
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে !—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি ! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি !"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

৫২

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে !—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গী-দলে !—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি,
রত ও নিশায় বঙ্গ ? পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ;

বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে !
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী !
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে !

৫৩

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে ; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন ! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ, হুঙ্কারি ভীষণে !
ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান ; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র। সুধিনু তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি ?"
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি !"

৫৪

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধ শুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল; অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা
বিজলী; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা!
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে॥

৫৫

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি!
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি!—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি.

প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী ;—"চালাও স্যন্দনে,
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে
লুকাইছে দুর্য্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে।—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বলে।"

৫৬

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে। সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি!
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অস্ত্রের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।

৫৭

শৃঙ্গার-রস

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি ;—দেখিনু সে স্থলে
রূপস পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্নি-নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে!
সে কামাগ্নি-কণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে ; ফুল-ধনুঃ ধরি,
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব, কি নর, উভে জর জর করি!
"কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।" জাগিনু শিহরি।

৫৮

* * * *

নহি আমি, চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী ;
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে ?
চন্দ্র-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে

কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি !—
এ বড় অদ্ভুত রণ ! তব শঙ্খ-ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে।—
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে ?

৫৯

সুভদ্রা

যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী—রত্নোত্তমা রূপের সাগরে,—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপ-বিভা ; পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিম্বা বনে বন-সখী সুনাগকেশরী !
সিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্বপনে
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি সুপ্ত জন জাগে ;—
কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে,
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে।
তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা সুক্ষণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।

৬০

উর্ব্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে,
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে
কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে)
উর্ব্বশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,"—
সুধিলা সম্ভাষি শূর সুমধুর স্বরে,
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে ?"
উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্ব্বশী ;
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"

৬১

রৌদ্র-রস

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে ;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিছে গগনে ;
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভূকম্পনে ;
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,

যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে!
কহিলা মা ;—"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
(কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি)
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে"

৬২

দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে ;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে ;—
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে ;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে ;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি।
"মনাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
বর্ব্বর!— পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"

৬৩

হিড়িম্বা

উজলি চৌদিক এবে রূপের কিরণে,
বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে
হিড়িম্বা ; সুবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী
কিরাতের ফাঁদে যেন ! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—
গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে ।
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে,
মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোষে
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে !
দীর্ঘ-তাল-তুলা গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাঙি বৃক্ষ রড়ে,
পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ—রৌদ্র ভগ্নী-দোষে ।

৬৪

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা খরে
ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে ; রকত-নয়নে
ক্রোধাগ্নি ! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে
ভয়ার্ত্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে,
ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি বিকট বদনে ;—

"রক্ষঃ-কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো এ বনে
তুই ? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে !"
মূর্ত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেন্দ্রের পদে,—
"লৌহ-ক্রম চিল ওই ; সফরীর গতি
দাসীর ! ছুটিছে দুষ্ট ফাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হ্রদে ।"

৬৫

উদ্যানে পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি !
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রখরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর ; মৃদু শ্বাসে পশি,
সুগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে ।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি,
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে ;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে ।
নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে !
বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুল-পতি ;
ভ্রমর গায়ক ; নাচে খঞ্জন, ললনে ।

৬৬

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

৬৭

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মনে!
কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্য-বলে—
সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভূষণে?
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে

সৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে
শরীর, বিষাগ্নি যবে জ্বালাস্ দংশনে?—
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে!
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে।
কে সে? কবে কবি, শোন্! সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্ম-পথ ভুলে!

৬৮

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে?
ক মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি!
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে?—
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে?—
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে!

৬৯

দ্বেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে !
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বাসন্ত আমোদে পূরি ভাগ্যের কানন
পরের ! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ
তুমি ? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি ; দ্বেষের অনলে
(সে মহা নরক ভবে !) সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে !

৭০

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি ; তবু সে নদ, শোভে যার কূলে
সে কানন, যদপিও তার কলেবরে
নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি ; তবুও সে ধরে

মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় মৃদু স্বরে!—
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

৭১

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে!

৭২

ভাষা

"O matre pulchra—
Filia pulchrior !"

HOR.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা !—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা !—শত ধিক্ তারে ! ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী ?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি ?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসে ?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি !
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

৭৩

সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে !"—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি !

৭৪

পুরুরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে,
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল রতনে ;
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে !
হে সুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে !—
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,

আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান ? জিজ্ঞাস সত্বরে,
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে ;
দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী ;
বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে :—
সে সকলে ধিক্ মান ! এই হে উর্ব্বশী !
সোণার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে।

৭৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

৭৬

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি !
ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে !
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি ।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে ।
হে চল রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে !—
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীট-রূপে কুসুম কি নাশে ?

৭৭

সাগরে তরি

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে !
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

৭৮

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী !—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে !
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার !) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা।—যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে !
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে !—

৭৯

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে
শিশুপাল ! কহি শুন, রিপুরূপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি !
টঙ্কারি কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কারে রণে ;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি ;
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব-চরণে।
জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অরি
বাসুদেব ; জানি আমি বাগ্দেবীর বরে।
লৌহদন্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র-দেহ যথা ফলবান্ করে
সে ক্ষেত্রে ; তোমায় ক্ষণ যাতনি তেমতি
আজি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন সুবৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি।

৮০

তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি ?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে ; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে

ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে স্ুবর্ণ মন্দিরে ?—
কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে ?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে ॥

৮১

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা স্ুবর্ণ কিরণে ;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে !
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয় ? বাঁধা রমা চির কার ঘরে ?
তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে ॥

৮২

কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান ! জনম তব পরম সুক্ষণে।
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র ? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে ?

৮৩

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্‌ডষ্টুকর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে !
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,

সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে!
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?

৮৪

কবিবর আল্‌ফ্রেড্ টেনিসন্

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে! গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুষি মনঃ সুধা-বরিষণে!
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে
বাগ্দেবী? অবাক্ কবে কল্লোল সাগরে?
তারারূপ হেম তার, সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব? পশ, কবিপতি,
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি।

৮৫

কবিবর ভিক্তর হ্যুগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে!
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে!
হে ভিক্তর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে!
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে।
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে;
(ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে!

৮৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,

সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

৮৭

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিন্ধু-জলে
সহি বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে;
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে!—
রাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে! পূর্ব্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে!
এত দিনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী;
ফোট মনানন্দে হাসি মনের সরসে।

৮৮

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে !
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে !
দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু ; দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে ; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে ;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

৮৯

হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি চৌদিক, পড়ে সহসা সে বনে ;
পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্ব্বতের তলে।—
নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ-কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে !
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে !

মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে !
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে !—
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে ;
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে ;
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে।

১০

ভারত-ভূমি

"Italia ! Italia ! O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza !"

FILICAIA.

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !

নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্ !) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি !
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি ?

৯১

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা ! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে ;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে।

৯২

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?—
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতূরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?—
রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

৯৩

শকুন্তলা

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস ! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি !—
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে

কে না ভাল বাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ?
নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ;
অধরে অমৃত-সুধা ; সৌদামিনী হাসে ;
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে, আকাশে ?

১৪

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব এক জন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে।
"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে ?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।—
পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি !
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি !

৯৫

শ্রীমন্তের টোপর

——"শ্রীপতি——————
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর ॥"
চণ্ডী।

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজ্জলি চৌদিক শত রতনের করে
দ্রুতগতি ! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, সখি ! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী।
বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

৯৬

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে !
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে !—
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নার বুনিবারে, ভাষা ! কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে !
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে,
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে !
কামার্ত্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে ;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

৯৭

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি ! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে !
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,

মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে ?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে !
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?

৯৮

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি ?
বিন্দা,—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা ?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে ?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা !

৯৯

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে,
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি ?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্ল্লভ দ্রব্য-লাভ ? কোন্ দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে ?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত-সদনে ?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে ?—
বর্ত্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে
তার তুই ! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে ?

১০০

* * *

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি ;
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?—

সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি ! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে !
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে !
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে ।

১০১

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে !—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে
লো আশা !—নিদ্রার কেলি আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা ! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি !
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে ;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে !
ভবিষ্যত-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে ;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে ?

১০২

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি !
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে ;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে !

পাঠভেদ

মধুসূদনের জীবিতকালে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ১২৭৩ সালে, ইংরেজী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, "শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ষ্টান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত" করেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২২। "প্রকাশক-দিগের বিজ্ঞাপনে" লিখিত আছে—

> মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ডে দেড় বৎসর থাকিয়া [১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে] ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স রাজ্যে গমন করেন এবং ভরসেল্‌স নামক তথাকার সুপ্রসিদ্ধ নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি এই সময়ে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি' নাম দিয়া একশতটি কবিতা ছাপাইবার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন।···
>
> আমরা গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর দেখিয়াই উক্ত কবিতাগুলির মুদ্রাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি ; পরন্তু কবিবরের অনুপস্থিতি নিবন্ধন প্রুফ সংশোধন করিতে, বোধ হয়, কোন কোন স্থানে ভুল রহিয়া গিয়া থাকিবে,···।
>
> ···তিনি সুভদ্রার হরণ-বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়া সময়াভাবে শেষ করিতে পারেন নাই।···তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য আদ্যন্ত সংশোধিত করিবার এবং বিদ্যালয়োপযোগী আর এক খানি নীতিগর্ভ পুস্তক রচনা করিবারও মানস করিয়াছিলেন ; কিন্তু সময়াভাবে সে গুলিও শেষ করিতে পারেন নাই, সকলেরই কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।···
>
> আমরা উপর্য্যুক্ত সুভদ্রাহরণ, তিলোত্তমা, ও হিতোপদেশের যেং অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা 'অসমাপ্ত কাব্যাবলি' শিরোনাম দিয়া চতুর্দ্দশপদীর শেষভাগে সংযোজিত করিয়া দিলাম।···
>
> ১লা আগষ্ট ১৮৬৬। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং।

"অসমাপ্ত কাব্যাবলি" (পৃ. ১০১-২২) দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এগুলি বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালে, ইংরেজী ১৭ মার্চ ১৮৬৯। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০২। প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। কবি এই সময় ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠভেদ নিম্নে দেওয়া হইল—

কবিতা-সংখ্যা	পংক্তি	প্রথম সংস্করণ	দ্বিতীয় সংস্করণ
২	৯	পায়ে	পেয়ে
৩	১০	গৃহে তব	মাতৃ-কোলে
৫	১৪	মণ্ডল	মণ্ডলে
৮	১৪	ভাবে মনে	ভাবি মনে
৯	৭	অর্পিলা	অরপিলা
	৯	বল্যে	বলে
১০	১	দতি	দধ্ন
	৪	যথা ক্ষুণ্ণ মনে প্রিয়া শূন্যঘরে ছিল।	যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
	১৪	মৃদে, কয়ো তারে, দূত, এ বিরহে মরি!	মৃদুনাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি!
১২	৪	ঢাকিয়াছে ঘোমটায় সুচন্দ্র-বদনে?	পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
১৩	৩	গাই	গেয়ে
	৮	মানঃ-সরোবরে	মান-সরোবরে
১৪	৫	তুই!	তুমি।
	৬	তোর	তব
১৮	২	ভূভারতে	ভূভারত
২৪	৯	আশ্চর্য্য-রূপ	আচার্য্য-রূপে
৩৪	—	কবতক্ষ-নদ	কপোতাক্ষ-নদ
৪৮	—	করুণা-রস	করুণ-রস
	১১	দৈব-বাণী	দেব-বাণী
৫১	৬	পেয়েছি তোমায়	পেয়েছি উমায়
৬২	৮	কামড়ি	কামড়ে
৬৪	১১	লৌহ-নখ	লৌহ-ক্রম
৭৮	১২	অকূল সাগরে	অপথ সাগরে

পরিশিষ্ট

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

১। ভারত-সাগরে—মহাভারত-রূপ সমুদ্রে। পতি-গ্রামে—পতিগণে।

৩। বঙ্গভাষা—এই কবিতার আদি রূপ "ভূমিকা"য় দ্রষ্টব্য। সেইটিই বাংলার সনেট-আবিষ্কর্ত্তা মধুসূদনের প্রথম সনেট।

অবরণ্যে—অবরেণ্যে ব্যাকরণসম্মত পাঠ। শৈবল—শৈবাল, শেওলা।

৪। কমলে কামিনী—বিশেষ বিবরণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' দ্রষ্টব্য।

বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী—কালিদহে কমলে কামিনী যেমন অপূর্ব্ব, বঙ্গবাসীর হৃদয়-সরোবরে চণ্ডীকাব্যও তেমনই।

৫। অন্নপূর্ণার ঝাঁপি—বিশেষ বিবরণ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' দ্রষ্টব্য।

রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে—[দেবতারা] যেমন সমুদ্র-মন্থনলব্ধ সুধা চন্দ্রের মণ্ডলে যত্নে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন।

৬। ভাষা-পথ—ভাষা এখানে চলিত ভাষা, মাতৃভাষা।

৭। নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে—দ্বিতীয় সংস্করণে এই পাঠ আছে, প্রথম সংস্করণে "কুসুম-যৌবনে" আছে। "নয়নরঞ্জন রূপ কুসুম-যৌবনে" হওয়া সঙ্গত।

৮। সৌদামিনী ঘনে—ঘনে—মেঘে; মেঘে সৌদামিনী।

নাহি ভাবি মনে—"ভাবি" মুদ্রাকর-প্রমাদ, প্রথম সংস্করণে "ভাবে" আছে। "ভাবে" হইলেই অর্থ হয়।

৯। বলে—"বলিয়া"র অপভ্রংশ। প্রথম সংস্করণে "বল্যে" ছিল।

১২। ভামের—কোপের।

১৩। কলে—কলস্বনে, শব্দে।

১৪। বিম্বিকা—তেলাকুচা।

১৫। ঊর্দ্ধগামী জনে—ঊর্দ্ধগামী জনের পক্ষে।

বিকলে—বিকল হইয়া; এ-কার যোগে এইরূপ ক্রিয়া-বিশেষণের প্রয়োগ মধুসূদন বহু স্থানে করিয়াছেন; যথা, মৃদে (২১, ২৬), চঞ্চলে (৪৮), দ্রুতে (৫৫), প্রচণ্ডে (৫৫), প্রগাঢ়ে (৬২)।

ওথা—ওখানে।

১৭। মীলি—উন্মীলিত করিয়া, মেলিয়া। বায়ু-ইন্দ্র—বায়ুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৮। ভূভারত—ভারতবর্ষের লোক। সনাতনে—"সনাতনি" ব্যাকরণসম্মত পাঠ।

১৯। কি কাক, কি পিকধ্বনি—কি কাকধ্বনি, কি পিকধ্বনি। অবতার—অবতীর্ণ হও।

২০। বামে কমকায়া…বচনেশ্বরী—দক্ষিণে রমা এবং বামে বচনেশ্বরী হইবে; প্রতিমামুখী দর্শকের পক্ষে অবশ্য মধুসূদনের বর্ণনা সঙ্গত।

২১। মৃদে—মৃদু পদে। এ বাজী করি রে—এই সকল ভেলকি দেখাইয়া।

২২। কি ফণিনী—কি = কিংবা।

২৪। জোনাকীব্রজ—জোনাকীসমূহ। তারাদলে—তারকাসমূহের মধ্যস্থিত।

২৫। কহ দিয়া যারে—যার (পবনের) সাহায্যে বল।

২৭। তাঁরে—ছায়ারে।

২৮। অসম্ভ্রমে—নির্ভয়ে; সম্ভ্রম = শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়।

৩০। ঘনে—অবিরল ভাবে। গ্রাহ—গ্রহ।

৩১। বদরীর তলে—বদরিকাশ্রমে। অনম্বরে—অম্বরে, আকাশে (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৩২। যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে—দুই সংস্করণেই এইরূপ আছে। একটি অক্ষর অধিক হওয়াতে ছন্দপতন-দোষ ঘটিয়াছে। "যথায়" সম্ভবতঃ মুদ্রাকর-প্রমাদ, "যথা" হইবে।

৩৩। দড়ে রড়ে—দ্রুতগতি দৌড়াইয়া। আশ্রম—শান্তিপূর্ণ স্থান, আশ্রয়।

ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে?—দুই সংস্করণেই এই পাঠ আছে। সম্ভবতঃ "ভাসে শিশু যবে, কহ, কে সান্ত্বনে তারে?" এইরূপ হইবে।

৩৪। বিরলে—বিদেশে স্বজনহীন অবস্থায় কবি আপনাকে নিঃসঙ্গ কল্পনা করিয়াছেন।

সখা-রীতে—বন্ধুত্বের রীতি অনুযায়ী।

৩৫। ঈশ্বরী পাটনী—বিশেষ বিবরণ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' দ্রষ্টব্য।

কামিনী কমলে—কমলে কামিনী।

পদ-ছায়া-ছলে…জলে—পদছায়া জলে পড়িয়া ফুল্ল কনক-কমলের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে।

৩৯। তেজাকর—তেজ + আকর (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৪০। সুভদ্রা-হরণ—সুভদ্রা-হরণ কাব্য রচনা করিবার বাসনা মধুসূদনের ছিল, লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ হয় নাই।

ভাগ্যবানতর—(মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৪১। তুমকী—তুম্বকী, একতারা। ক—কহ। সাদে—সাধে।

৪২। হুতাশে—অগ্নিতে। চল জলে—ধাবমান জলে, স্রোতে।

৪৩। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদ। কবি—কবিগণ। পুট করে—অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে।

৪৪। ছদ্মী—ছদ্মবেশী।

৪৫। বাতময়—ঝঞ্ঝাময়।

৪৬। বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে—মান্য বন্ধুর নাম না থাকিলেও ইহা যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশে লেখা, তাহা বুঝা যায়। তোমার প্রসাদে আজিও বাঁচিয়া আছি এবং কত বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তাহা তুমি স্নেহের আহ্লাদে দেখিবে, ইত্যাদি উক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত চিঠির মধ্যেই আছে।

আজু—আজিও।

৪৭। ঠাট-ছলে—ঠাট্টার ছলে।

কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী—কি সুন্দর অট্টালিকাবাসী অথবা কি কুটীরবাসী।

এ নদ-পাড়ে—নদীপারস্থিত শ্মশানে।

৪৮। শরদের—শরতের। তরাসে—"গরাসে" সঙ্গত হইত।

৪৯। শোকের বিহ্বলে—শোকের বিহ্বলতায়। চির জন্যে—চিরকালের জন্য।

৫২। শ্যামাঙ্গী—শ্যামলা বঙ্গভূমি। বাসে—বাস করে। জ্যোৎস্না—জ্যোতি।

৫৩। চাঁদের পরিধি—পরিধি = বৃত্ত।

৫৪। দ্বৈপায়নে—দ্বৈপায়ন-হ্রদে। দরশন-হরা—দৃষ্টিবিভ্রমকারী।

৫৬। "সিংহ-বংসে।" স্থলে "সিংহ-বংসে," হইলে ভাল হইত।

অন্তের শয়নে—অন্তিম শয়নে।

৫৭। রূপস—রূপবান্। চৌপর—টোপর। উভে—উভয়কে।

৫৯। সুনাগকেশরী—সুদৃশ্য নাগকেশর-ফুল। সিহরি—শিহরি।

৬০। উন্মদা—উন্মত্তা।

৬২। চাপ—ধনু। আরবে—আরাবে, শব্দে। পাবনি—পবন-পুত্র ভীম।

৬৩। রৌদ্র—ক্রুদ্ধ।

৬৪। পরে—প্রথররূপে। তড়িত—তড়িৎ।

৬৬। ঢেউর গমনে—তরঙ্গ-প্রবাহে।

৬৮। মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে—অগ্নিজ্বালা সহিয়া ধূপ সুগন্ধে মোহিত করে।

৭০। যদপিও—যদ্যপি (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৭২। ভাষা—কবি এখানে মাতৃভাষা বাংলার বন্দনা করিতেছেন।

বয়েসের হাসে—বয়স্কার হাসিতে।

৭৩। সাংসারিক জ্ঞান—কবির বিচিত্র আত্মবিলাপ, দারিদ্র্যের তাড়নে তিনি যেন পরাভূত হইতেছেন।

বায়ে—বাহিয়া। খায়ে—খাইয়া। ছুড়ি—ছুঁড়ি।

৭৪। অজাগর—অজগর (মধুসূদনের প্রয়োগ)। অমূল—অমূল্য।

৭৫। অল্পায়ুঃ—ছন্দের জন্য "অল্প-আয়ুঃ" পড়িতে হইবে। জীবে—জীবনে, জীবিতকালে।

৭৬। ছয় চন্দ্র—ছয় উপগ্রহ, আধুনিক গণনায় আট উপগ্রহ। সারসন—কোমরবন্ধ।

ধীরে—শনির গতি মৃদু, এই কারণে শনৈশ্চর নাম। চল—চলনশীল।

৭৭। অপথ—পথরেখাহীন।

৭৮। নীলমণি-ময় পথ—সমুদ্রের নীল জলপথ।

৭৯। যাতনি—যাতনা দিয়া।

৮০। এ ছলে—এই ছদ্মবেশ ধরিয়া অর্থাৎ তারা-রূপে। উরে—উদিত হইয়া।

৮৫। গল্যে—গলিয়া।

৯১। কুল-বালা-দল যবে—যবে = যথা (মধুসূদনের প্রয়োগ)।

৯২। অমৃত-আসারে—অমৃতধারায়। শুক্লকে—শুক্লপক্ষে।

৯৪। পরিবরতিল—পরিবর্ত্তিত হইল।

৯৫। মৎস্তরঙ্ক—মাছরাঙা। লক্ষের টোপর—লক্ষ মুদ্রা মূল্যের টোপর।

৯৭। কুচ্ছ—কুৎসিত।

১০১। কেলি—খেলা।

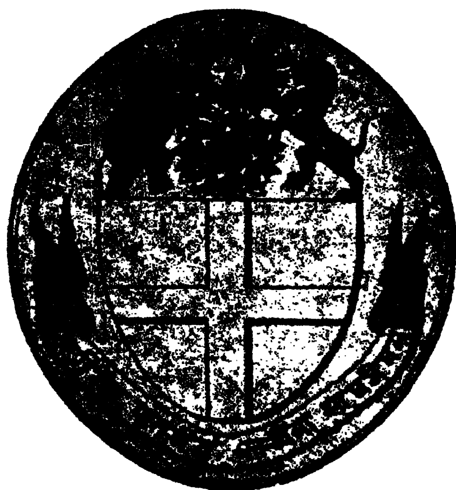
১০২। পদ-বলে—পা-দুইটিকে বৈঠা করিয়া, আপন পায়ের জোরে। কেহ কেহ সরস্বতীর চরণ-কৃপায়—এই অর্থ করিয়াছেন ; তাহা সঙ্গত মনে হয় না।

বিবিধ—কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪—২৪।১১।১৯৪৩

ভূমিক

মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন নানা কারণে নানা ভাবে খণ্ডিত ও বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল। চিঠিপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বহুবিধ সঙ্কল্প, পরিণামে সেগুলির বিফলতা এবং তাঁহার বিবিধ অসম্পূর্ণ কাব্য ও কবিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নানা সময়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অনেকগুলি কাব্য ও কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। এই অসম্পূর্ণ কাব্যগুলির মধ্যে তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও নীতিগর্ভ কবিতাবলীই আমাদের বিশেষ আক্ষেপের কারণ হইয়া আছে। বর্ত্তমান সংস্করণ গ্রন্থাবলীর এই বিবিধ খণ্ডটি কবি মধুসূদনের বিরাট্ সম্ভাবনার ও বিপুল নৈরাশ্যের নিদর্শন।

এই বিক্ষিপ্ত কবিতা ও কাব্যাংশগুলি আমরা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কবির জীবিতকালে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে ইহাদের কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; বাকিগুলি তাঁহার মৃত্যুর পরে সাময়িক-পত্রে বা জীবন-চরিতে প্রকাশিত হইয়াছে। একই কবিতার কোন কোন স্থানে দুইরূপ পাঠ পাওয়া গিয়াছে; আমরা নিজেদের বুদ্ধিমত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কয়েকটি অসম্পূর্ণ কবিতা মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র ১ম সংস্করণের (ইং ১৮৬৬) পরিশিষ্টে "অসমাপ্ত কাব্যাবলি" নামে বাহির হইয়াছিল। দীননাথ সান্যাল-সম্পাদিত 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র শেষে একটি অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কবিতা আছে। আমরা এই খণ্ডে এই সকলগুলিই একত্র সন্নিবিষ্ট করিলাম। "বর্ষাকাল" ও "হিমঋতু" কবির বাল্যরচনা। কবিতাগুলিকে যত দূর সম্ভব, কালানুক্রমিক সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে যে স্থান হইতে কবিতাগুলি সংগৃহীত, নিম্নে তাহার নির্দ্দেশ দিলাম।—

১-২। বর্ষাকাল, হিমঋতু —'জীবন-চরিত,' যোগীন্দ্রনাথ, পৃ. ১০০-১

৩। সিংহিয়া ঐ পৃ. ৩৭৮-৮০

৪। কবি-মাতৃভাষা ঐ পৃ. ৪৭৭

৫। আত্ম-বিলাপ —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৩ শক, আশ্বিন

৬। বঙ্গভূমির প্রতি—সোমপ্রকাশ, ১৬ জুন, ১৮৬২

৭-৮। ভারত-বৃত্তান্ত —দ্রৌপদীস্বয়ম্বর—প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১১
৯। —মৎস্যগন্ধা—আর্য্যদর্শন, ফাল্গুন ১২৯০, পৃ. ২৮৮
১০। সুভদ্রা-হরণ —চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০১-৪
১১। নীতিগর্ভ কাব্য :
—ময়ূর ও গৌরী ঐ পৃ. ১১৪-৬
১২। —কাক ও শৃগালী ঐ পৃ. ১১৭-৮
১৩। —রসাল ও স্বর্ণলতিকা ঐ পৃ. ১১৮-২২
১৪। —অশ্ব ও কুরঙ্গ —'জীবন-চরিত' পৃ. ৫৯৪
১৫। —দেবদৃষ্টি চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ, ১৩০১ সাল, পৃ. ৩৮৫
১৬। —গদা ও সদা— প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১১, পৃ. ২৯৪-৯৫
১৭। —কুক্কুট ও মণি.—চতুর্দ্দশপদী. দীননাথ, পৃ. ৯৮
১৮। —সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি ঐ পৃ. ৯৯-১০১
১৯। —মেঘ ও চাতক ঐ পৃ. ১০২-৪
২০। —পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু ঐ পৃ. ১০৫-৬
২১। —সিংহ ও মশক ঐ পৃ. ৯৫-৭
২২। ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে —'জীবন-চরিত' পৃ. ৬০৬-৭
২৩। পুরুলিয়া —জ্যোতিরিঙ্গণ, এপ্রিল ১৮৭২, পৃ. ১১৭
২৪। পরেশনাথ গিরি —আর্য্যদর্শন, আষাঢ় ১২৮১, আশ্বিন ১২৯১
২৫। কবির ধর্ম্মপুত্র —জ্যোতিরিঙ্গণ, নবেম্বর ১৮৭২, পৃ. ৪০
২৬। পঞ্চকোট গিরি —'মধু-স্মৃতি', নগেন্দ্রনাথ পৃ. ৫২২
২৭। পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী ঐ পৃ. ৫২৩
২৮। পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত ঐ পৃ. ৫২৩-৪
২৯। সমাধি-লিপি —'জীবন-চরিত' পৃ. ৬৩৯
৩০। পাণ্ডব-বিজয় —আর্য্যদর্শন, আষাঢ় ১২৯১
৩১। দুর্য্যোধনের মৃত্যু ঐ চৈত্র ১২৮৯
৩২। সিংহল-বিজয় ঐ শ্রাবণ ১২৯১
৩৩। হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি ঐ বৈশাখ, ১২৯১
৩৪। দেবদানবীয়ম্ ঐ ফাল্গুন, ১২৯০
৩৫। জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে —প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১১
৩৬। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ

সূচীপত্র

বিবিধ

বর্ষাকাল

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি, দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥

হিমঋতু

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জ্বলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যে জন করয়ে আশা, আশার আশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে॥

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর আমি! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্ব্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে!
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহুর্মুহু দংশ আজি জর্জ্জরি হৃদয়ে?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে?
হায় লো সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি!
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে, যা কিছু সে করে)
জ্ঞানোদয়ে? রে মদন, প্রমত্ত করিলি

যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'জীবন-চরিতে' প্রকাশ:—"সুলতানা রিজিয়া সম্রাট্ আল্‌তামাসের দুহিতা এবং কুতবুদ্দীনের দৌহিত্রী ছিলেন।...মুসলমান নরনারীগণের চরিত্রে মনুষ্য-প্রকৃতির কঠোর ভাব প্রকাশিত করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হইবার আশায় মধুসূদন রিজিয়া নাটক আরম্ভ করিয়াছিলেন।...রিজিয়ার পাণ্ডুলিপির দুই একটী খণ্ডিত পৃষ্ঠা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে একটী স্বগত অংশ উদ্ধৃত হইল। রিজিয়ার বাগ্‌দত্ত স্বামী আল্‌টুনিয়া, রিজিয়ার অসৎ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া, বলিতেছিলেন:—"

মোরে প্রেম-মদে তুই ; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে?
বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে! হয়ত মারিব,
এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহু-স্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে!
কি কাজ জীবনে আর! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃণাল, যত্যপি
হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে।
চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে?
কি সাধ জীবনে আর? রে দারুণ বিধি,
অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে
না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকূল সাগরে, হায় হিয়া জ্বালাইতে?
হা ধিক্! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা!
চণ্ডালিনী ব্রহ্মকুলে তুই পাপীয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোরে বীর পরাক্রমে!
ভেবেছিনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে। সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি।
সে সুবর্ণ আশালতা তুই লো নিষ্ঠুরা

দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি !
পশ্‌ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী।

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?"

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে ?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? এ কি দায় !

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাদে ;
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে !

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !

বঙ্গভূমির প্রতি

"My native Land, Good night!"—*Byron.*

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

ভারত-বৃত্তান্ত

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

VERSAILLES.
9th September, 186

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ স্ববলে লভিলা
পরাভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা
কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাগ্দেবি! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি ক'রে
আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? উর তবে, উর মা, আসরে।
আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
রঙ্গহীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে
কারাগারদুখ সাধি কুঞ্জবনস্বরে।
সত্যবতীসতীসুত, হে গুরু, ভারতে
কবিতা-সুধার সরে বিকচিত চির
কমল দ্বিতীয় তুমি; কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে।
হায় নরাধম আমি! ডরি গো পশিতে
যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে
ভারতী; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আচার্য্য। আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম সূরি।

দাসের বাসনা, ফুলে পূজি জননীরে,
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি।
গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে
পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী
কুন্তী; স্বরচিত-গৃহে মরিল দুর্ম্মতি
পুরোচন; * * *

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে,
বাগ্দেবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
দয়ার আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে!

* * *

বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরা
গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।
লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতি,
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি।
এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল।
পেয়েছ সুন্দরি! স্বামী ভুবনে অতুল।
চেন কি উঁহারে উনি কোন্ মহামতি,
কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি?

না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ।
অত্যুচ্চ ভারতবংশশিরে শিরোমণি
কুন্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি।
ভস্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হুতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।
আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় ভীম হুতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে জ্বলন্ত তপন,
সেইরূপ এত দিনে পাইয়া সময়,
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহ্নি হইল উদয়।

মৎস্যগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা,—
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর! না পারি লড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরীবন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে!
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?
না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যথা
শ্বেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে!

সুভদ্রা-হরণ

প্রথম সর্গ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদু-বৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায় ; —নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে,
বাগ্‌দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি !
না জানি ভকতি, স্তুতি ; না জানি কি কয়ে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায় ; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে !
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার ? কৃপা করি উর গো আসরে !
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
কারাবন্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার-দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে !
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আদরে ইন্দিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজ-পুরে
উরিলা ; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে !—
এ মঙ্গলবার্ত্তা শুনি নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা। জ্বলিল পুনঃ পূর্ব্বকথা স্মরি,
দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,

দগধি পরাণ তাপে! "হা ধিক্!"—ভাবিলা
বিরলে মানিনী মনে—"ধিক্ রে আমারে!
আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি?
হায়, কারে কব দুখ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী,—
পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া।
অর্জ্জুন—জারজ তার—নাহি কি শকতি
আমার—ইন্দ্রাণী আমি—মারি সে অর্জ্জুনে,
এ পোড়া চখের বালি?—দুর্য্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিঁধি, লক্ষ রাজে বিমুখি সমরে
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তার!—কি ভাগ্য? কে জানে
কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনি?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র? হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে? কি বিচার তব!
উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি
এত যত্ন? কারে কব এ দুঃখের কথা—
কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে?"
কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা! দুকূল সাড়ী তিতি গলগলে

বহিল আঁখির জল, শিশির যেমতি
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে !
"যাইব কলির কাছে" আবার ভাবিলা
মানিনী—"কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
এ পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে,
এ পোড়া মনের দুখ সে যদি না পারে
জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে ?
যায় যদি মান, যাক্ ! আর কি তা আছে ?"
ইত্যাদি ।

নীতিগর্ভ কাব্য

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে ;—
"অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে ।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন-পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি ;
তবু, মা গো, আমি দুখী অতি !
করি যদি কেকা-ধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর, ভূচর জন্তু ;—মরি, মা, শরমে !
ডালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগৎ-জন বাখানে অধমে !

বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে,
বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে।
অহরহ কুহুধ্বনি বাজে বনস্থলে ;
নীরবে থাকি, মা, আমি ; রাগে হিয়া জ্বলে !
ঘুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি,
পুত্রের কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
পা দুখানি ধরি।"
উত্তর করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে ;—
"পুত্রের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে ?
হে বিহঙ্গ, অঙ্গ-কান্তি ভাবি দেখ মনে !
চন্দ্রককলাপে দেখ নিজ পুচ্ছ-দেশে ;
রাখাল রাজার সম চূড়াখানি কেশে !
আখণ্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে !
সদা জ্বলে তব গলে
স্বর্ণহার ঝল ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জ্জনে,
হরষে সু-পুচ্ছ খুলি
শিরে স্বর্ণ-চূড়া তুলি ;
* * করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ-বনে।
করতালি ব্রজাঙ্গনা
দেবে রঙ্গে বরাঙ্গনা—
তোষ গিয়া ময়ূরীরে প্রেম-আলিঙ্গনে !

শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে ;
সু-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্র-গতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে ?"—
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে সুখাতর অন্য কোন জন ?

কাক ও শৃগালী

একটি সন্দেশ চুরি করি,
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি,
কাক, হৃষ্ট-মনে ;
সুখাদ্যের বাস পেয়ে,
আইল শৃগালী ধেয়ে,
দেখি কাকে কহে দুষ্টা মধুর বচনে ;—
"অপরূপ রূপ তব, মরি !
তুমি কি গো ব্রজের শ্রীহরি,—
গোপিনীর মনোবাঞ্ছা ?—কহ গুণমণি !
হে নব নীরদ-কান্তি,
ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি,
যুড়াও এ কান দুটি করি বেণু-ধ্বনি !
পুণ্যবতী গোপ-বধূ অতি !
তেঁই তারে দিলা বিধি,
তব সম রূপ-নিধি,—
মোহ হে মদনে তুমি ; কি ছার যুবতী ?
গাও গীত, গাও, সখে করি এ মিনতি !

কুড়াইয়া কুসুম-রতনে,
গাঁথি মালা সুচারু গাঁথনে,
দোলাইয়া দিব তব * * * *
দাসীর সাধনে * *
বাজাও মধুর * *
রাস-রসে মাতি * * * * *
মজিল * * *
মুখ খুলি * * *
* * * খে মু * * *
* * * গীত আ * * *

রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে ;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি :
নাহি দয়া তব প্রতি ;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে !
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া ;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন ?

* আদর্শপত্রের কয়েক স্থানে দৈবাৎ পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে।

দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন ।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ-চরণে ।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন !
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে !
তুমি কি তা জান না, ললনে ?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে !
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি !"
* * * মধুর স্বরে
* * * * রে,
* * * * * * * ;
* * * * * *
* * * প্রভু,
* * * দয়ামি * *
* * * যথা * *
* মুক্তার্থ গম্ভীরতার বাণী তব পানে !

সুধা-আশে আসে অলি,
দিলে সুধা যায় চলি,—
কে কোথা কবে গো দুখী সখার মিলনে ?"
"ক্ষুদ্র-মতি তুমি অতি"
রাগি কহে তরুপতি,
"নাহি কিছু অভিমান ? ধিক্ চন্দ্রাননে !"
নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে :
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে ।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে :
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে !
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে !
ঊর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে !
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে ॥

অশ্ব ও কুরঙ্গ

১

অশ্ব, নবদূর্ব্বাময় দেশে, বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দূর্ব্বা অতি।
বড়ই সুন্দর স্থল, অদূরে নির্ঝরে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলিকুল ;
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া, পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি ॥

২

কিছু দিনে উজ্জ্বলনয়ন,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়, যা দেখে বাখানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অশ্বে কহে মনে মনে ;—
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে!
তোমার প্রসাদ চাই, শুন হে বন-গোঁসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাঁই ॥"

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার, আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার ;
খাইল অনেক ঘাস, কে গণিতে পারে গ্রাস?
আহার করণান্তরে করিল পান নির্ঝরে ;
পরে মৃগ তরুতলে নিদ্রা গেল কুতূহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বত্ববলে ॥

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজবাজি কিম্বা স্বপ্ন! নয়ন মুদিলা;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে; দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে;
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী কাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল॥

৫

নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর কহিলা, "ওরে বর্ব্বর!
কে তুই, কত বা বল?
সৎ পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত।
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন ভাতিল সরোষে যেন দুইটি তপন॥

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সামান্য পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময়!
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয়?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত,
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত।
ধরিতে এ অশ্ববরে, নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত।

কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে
কভু না পড়িত ॥

৮

কহিল তুরঙ্গ ;—"পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী ;
না চাহিল অনুমতি, কর্কশভাষী সে অতি ;
হও হে সহায় মোর, মারি দুই জনে চোর ॥"

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিলা, "হা ! এ কি বিড়ম্বনা !
জানি সে পশুরে আমি, বনে পশুকুলে স্বামী,
শার্দ্দুলে, সিংহেরে নাশে, দগ্ধে বন বিষশ্বাসে ;
একমাত্র কেবল উপায় ;—
মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি, করে ধনুর্ব্বাণ অসি,
তা হলে বিজয় লভা যায় ॥"

১০

হায় ! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল ;
লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল ।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ যায় ।
মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায় ॥

১১

কোথা অরি, কোথা বন, সে সুখের নিকেতন ?
দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায় ।

পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দুর্ম্মতি,
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী ;
ছায়া সম ক্ষয় যায় ধর্ম্মের সংহতি ॥

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে,
বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে।
আরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজদলে সুমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে।
হেরি নানা দেশ সুখে,
হেরি বহু দেশ দুঃখে—
ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে ;
কোথাও বা পাপ শাসে বলে—
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল।
কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা,
কোন্ দেশে এবে গতি,
কহ হে প্রাণের পতি,
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা ?
উত্তরিলা মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা মুক্তা মরকতে।

স্বস্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুণ ধোয়েন পা দু'খানি।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে
পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি !
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদুগতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা,
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা ?
চিত্ররথ হাত জোড় করি
কহে শুন ত্রিদিব-ঈশ্বরি !
'বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
পত্নী আসে দেখ তার পিছে।'
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন।

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন।

দূর দেশে যাইতে হইল ;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দ্দুল তাহে গর্জ্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে ;
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে।
কহে সদা গদারে আহ্বানি
কর কিরা পর্শি মোর পাণি
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
আজি হতে আমরা দুজন
হ'মু একপ্রাণ একমন,—
সুন্দ উপসুন্দ যথা—জান সে কাহিনী।
আমার মঙ্গল যাহে,
তোমার মঙ্গল তাহে,
কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা।
কহে গদা ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
কিরা মোর তব কর ধরি,
একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি।
এইরূপে মৈত্র আলাপনে
মনানন্দে চলিলা দুজনে।
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন
বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ,
পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ।

গদা চারি দিকে চায়,
এরূপে উভয়ে যায় :
দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতূহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে স্নুবর্ণমুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারি তায়।
কহে গদা সহাস বদনে
করেছিনু যাত্রা আজি অতি শুভ ক্ষণে
আমরা দুজনে।
'দুজনে ?' কহিল সদা রাগে,
'লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে ?
মোর পূর্ব্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছলে
মোরে অর্থ দিলা।
পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক' তা মোরে
এ কি বাললীলা ?
রবির করের রাশি পরশি রতনে
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে ;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে ?
সৎ যে তাহার শোভা ধনে,
অসৎ নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে।'
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে।

বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,—
বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে ?
এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে
গেল গদা তিতি অশ্রুনীরে।
দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন।
গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,—
শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি,
বিষ্ণু রথিপতি,
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,
মার চোরে করি রণ-লীলা।
এই ধন নিও পরে বাঁটি
হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
তস্করদলের মাথা কাটি।
কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন,
ধর্ম্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।
তস্কর-কুল-ঈশ্বরে
কহিল সে যোড়করে,
অধিপতি ওই জন ভাই,
সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্ম্মের দোহাই।
সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্ব্বর,
নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর।

ফাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মুকতি,
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,
গদা পলাইল।
সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন ;—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল ;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন?"
বণিক্ কহিল,—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, দুটি নাই!"
হাসিল কুক্কুট শুনি ;—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি ;—কি আছে তুলনা?"
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোঁসাই!"—
এই কয়ে বণিক্ ফিরিল।

মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে?
নর-কুলে পশু বলি লোকে তারে মানে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভানে।

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে,
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,

অংশু-মালা গলে,
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল জলে
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন;
পুনঃ যেন দেব স্রষ্টা সৃজিলা মহীরে;
সজীব হইলা সবে জনমি, অচিরে।
অবহেলি উদয়-অচলে,
শূন্য-পথে রথবর চলে;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,
রজনী তারার মেলা সর্ব্বত্র ভাঙ্গিল;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজলিল।
উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃস্থলে;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে:—
"দেখি তব ধীর গতি দুখে আঁখি ঝরে;
পাও যদি কষ্ট,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।"
কহিলা হাসিয়া ভানু;—"তুমি শিষ্টমতি;
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি।"

মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জ্বল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ;

তাপিল উত্তাপে মহী ; পবন বহিলা
আগুনের শ্বাস-রূপে ; সব শুকাইলা—
শুকাল কাননে ফুল ;
প্রাণিকুল ভয়াকুল ;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল ;
কমলিনী কেবল হাসিল !
হেন কালে পতনের দশা,
আ মরি ! সহসা
আসি উতরিল ;—
হিরণ্ময় রাজাসন ত্যজিতে হইল !
অধোগামী এবে রবি,
বিষাদে মলিন-ছবি,
হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
সম্ভাষি কহিলা কুতূহলে ;—
"পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্ব্বাসন লাগি ;
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি :
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে ;—
আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।"

হাসি উত্তরিল শৈল ;—"হে মূঢ় তপন,
অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ !
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে ;—
কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে ; হাস যদি, হাসে ;
ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।"

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে ;—
ভানু পলাইল ত্রাসে ;
তা দেখি তড়িৎ হাসে ;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে ;
ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে ;
গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
যেন ভূ-কম্পনে ;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।
আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহলে জল—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি।"
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে,
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে ;—
কেহ আসে, কেহ যায় ;
কেহ ফিরে পুনরায়
আবার বিদায় চায় ;
ত্রস্ত লোভে সবে ;—
সেরূপে চাতক-দল,
উড়ি করে কোলাহল ;—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি।"

রোষে উত্তরিলা ঘনবর ;—
"অপরে নির্ভর যার, অতি সে পামর !

বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি,
সাগরের নীল পায়ে পড়ি,
আনিয়াছি বারি ;—
ধরার এ ধার ধারি।

এই বারি পান করি,
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে
শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা খায়,
অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর ;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর।

নিজে তিনি হীন-গতি ;
জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি ;
তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা।—
তোমরা কাহারা ?
তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল ?
পাখা দিয়াছেন বিধি ;
যাও, যথা জলনিধি ;—
যাও, যথা জলাশয় ;—
নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয়।
কি গ্রীষ্ম, কি শীত কালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।"

চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।"—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জ্বলে।

যা চাহ, লভ তা সদা নিজ-পরিশ্রমে;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে!

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ-স্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা;—"মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"

প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি রাজকর,
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজ-নিকেতনে,
অতি হৃষ্ট মনে।

শৃগাল-কুলের পালা আসি উতরিল;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল;
কি ভেট, কি উপহার,
কি পানীয়, কি আহার,—

এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল ;—
"তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে ;
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে-স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে ?—
ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল ?"

চতুর যে সর্ব্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে ?

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল ;
ভব-তলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
হুল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিঁধিল !
অধীর ব্যথায় হরি,
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
কহিলা ;—"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন ?
গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই ?—
সম্মুখ-সমর কর্ ; তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প-চূর ;
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয়-ডালি,

দিয়াছে এ দেশে কবি।"
কহে মশা ;—"ভীরু, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায়, খাবে ;
ধিক্, দুষ্টমতি !
মারি তোরে বন-জীবে দিব, রে, কু-মতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে ;
ভীম দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হ্রদ দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ সে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে ;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-দ্বয় এ সৃষ্টি নাশিল !

মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;
কেহ তারে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়,
জর-জরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায়।
কভু নাকে, কভু কানে,
ত্রিশূল-সদৃশ হানে
হুল, মশা বীর।
না হেরি অরিরে হরি,
মুহুর্ম্মুহু নাদ করি,
হইলা অধীর।

হায়! ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল!

ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে ?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি ?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

পুরুলিয়া*

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে ?

---

* পুরুলিয়ার খ্রীষ্ট-মণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।

পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে!
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে

সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দ্রকীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে।

কবির ধর্ম্মপুত্র

(শ্রীমান্ খ্রীষ্টদাস সিংহ)

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গ্রহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে ;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা !
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম-বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে ;
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি ;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতূহলে !

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্ব্বতকুলের পাখা ; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট ! রয়েছ যে,—লঙ্কায় যেমতি

কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।
কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমারে
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌন ভাব তোমার; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে;
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শতরত্ন-করে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
আলো করি দশ দিশ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাগ্দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।"

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিনু, গিরিবর! নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন!
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন!
যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন!
হে সখে! পাষাণ তুমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্ব্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

পাণ্ডববিজয়

প্রথম সর্গ

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ ;—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি ! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে ।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে ; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি ;—
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে ।

দুর্য্যোধনের মৃত্যু

"দেখ, দেব, দেখ চেয়ে", কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে,—"আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী ; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি !

শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির-বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরু রণে !

মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাতিল ভূতলে
উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি ;—
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি ?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি ;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে ? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে !
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবার্য্যরূপী
গাঙ্গেয় ? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব ! কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি ?
যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে—
বিনাশিনু আমি, দেব ! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্মদোষে।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে ?
নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি !
ভস্মমাত্র ! এ যতন বৃথা কেন তব !"
সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে।

নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ম্মা রথী
বিষাদে নীরব দোঁহে ;—আসি নিশীথিনী,
মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি ;—
বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা পানে
রাজেন্দ্র ; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্র-কুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে,
যে না ইচ্ছে মরিবারে ? যেখানে, যে কালে
আক্রমেন যমরাজ ; সমপীড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর,—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূরতি!
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
আমি !—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে !
যে স্তম্ভের বলে শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি ;
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে !
গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত !
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে ?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য ! দেখ—
রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন এ পৌরব বংশ-আদি যিনি,
নিশানাথ ! দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি ?"

পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য ;—“হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভুক্‌রূপে !
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ আর তবে ?   মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি ;
পুড়িছে অর্জ্জুন, রায়, তার শরানলে,
পুড়িল যেমতি সেথা সৈন্যদল তব !
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে ;
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ !
আর আর বীর যত এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে
আশে পাশে তরু যথা ;—দেখ মহামতি !”

সিংহল-বিজয়

স্বর্ণসৌধে স্বধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে !
রুষি সতা শশিমুখী সখীরে কহিলা ;—
হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে !
কি লজ্জা !   থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে

রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্যানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে?
জলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা?
জলধি জনক তাঁর; তেঁই শাস্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পকে হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি; প্রভঞ্জনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে?
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি। হেষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে!

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে;—
ভেবেছিনু, হায়! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি!
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?

দেবদানবীয়ম্

মহাকাব্য

প্রথম সর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
দেহো জননি গো, ঢালি এ পেটে॥

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উরূপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে; কহিল
এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি।"

আমাদের বাল্মীকির এ দশা ; কে জানে,
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা সুমতি।

পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি ; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে ?
বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে ?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে ?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে ;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন! এ হেন রতনে ?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে ?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

দুরূহ শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা

বর্ষাকাল :	পংক্তি ৩	রমণ—পুরুষ।
হিমঋতু :	১	হিমন্তের—হেমন্তের (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
রিজিয়া :	২৩	সিন্ধুদেশে—সমুদ্রে।
কবি-মাতৃভাষা :		মধুসূদন-বিরচিত প্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতা। ইহারই সংশোধিত রূপ "বঙ্গ-ভাষা" ('চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী', ৩ নং কবিতা)।
আত্ম-বিলাপ :	১২	অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি—জলের তোড়ে সদ্য সদ্য বিনাশশীল।
	১৯	সাদে—সাধে।
বঙ্গভূমির প্রতি :	২২	তামরস—পদ্ম।
দ্রৌপদীস্বয়ম্বর :	১৭	বিকচিত—বিকচ (মধুসূদনের প্রয়োগ)।
	১৮	দ্বিতীয়—রামায়ণকার বাল্মীকি আদি-কবি বলিয়া মহাভারতকারকে মধুসূদন 'দ্বিতীয় কমল' বলিয়াছেন।
সুভদ্রা-হরণ :	৩-১২	দ্রৌপদীস্বয়ম্বরের প্রায় পুনরুক্তি।
	২০	শ্রীবরদা—লক্ষ্মী।
ময়ূর ও গৌরী :	৩০	কেশে—মস্তকে।
অশ্ব ও কুরঙ্গ :	৩৬	মৃগয়ী—ব্যাধ।
	৫১	সাদী—অশ্বারোহী।
দেবদৃষ্টি :	১৩	মেখলেন—মেখলার ন্যায় পরিবেষ্টন করেন।
পুরুলিয়া :	৫	সরস—সরোবর।
কবির ধর্ম্মপুত্র :	১১	তোলি—তুলিয়া।
জীবিতাবস্থায়… :	১	ওমর—তোমার।